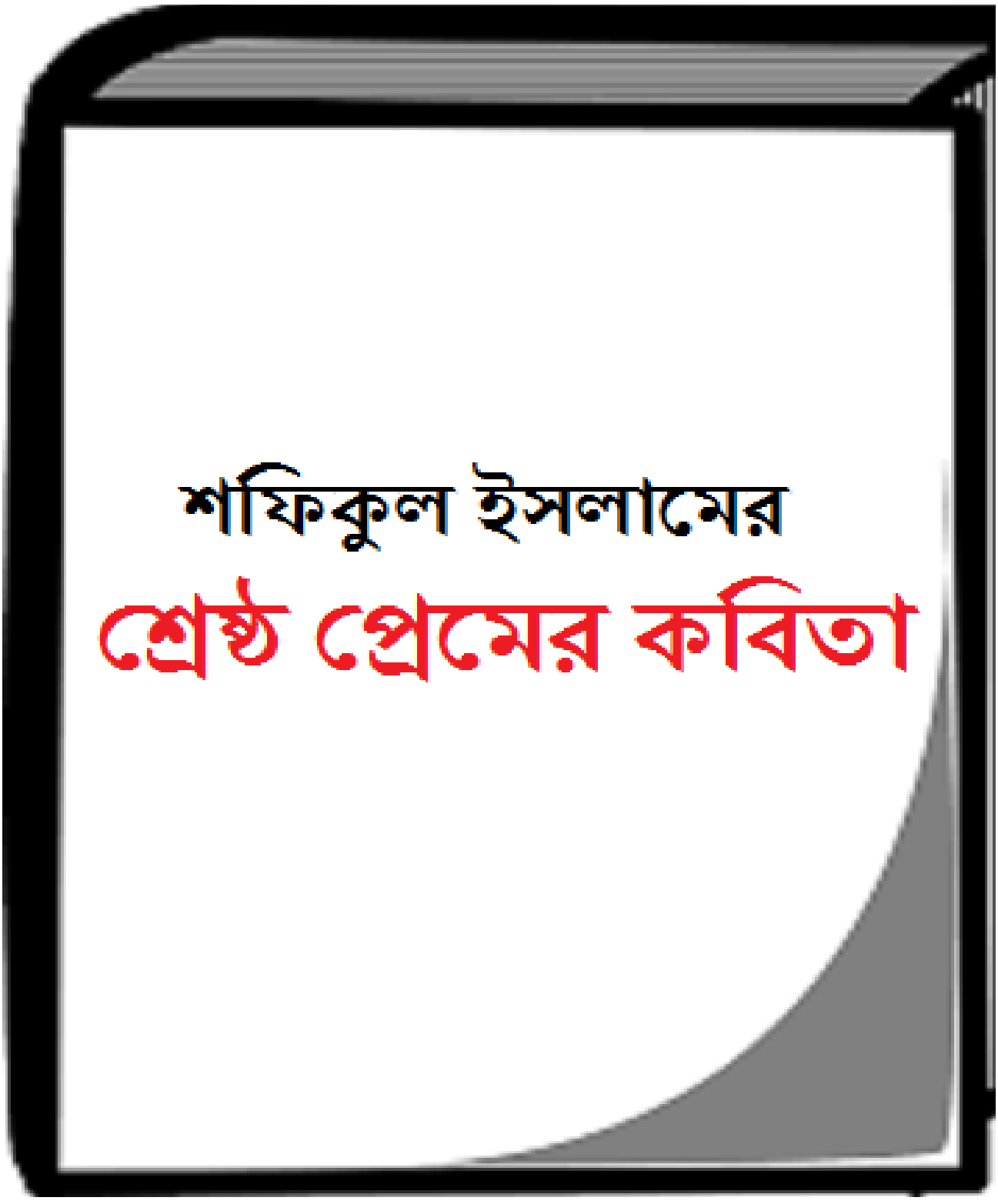

শফিকুল ইসলামের

শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা

প্রারম্ভিক কথা...

প্রেম মানুষের দূর্বলতম মুহুর্তের প্রগাঢ় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ।
যে মুহুর্তে যুক্তির চেয়ে আবেগ প্রাধান্য পায়।
বাস্তবতার চেয়ে কল্পনা প্রভাব বিস্তার লাভ করে।
প্রেম যেন হঠাৎ ছুটে আসা দমকা হাওয়া,
অকারণ ধেয়ে আসা জলোচ্ছাস।
সে উচ্ছাসের অমিত প্লাবনে চিরকালের
সমাজ, ধর্ম, সংস্কার, লোকলাজ সব উপলব্ধি ভেঙেচুরে যায়।
সব কিছুর উর্ধেব প্রিয়জনের একান্ত সান্নিধ্য লাভের আকাংখাই তীব্রতা পায়।
প্রিয়জনকে একান্ত নিজের করে কেবলি কাছে পাওয়ার ইচ্ছে জাগে,
তার মোহময় সান্নিধ্যে
হৃদয়ে এক ঝলক অদৃশ্য সৌরভময় সুবাতাস বয়ে যায়।

জীবনে প্রকৃত কোন মুহুর্তে কে যে কখন প্রেমের কাছে বাধা পড়ে
তা কেউ বলতে পারেনা।
নদীর জল যেমন তীর ছুয়ে ছুয়ে বয়ে যায়,
তেমনি প্রেম ও হৃদয় ছুয়ে বয়ে যায়,
চঞ্চল প্রেমের উন্মাদনায় হৃদয়কে আপ্লুত করে,
আর জীবনে আনে অনাবিল প্রশান্তি ...

সেই সব বিরল মুহুর্তের অনির্বচনীয় অনুভুতির
বাঙময় প্রকাশ কবি শফিকুল ইসলামের 'শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা' গ্রন্থটি।
প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভের উদগ্র আকাংখা, মিলনের আনন্দের উদ্দামতা,
সম্ভাব্য বিরহের দ্যুতিময় করুণ ব্যঞ্জনা,
যুগল সম্মিলনের স্বপ্নে হারিয়ে যাওয়ার আকুলতা
সবই ব্যক্ত হয়েছে কাব্যগ্রন্থটির পঙক্তিমালার পরতে পরতে ॥

তারুণ্য ও দ্রোহের প্রতীক কবি শফিকুল ইসলাম। তার কাব্যচর্চ্চার বিষয়বস্তু প্রেম ও দ্রোহ। কবিতা রচনার পাশাপাশি তিনি অনেক গান ও রচনা করেছেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত গীতিকার।

শফিকুল ইসলামের জন্ম ১০ই ফেব্রুয়ারী সিলেট জেলার শেখঘাটস্থ খুলিয়াপাড়ায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও সমাজকল্যাণে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়া এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে এম,এ ইন ইসলামিক ষ্টাডিজ ডিগ্রী অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে শিক্ষাজীবনে অনন্য কৃতিত্বের জন্য স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

তিনি ঢাকার প্রাক্তন মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্টেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সাবেক এডিসি ও বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব। তিনি যেসব দেশ ভ্রমণ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বৃটেন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইন।

শৈশব থেকেই কাব্য চর্চা করছেন। ১৯৮১সালে 'বাংলাদেশ পরিষদ সাহিত্য পুরস্কার' প্রাপ্ত হন। এছাড়া এছাড়া 'লেখক সম্মাননা পদক ২০০৮' প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি তিনি নজরুল স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তিনি বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভূক্ত গীতিকার।

তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থসমূহ ঃ'এই ঘর এই লোকালয়'(২০০০)'একটি আকাশ ও অনেক বৃষ্টি'(২০০৪)'তবু ও বৃষ্টি আসুক'(২০০৭)'শ্রাবণ দিনের কাব্য'(২০১০)'দহন কালের কাব্য'(২০১১)'প্রত্যয়ী যাত্রা'(২০১২)।

গীতি সংকলন ঃ 'মেঘ ভাঙ্গা রোদ্দুর'(২০০৮)।

ইমেইলঃ sfk505@yahoo.com

উৎসর্গ

যে প্রেম আলো দেয়না অথচ দহন করে,
সেই দীপ্তিহীন অগ্নির নির্দয় দহনে
যারা পলে পলে দগ্ধ হয়েছেন,
তাদের উদ্দেশ্যে...

সূচীপত্র

স্মৃতির পাতা থেকে ১
প্রিন্সেস ডায়না স্মরণে ২
তিনটি ক্ষতি ৫
ক'দিন থেকেই বুকের মধ্যিখানে ৭
তুমি কাছে ছিলে এতদিন ৮
যখন তোমার কথা ভাবি ১০
জানি আজ তুমি সবই ভুলে গেছ ১১
ইচ্ছে হলেই আমি যেতে পারি ১২
আকাশের মেঘও এক সময় ১৩
প্রিয়তমা বল কি করে ১৪
আজ নব বসন্তে ১৫
পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল ১৭
যেখানেই যাও বন্ধু ১৮
আমার ভুবনে এত যে অন্ধকার ১৯
মহাকাল সবই হরণ করে নেয় ২০
প্রিয়তমা, যখন দেখি তুমি নেই ২১
তুমি চলে গেছ আজ বহুদিন ২৩
জীবনের শুভ মুহূর্তগুলো ২৪
নন্দিতা, এখন কোথায় থাকো তুমি ২৫
তোমার সব দাবীই ২৬
একাই বসে থাকি ২৭
প্রদীপের আলো জানি সবার জন্য ২৮
হে জীবন, একদিন তুমি ছিলে ২৯
আজ কতদিন ধরে ৩০
এই গান এই সুর ৩২
সবার কাছে বসন্ত ঋতু ৩৩
আমার ঘরের বিছানায় ৩৪
তুমি নেই তাই ৩৬
তোমাকে বিদায় দিতে গিয়ে ৩৮
যে নদী পাহাড় থেকে ৩৯
মাধবী শুধু একটিবার ৪০
আমাকে কিছুই দিলে না ৪১
মাধবী আমি আজ ৪৩
সে আর আসেনি ৪৪
একদিন সব ছেড়ে ছুড়ে ৪৫
চলেই গেলে শুধু ৪৭
কোথাও অনেক দূরে ৪৮
একদিন এই বাগানে ৪৯
একদিন এই চোখে ৫০
কেউ ডাকেনি আমায় ৫১
একদিন আমি বাসাছাড়া ৫২
কতবার ভেবেছি ৫৩
জানি কেউ আসবে না ৫৪
মাধবী না বলে কয়ে ৫৫
তুমি নেই আজ আর এখানে ৫৭
আজ মনে হয় তুমি পাশে ৫৯
ভালবাসলেই দুঃখ পেতে হয় ৬০
যদি ও জানি তা সম্ভব নয় ৬১
আজ মনে হয় আমার জীবন যেন ৬২
সুমুখের পথ চলতে ৬৫
আমাকে তুমি কখনও ৬৭
একদিন আমি ছুটি নিয়ে ৬৮
একদিন স্বপ্ন ছিল ৬৯
এই ছোট্ট জীবনে ৭০
এই জীবনে আমার ৭১
কেন তোমার কথা ভাবলে ৭২
তুমি চলে গেছ ৭৩
সারাদিন পড়ে থাকি ৭৫
আর সবাই যখন ৭৬
তুমি আমার সমৃদ্ধ অতীত ৭৭
তোমাকে দিয়েছি ৭৮
আসলে যার আসার কথা ৭৯
শুধু তুমি কাছে নেই বলে ৮০
প্রতীক্ষায় ছিলাম ৮১
আজ তুমি নেই ৮২
বড় বেশি কিছু চাই না ৮৩

এ ঘরে কেউ আসে না ৮৪
ভুলে তো যেতে চাই ৮৫
তোমার জীবনে যখন ৮৬
যখন একটি গোলাপ দেখি ৮৭
আমরা দুজন বসে আছি ৮৮
চোখের আড়ালে চলে গেলে ৮৯
এই তো কিছুক্ষণ আগে ৯০
আসলে যে যাবার ৯১
আমাকে দেয়া কোন প্রতিশ্রুতিই ৯২
এখানে কেউ আসে না ৯৩
বহুকাল থেকে ৯৪
যেমন করে বিশাল আকাশ ৯৫
আমার জীবনে এখন ৯৬
কত যুগ জন্ম-জন্মান্তর ধরে ৯৭
তুমি পাশে থাকলে ৯৮
তবু তুমি এলে না ৯৯
শুধু একটি রক্তিম ভোরের প্রত্যাশায় ১০০
তোমাকে ভালবাসি বলেই ১০১
পথ আমারে পথ থেকে ১০২
আমার স্বপ্নেরা সব ১০৩
তুমি চলে গেলে ১০৪
আমাকে বাঁচিয়ে রাখে ১০৫
প্রিয়তমা আমি ১০৬
বন্ধু তুমি তো এলে না ১০৭
আমি ফুলের শোভা দেখেছি ১০৮
প্রিয়তমা যে পথে তুমি চলে গেছ ১০৯
একদিন জীবন মানে ১১০
তুমি কি কখনো জানো ১১১
আমি তোমার কাছেই যাই ১১২
ভালবাসা আমার কাছে ১১৩
একদিন এই জীবনে ১১৪
জানি আমার ভালবাসা ১১৫
আমি জীবন স্রোতে ১১৬
রাত যখন গভীর হয় ১১৭
একদিন তুমি ছিলে ১১৮
তুমি সন্ধ্যা তারা ১১৯
তুমি আমার প্রাণ-ভোমরা ১২০
শুধু তোমার জন্য ১২১
শুধু একটু সুখের মুখ ১২২
শুধু তুমি থেকো ১২৩
শুধু তোমার মুখের একটু হাসি ১২৫
যদি একটি কবিতা লিখি ১২৬
তোমারই প্রতীক্ষায় থাকবো ১২৭
এই এক জীবনে ১২৮
সূর্য ডুবে গেলে ১২৯
এই ঘর, এই লোকালয় ১৩০
আজন্ম আমি শুনি ১৩১
আমার জীবন থেকে কবেই ১৩২
কিছু স্বপ্ন ছিল আমারও ১৩৩
সেদিনকার আনন্দ উৎসবে সবাই ছিল ১৩৪
তোমাকে অন্তত একটা কিছু দেবো ১৩৫
কি কথা তোমাদের দেব উপহার ১৩৬
নদী আর নিসর্গ ১৩৭
যখনই তোমার কথা ভাবি ১৩৮
তবু তুমি ফিরে আসবে ১৩৯
এখানে তুমি আসবেনা আর ১৪০
ঐ তো ঐ দূর সুমুখের পথের বাকে ১৪১
আমাকে তুমি চিনবে না ১৪২
জানি আজ আমার সঙ্গ মাধুর্য ১৪৩
কেদনা ওগো ১৪৪
সুখের বাসর সাজাতে যাবার আগে ১৪৫
এখনও তো লগ্ন অতিক্রান্ত হয়ে যায়নি ১৪৬
আমার সমস্ত সুখ ১৪৭
তোমাকে ভালবেসে নারী ১৪৮
আমার জীবন থেকে ১৪৯
লোকের মুখে হাজার কথার চাপা গুঞ্জন ১৫০
তোমার দু' চোখে আমি ১৫১
অনেক দিন তুমি আসনা ১৫২
দূর নক্ষত্রের তুমি আজ ১৫৩
জানি আজ আমার স্মৃতি ১৫৪

আমায় ভুলে গেছ বলে তাই ১৫৫
ভাবিনি তো একদিন তোমাকে নিয়ে ১৫৬
অগো সুন্দর ১৫৭
ঐ যে ঐ দূরের ব্যস্ত সড়কে ১৫৮
তুমি আসবে প্রত্যয়ে ১৫৯
এসো নারী এসো ১৬০
আজকের এই রাত ১৬১
কি করে আমি ভুলে যাবো ১৬২
প্রেমের আখরে একদিন গেথেছিলাম যে মালা ১৬৩
তোমার কাছেই আমি যাচ্ছিলাম সেদিন ১৬৪
বিশ্বাস করো, নারী ১৬৫
কাল সারাটা রাত কেটে গেলো স্বপ্নের ভেতর ১৬৬
আমার যা কিছু বলার ছিল ১৬৭
সে আসেনি দেখতে দেখতে ১৬৮
একদিন তুমি ছিলে ১৬৯
আমার সব ছবি কেন ১৭১
বৃথাই বসন্ত কালের নিমন্ত্রণে ১৭২
প্রিয়তমা তোমার আবির্ভাবে ১৭৪
তুমি যেন বিশাল আকাশ হয়ে ১৭৫
জানি এই পথ শুধু বেদনার ১৭৬
তুমি এলে মনে হয় ১৭৭
এখন আমি তার কাছে ফিরে যাচ্ছি ১৭৮
সন্ধ্যা নেমে আসছে ১৭৯
নিরিবিলিতে তুমি যখন ১৮০
শুধু মনে হল তুমি ডেকেছ ১৮১
যখন ফুলের বাগানে ফুল ফুটে ১৮২
আজও প্রকৃতিতে বসন্ত আসে ১৮৩
রোজকার পুরনো অভ্যেসে ১৮৪
বলেছ ভুলে যেতে ১৮৬
জানি এ জীবনে ১৮৭
এই ফাল্গুনী জ্যোৎস্না রাতে ১৮৮
একদিন স্বপ্ন হারিয়ে যায় ১৮৯
দিনের শেষে এখন সূর্য ডুবে ১৯০
আজ এই পথে কেউ আসে না আর ১৯১
জানিনা তুমি আজ আমার কথা ভাব কিনা ১৯২
একদিন তোমার বাগানে ১৯৩
আকাশের চাদ ছিল ১৯৪
হাজার দিনের মাঝে সেদিনটি ১৯৫
আকাশের সব নক্ষত্র ১৯৬
কতকাল এই বিষন্ন শূন্যতায় ১৯৭
যেখানেই যাই যেদিকে তাকাই ১৯৮
প্রিয় এই পথে তুমি চলেছ ২০০
একদিন এসেছিলে ভালবেসেছিলে ২০১
কতবার ভেবেছি আজই ২০৩
একদিন আমার অজস্র কবিতা ২০৪
আজ মনে হয় তোমাকে ভালবেসে ২০৫
ভুলে যেও বন্ধু ক্ষতি নেই ২০৬
তুমি চলে যাবে একথা শুনতেই ২০৭
তোমার চলে যাওয়া মানে ২০৮
নই রাজপুত্র কিংবা যুবরাজ ২০৯
তোমার বাগানে ফুল ফুটিয়ে ২১০

স্মৃতির পাতা থেকে

জীবনের নিঃসঙ্গ বন্ধুর পথ চলতে চলতে
আকস্মিক তার সাথে দেখা।
অজানা, অচেনা
তবু যেন কত পরিচিত
যুগ জন্মান্তরের চেনা।
ভাবি এই বুঝি আমার ঠিকানা,
এখানেই পথচলা শেষ।
এখানেই বুঝি ভালবাসার ছায়ায় বিশ্রাম,
অবিরাম বিশ্রাম।

কিন্তু সব ভাবনা কি সত্যি হয়।
একদিন কাছে এসে কাছের মানুষ ও হারিয়ে যায়।
আর এই আমি আবার সেই আমি হয়ে যাই।
অসহায়, নিঃসঙ্গ, বিপন্ন।
লক্ষ্যবিহীন আবার শুরু হয় পথচলা।

যে যায় সে কি ফিরে আসে?
আসে না।
'আসবে না এরকম কথা বলা যায়না।
আসতে ও তো পারে।'
এটি যুক্তির কথা।
বাস্তবতা এই-
তার সন্ধান আর মেলেনি।
'ফিরে আসবে' একথা ভেবে কল্পনায় সুখ
পাওয়া ও যেতে পারে।
বাস্তবে নয়।

তখন বুঝতে পারি, বেশ বুঝতে পারি
সে আর ফিরবে না,
অনন্তকাল প্রতীক্ষার নামই বুঝি ভালবাসা ॥

প্রিন্সেস ডায়না স্মরণে

ডি, তুমি চলে গেছ
তোমার চলা থেমে গেছে চিরতরে–
নদীর গতি কি তাই থেমে গেছে
পৃথিবীর সব কোলাহল কি
নীরব হয়ে গেছে ?
পৃথিবীর সৌর প্রদক্ষিণ কি থেমে গেছে
থামেনি, জানি থামবে না।

ডি, তুমি চলে গেছ
আমার হৃদ-স্পন্দন থেমে গেছে
আমার কণ্ঠ অজানা ব্যথায়
বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে –
আর মনে হচ্ছে আমিই মৃত
আর তুমি ক্রমশ জেগে উঠছ
আমার অন্তরে অন্তরে।
আমার ভেতরে
অদৃশ্য ভূকম্পনে
যেন আজ এক বিশাল শূন্যতার
গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে।

ডি, এই পৃথিবীর কোলাহলে
এক দিন তুমি কণ্ঠ মিলিয়েছিলে–
এই পৃথিবীর রাজপথে
তোমার অমূল্য পদচিহ্ন পড়েছিল–
সময়ের ধারাজলে কালের ঝাপটায়
ক্রমে ক্রমে মুছতে মুছতে
একদিন হয়তো অপসৃত হয়ে যাবে–
কিন্তু আমার হৃদয়ে
তোমার যে অনন্য ছবি এঁকে গেছ
পৃথিবীর কোনো রোদ্রজলে
তা মুছে যাবে না জানি।

ডি, তুমি আজ অমৃত লোকের বাসিন্দা–
একদিন ভুল করে নেমে এসেছিলে
আমাদের দীন মর্ত্যলোকে–
আমাদের ভালোবেসে।
তুমিতো চলে যাবেই
তোমাকে ধরে রাখতে পারিনি
সে আমাদের ব্যর্থতা–
সুন্দরের কাছে আমাদের
শোচনীয় পরাজয়।

অমর্ত্যলোকবাসিনী ক্ষণিকের অতিথি
তোমার স্মৃতিই এখন আমাদের অমূল্য সম্পদ–
যেতে যেতে চলার পথে
অকৃপণ হাতে ছড়িয়ে গেছ
তোমার কুসুমাস্তীর্ণ যৌবনের
যে অমৃত সৌরভ–
তাই আজ আমাদের সম্বল'
তোমার দেয়া মহার্ঘ উপহার।

ডি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে
প্রবহমান বাতাসে মিশে আছে
তোমার নিঃশ্বাসের সুগন্ধ–
প্রভাতে পূর্বাকাশের
রক্তিম আভায় মিশে আছে
তোমার রাঙা অধরের হাসি–
আর নব প্রস্ফুটিত
রক্ত গোলাপের মাঝে
মিশে আছে তোমার গোলাপি ত্বকের আভা।
তোমাকে হারিয়ে তোমাকেই আজ
খুঁজে পেয়েছি আমরা মোহনীয় বেশে
নবতররূপে আমাদের মাঝে–
তোমাকে আমাদের অনন্ত অভিবাদন।

রাজপ্রাসাদের রাণী হিসেবে
হয়তো আর তোমাকে দেখতে পাব না–
হাজার ভক্তের মাঝে তোমার
হাসিমাখা সগৌরব উপস্থিতিরি আনন্দ
আমরা আর উপভোগ করতে পারব না–
আজ থেকে তুমি আমাদের হৃদয়ের রাণী হয়ে গেলে
হৃদয়ের আসনে ॥

তিনটি ক্ষতি

মনে পড়ে সেই শৈশবে
অনেক শখের বশে
সাধ করে একটি সাদা খেলনা ঘোড়া কিনেছিলাম–
খেলতে গিয়ে একদিন সে ঘোড়ার
দুর্ঘটনা জনিত অঙ্গহানি ঘটে –
বহুদিন সে ঘোড়ার
অঙ্গ সংযোজন করে
তার হৃত সৌন্দর্য পুনরুজ্জীবিত
করতে চেয়েছি– পারিনি।
সে না পারার দুঃখ
ও ঘোড়ার অঙ্গহানিজনিত
দৈহিক সৌন্দর্যহানির ক্ষতি
বহুদিন ভুলতে পারিনি–
একদিন সে ঘোড়াও
কোথায় হারিয়ে গেছে–
শৈশবের সেই দুঃখ ভুলে
আনমনে হাতে অন্য খেলনা
উঠে এসেছে কখন মনে রাখিনি।

তারপরে কৈশোরে এসে
প্রিয় খেলা ক্রিকেটের অতি প্রিয়
ক্রিকেটের বল নিয়ে মাঠে খেলতে গেলে
আমারই দুর্দান্ত ব্যাটের আঘাতে
কখন যে বলটি গড়াতে গড়াতে
খাদের জলে তলিয়ে গিয়ে
সলিল সমাধি লাভ করে–
বহুদিন খোজাখুঁজি করার পরও
আমার সে খেলার ছোট্ট সঙ্গী
সবুজ ক্রিকেট বলটি
আজ খুঁজে পাইনি–

কৈশোরের সেই ক্রিকেট বল
হারানোর দুঃখ বহুদিন বুকে পুষে
রেখেছিলাম–
একদিন কৈশোরের সে দুঃখ ও
ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গেছে
কালের গর্ভে,
কখন অন্য খেলায় মেতে উঠেছি
পেছন ফিরে আর তাকাইনি।

আজ যৌবনে এসে
তোমাকে হারানোর ক্ষতি যেন
কিছুতেই ভোলা যায় না–
তোমার বিচ্ছেদজনিত শূন্যতা
আর কিছুতেই যেন পূরণ হবার নয়–
তোমার তুলনা যে তুমি শুধু তুমি,
তুমি ছাড়া তোমার শূন্যস্থান
শূন্যই থেকে যায়–
তোমায় হারানোর ক্ষতি
স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন হয়ে জেগে থাকে
এ বুকের মধ্যখানে ॥

ক'দিন থেকেই বুকের মধ্যিখানে

ক'দিন থেকেই বুকের মধ্যিখানে
চিন চিন ব্যথা করছে–
সব বক্ষ-ব্যাধি বিশেষজ্ঞ ব্যর্থ এখানে–
এক্সরে প্লেট আর
কার্ডিওগ্রাফের সীমা ছাড়িয়ে
এ ব্যাধি বুকের অনেক গভীরে প্রসারিত...

ওরা জানবে কি করে
কার হৃদয়হীনতায়
এ কোমল বুকে কঠিন হৃদরোগ বাসা বেঁধেছে–
কার অনুপস্থিতিতে
এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিশাল শূন্যতা
সৃষ্টি হয়েছে।

অথচ একদিন তোমার মোহনীয় সান্নিধ্যে
এই বুকের হৃদ-স্পন্দন
আরো সজীব হওয়ার কথা ছিল–
অথচ আজ নষ্ট ঘড়ির বন্ধ কাঁটার মতো
এক জায়গায় এসে
আমার হৃদ-স্পন্দন থেমে গেছে
ব্যস্ত জীবনের মাঝে
তোমারই বিরহে ॥

তুমি কাছে ছিলে এতদিন

তুমি কাছে ছিলে এতদিন
বুঝতে পারিনি কতটা মন জুড়ে ছিলে আমার–
আজ এত বড় বাড়িটা
খাঁ খাঁ শূন্য বলে মনে হয় তোমার বিহনে–
যেদিক পানে তাকাই–
তোমার স্মৃতির আভাস পাই....

আলনায় হ্যাঙ্গারে ঝুলানো শার্টটা,
শোকেসের উপরে রাখা ভাঙা চশমাটা,
সাইড টেবিলে রাখা
পুরোনো মরচে-পড়া হাত ঘড়িটা–
টিপয়ের উপরে
আধপড়া কবিতার অচেতন গ্রন্থটা–
সবকিছুতে তোমার স্মৃতি কথা বলে
নিঃশব্দ মুখরতায়.....

আজও বাতাসে যেন
তোমার ঘর্মাক্ত শরীরের গন্ধ
উষ্ণ সুবাস ছড়ায়–
অথচ তুমি চলে গেছ কতদিন আজ।

কিছু খুঁজতে গিয়ে খুঁজে না পেয়ে
তোমার 'মু-মু' মৌ বলে হাঁকডাক তুলে
বাড়ি মাথায় করা–
' কোথায় তুমি কোথায় থাক '
আদর মাখা বিরক্ত কণ্ঠস্বর আজও শুনতে পাই–
কান পাতলে আজও শোনা যায়
সারা বাড়িময় তোমার অস্থির পদধ্বনি–
একদিন তোমার জীবনে
আমাকে এতটাই প্রয়োজন ছিল তোমার।

আর আজ আমি যেন ছাইদানিতে
তোমারই ফেলে যাওয়া পরিত্যক্ত জ্বলন্ত
সিগারেটের অবশিষ্টাংশ–
জ্বলে জ্বলে কেবলই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি–
আমার খোঁজ তুমি নিচ্ছ না বহুকাল–
ভুলে আছ এই আমাকে বহুকাল ধরে ॥

যখন তোমার কথা ভাবি

যখন তোমার কথা ভাবি
মনে পড়ে দূর মহাশূন্যের
অন্তহীন মহাশূন্যতা–
মনে পড়ে নিঃসঙ্গ নির্জন
অন্তহীন সাগরের
ভেঙে ভেঙে পড়া ঢেউ–
আর আমি ভাসমান
একটি শূন্য ভেলায়–
চারিধারে কেউ নেই, কিছু নেই।

যখন তোমার কথা ভাবি
মনে পড়ে অনন্ত মরুতে
পথ হারানো
উদভ্রান্ত পথিকের আর্তচিৎকার–
মূক দিগন্তে বারবার
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসা ॥

জানি আজ তুমি সবই ভুলে গেছ

জানি আজ তুমি সবই ভুলে গেছ,
তবু ভুলে যাওয়া স্মৃতিগুলো বারবার
ভুল করে মনে পড়ে যায়....
হয়তো এখন তুমি
শেষ বিকেলের ছায়ায়
ব্যলকনিতে বসে দেখছ নীল আকাশ,
সাদা মেঘের ভেলা–
তোমার মনের এক পাশে পড়ে আছে
অবহেলায়-অযত্নে
আমরাই অবহেলা-লাঞ্ছিত স্মৃতি।

কে জানতো তোমার ভালোবাসা
নদীর মতো শতবার গতি বদলায়–
জীবনের বহুমুখী বেদনাধারা
আজ এসে মিশেছে আমার জীবনে।

চলে গেছো বলে যদি মনে করো
একা, বড়বেশি একা হয়ে গেছি
তবে ভুলই করবে–
তোমার সুবর্ণ স্মৃতি
নিয়ে আমি পড়ে আছি–
আর বুকে নিয়ে ভালোবাসার ব্যথা
নদীর মতো বহুদুর
আমি ভেসে গেছি একা একা ॥

ইচ্ছে হলেই আমি যেতে পারি

ইচ্ছে হলেই আমি যেতে পারি
যেদিক খুশি সেদিকে যেতে পারি–
এই সর্ষে ক্ষেত ছাড়িয়ে
এই পথের মোড়টা পেরিয়ে
কাজল দীঘির টলটলে জল
আর কৃষ্ণচূড়ার শ্যামল হাতাছানি এড়িয়ে–
ইচ্ছে হলেই আমি যে-কোনো দিক চলে যেতে পারি।

পারি না শুধু তোমাকে ছেড়ে যেতে
তোমার কাছেই ফিরে আসি বারবার–
এখানে ওখানে কতখানেই তো যাই–
সব ছেড়ে গেলে ও
কিন্তু শেষ পর্যন্ত
আমি তোমার কাছেই রয়ে যাই ॥

আকাশের মেঘও এক সময়
বৃষ্টি হয়ে ঝরে যায়–
নদীর জল এক সময় শুকিয়ে যায়
পাথরও এক সময় ক্ষয়ে যায়–
স্মৃতি কেন তবু হয় না নিঃশেষ?
মনের পিঞ্জরে কেন তার স্মৃতি
অক্ষয় ছবি হয়ে ভাসে।

সেই কবে দেখা হয়েছে
এরই মাঝে কত যুগ শতাব্দী
যেন পেরিয়ে গেছে....

এখনও মনে পড়ে যেন
অবিকল তার চেহারা–
সেই হুবহু মুখের আদল
ভ্রু-ভঙ্গিমা, পটলচেরা চোখ
গোলাপ পাপড়ির মত
রাঙা ঔষ্ঠরেখা,
শাওন-মেঘ-কালো চুলের বন্যা–
সবই মনে পড়ে
দাড়ি-কমা সেমিকোলন
প্রতিটি যতিচিহ্নসহ।

তার প্রতিটি কথা যেন
বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতার
এক-একটি পঙক্তি–
তার কণ্ঠস্বরের উত্থান পতন
যেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত–

তার যৌবনভরা সুগঠিত দেহ
যেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য–
তাকে কি ভোলা যায়, যায় না।
তাকে ভুলে থাকা দায় ॥

প্রিয়তমা বল কি করে

প্রিয়তমা বল কি করে
আমি তোমার প্রসঙ্গ পাল্টাই–
তুমিই যে আমার প্রিয় প্রসঙ্গ,
তোমাকে বাদ দিলে আমার আর থাকে কি ?
আমার দুচোখ জুড়ে সারাক্ষণ
তোমারই মুখচ্ছবি ভাসে–
আমার বুক জুড়ে তুমি শুধু তুমি।

তোমার দেহের প্রতিটি বাঁক
অঙ্গের ভাজে জমে থাকা এতটুকু মেদ
সবই আমার মুখস্থ–
সারাক্ষণ তোমার সৌন্দর্য আমি আবৃত্তি করি।

আয়নার সামনে যেয়ে যখন দাঁড়াই
আমার ছবি ঢেকে গিয়ে
কখন তোমার ছবি প্রতিচ্ছবি হয়ে ভাসে
সমস্ত আয়না জুড়ে
টের পাই না।

মন্দিরে যখন পূজো দিতে যাই
মন্দিরের বিগ্রহ কখন
তোমার আদলে পাল্টে যায়
টের পাই না–
আর আমি তোমাকেই পূজো দিয়ে চলে আসি ॥

আজ নব বসন্তে

আজ নব বসন্তে
পুষ্প সৌরভ আমোদিত চারিদিক–
পাখির গানে আর ভ্রমরের গুঞ্জনে কলরব মুখর–
অথচ যার জন্য বসন্ত দিনের জন্য
আমার এ ব্যাকুল প্রতীক্ষা–
বসন্তের প্রথম ফুলে
যার জন্য আমার এই মালা গাঁথা–
সে আজ কোথায় ?
যে ছিল আমার এই হৃদয়ের কাছাকাছি
যে ছিল আমার স্বপ্নের একান্ত কাছাকাছি
একান্ত সাধনার ধন–
সে আজ কোথায় ?

আজ এই নব বসন্তে
আমার হৃদয় আকাশে কেন অঝোর শ্রাবণ–
আমার চোখ জুড়ে কেন
ঘন-কৃষ্ণ শ্রাবণের মেঘমালা–
নব বসন্তের পাখির আর
ভ্রমরের গুঞ্জন ছাপিয়ে
আমার হৃদয়ে বাজে এ কোন ক্রন্দন ধ্বনি?

এই নব বসন্তত কি আমার
একা একাই কেটে যাবে
বিরহ ব্যথিত চিত্তে,
তার দেখা কি আমি পাব না ?
এই বসন্তে ও তাকে কি
সপুষ্প বরণ করার সাধ
আমার অপূর্ণ থেকে যাবে ?

আজ প্রকৃতি জুড়ে বসন্তের সমারোহ

আজ আমার হৃদয় জুড়ে শ্রাবণ–
বসন্ত ফিরে এলে
ফিরে আসে কোকিলের গান
ফিরে আসে নব পুষ্পমালা–
তুমি না আসলে
আমার জীবনে কোনোদিনই বসন্ত আসবে না–
একটি শ্রাবণ নিয়ে
কেটে যাবে আমার সমস্ত জীবন ॥

পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল

পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল
অথচ আমার জীবনে এক ভাগও স্থল নেই–
পুরো চার ভাগই জল–
আজীবন দুঃখ আর নিঃসঙ্গতাই
আমাকে সঙ্গ দিয়েছে–
অশ্রুজলকে উপজীব্য করে
আমি আজও বেঁচে আছি।

অশ্রুজলের সমুদ্রে হাবুডুবু খাই–
আঁখি কোণ হতে এত জল ঝরে
তবু কেন আমার কণ্ঠ জুড়ে থাকে
আজীবন আকুল পিপাসা।

চোখের জলে আমার নয়নের কাজল
কেবল মুছে যায়,
বারেবারে মুছে যায়।
ঝাপসা চোখে
অবিরল নেমে আসা চোখের জলের ঝাপটায়
স্বপ্নগুলো কেবল অদৃশ্য হয়ে যায়–
স্বপ্ন দেখার সাধ
স্বপ্নই থেকে যায় ॥

যেখানেই যাও বন্ধু

যেখানেই যাও বন্ধু
কাছে কিংবা দূরে
আমি আকাশের মতো তোমায়
ছায়া দিয়ে রাখব–
আর দূর হতে তোমায় বারেবারে
হাতছানি দিয়ে ডাকব।

শরতে, বর্ষায়, হেমন্তে, বসন্তে
আমি বিচিত্র নববেশে সাজব–
অন্তরে আমি সেই তোমারই হয়ে থাকব।

আমি সাগর
চৈত্রের দাবদাহে
যখন তোমার শীর্ণ জলের স্রোতস্বিনী ও
শুকিয়ে যাবে মিলিয়ে–
সেদিন ও আমি বুক ভরা জল নিয়ে
তোমায় সাগর সঙ্গমে আহ্বান জানাব–
যে দিন তুমি আমায় আর ভালোবাসবে না
সেদিনও আমি তোমায় ভালোবাসব ॥

আমার ভুবনে এত যে অন্ধকার

আমার ভুবনে এত যে অন্ধকার

আকাশটাই অদৃশ্য–
তবু তো আমি চাঁদের স্বপ্ন দেখি–
একদিন ঝলমল পূর্ণিমার চাঁদে
আমার আকাশ উদ্ভাসিত হবে
সেই আশায় বসে থাকি–
বেঁচে থাকার একটা মানে খুঁজি।

জানি আমার বিরান মরুভূমিতে
নেই উদ্যান–
তবু ভাবি একদিন এই মরুভূমি
মরুদ্যান হবে–
একদিন আমার জীবনে
ফুলেল বসন্ত আসবে
আর ফুলেরা হাসবে।

বেঁচে থাকলে স্বপ্নের প্রয়োজন–
আগামী দিনকে স্বাগত জানাবার জন্য
স্বপ্নের প্রয়োজন–
তাই আমি স্বপ্ন দেখি
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি
জেগে জেগে আরও বেশি স্বপ্ন দেখি।

জানি এই কূল-কিনারাবিহীন
অকুল সাগরে
শুধু জল আর জল
কোথায় কুল–
তবু ভাবি এই আকুল পাথারে
কুল খুঁজে পাবই একদিন–
তোমার ঘাটে একদিন
এই জীবনের তরী নোঙর তুলবেই ॥

মহাকাল সবই হরণ করে নেয়

মহাকাল সবই হরণ করে নেয়
হৃদয়হীন লোভী দস্যুর মতো
জীবন, যৌবন, আয়ু
হৃদয় আবেগ–
সকলই হারিয়ে যায়
মহাকালের দুরন্ত স্রোতে ;
কালের গর্ভে একে একে সবই হয় লীন
না হয় হয় ধূলি-ম্লান।
ভালোবাসা শুধু জেগে থাকে
চির নতুনের বেশে
সমস্ত হৃদয় জুড়ে পুরাতন এ অন্তরে ॥

প্রিয়তমা, যখন দেখি তুমি নেই

প্রিয়তমা, যখন দেখি তুমি নেই
আমার দুচোখ জুড়ে,
তখনও তুমি থাক এই বুক জুড়ে –
যখন তোমার ত্রস্ত পদধ্বনি মুহূর্তে জেগে উঠে
মুহূর্তে মিলিয়ে যায়–
তখনও কান পাতলে শোনা যায়–
তোমার নুপুর-পরা-পায়ের পদধ্বনি
সারাক্ষণ আমার চতুর্পার্শ্বে বাজছে।

যখন চোখ মেলে তোমায় দেখি না
বন্ধ চোখে তোমায় খুঁজি–
দেখি তুমি আছ আমার কাছাকাছি
আমার অনুভবে–
প্রতিটি শিরা উপশিরা রক্ত কণিকায়।
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে
তোমার ছোঁয়া পাই।

নয়ন জুড়ে তুমি নাই
হৃদয় জুড়ে আজ তোমার আসন পাতা–
আঁচল বিছিয়ে বসে থাক তুমি
রানীর মতন হৃদয় সিংহাসন জুড়ে।
তোমাকে হারাবার তাই
নেই কোনো অবকাশ।

তুমি বিশাল আকাশ হয়ে
আমার পৃথিবী ঘিরে আছ–
তুমি নদীর স্রোতধারার মতো অবিচ্ছেদ্য
ঢেউয়ের মতো অভিভাজ্য আমার জীবনে।

আমার জীবন আর তুমি
নদীর জল আর তীরের মতো
এক হয়ে মিশে আছ–
আমার প্রেম আর কবিতার মতো
এক হয়ে মিশে আছো তুমি

আমার চিত্তে ॥

তুমি চলে গেছ আজ বহুদিন

তুমি চলে গেছ আজ বহুদিন
তবু ঘুমের ঘোরে আজ ও যেন শুনতে পাই
তোমার কাঁকনের রিনিঝিনি
কান পাতলেই আজও যেন শুনতে পাই
নূপুর শিঞ্জিত তোমার পদধ্বনি।

বাতাসে তোমার গায়ের গন্ধ
আজ ও যেন অদৃশ্য সৌরভ ছড়ায়–
আকাশ জুড়ে যেন
তোমার ডাগর আখির চাওয়া–
সবই রয়ে গেছে শুধু, তুমি শুধু নাই।

সবুজ নিসর্গ
আজ তোমার ছাপা শাড়ির
আচল হয়ে দুলে–
নদী তরঙ্গ তোমারই
চলার ছন্দে বয়ে যায়–
পাখির গানে যেন তোমারই
কণ্ঠস্বর ভেসে আসে–
তুমি আর প্রকৃতি কখন
একাকার হয়ে গেছে
আমার হৃদয়ে ॥

জীবনের শুভ মুহূর্তগুলো

জীবনের শুভ মুহূর্তগুলো
কখন যে হারিয়ে যায়
কেউ জানে না।

একদিন আকাশে চাঁদ ছিল
বাতাসে ফুলের গন্ধ ছিল
আর আমি ছিলাম
আর আমার পাশে শূন্য আসন ছিল
তোমার জন্য–
সেদিন তুমি ছিলে না
আমি একা ছিলাম।

আজ তুমি এসেছ
জীবনের ভরা সাঁঝে–
আঁধারে ছায়াতে তোমাকে
এত যে দেখার ইচ্ছে
তবু দুচোখ মেলে দেখতে পারছি না
তোমার পরিপূর্ণ রূপ ;
অস্পষ্ট ছায়াবৎ মনে হচ্ছে।

জীবনের বসন্ত দিন বিগত
আশার মুকুল হয়ে আজ
ফুটেছ তুমি অবেলায় আমার জীবনে–
আজ অবেলায়
বৃথাই বাসন্তী আমেজ খুঁজি
তোমার মাঝে ॥

নন্দিতা, এখন কোথায় থাকো তুমি

নন্দিতা, এখন কোথায় থাক তুমি
কেমন আছো
কার ঘরের ঘরণী হয়ে,
জানি না, আমি জানি না।

কলেজের সেই করিডোরে, ক্যাম্পাসে
কিংবা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠার ফাঁকে ফাঁকে
কতবার চোখে চোখ রেখেছি আমরা–
নীরব চোখে হয়েছে মনের কথা বিনিময়।

নন্দিতা, পৃথিবীর কোন দুইমেরু প্রান্তে
আমরা এখন আছি, কেউ জানি না–
মাঝখানে শুধু ভালবাসার স্মৃতি
ধু ধু হয়ে আছে....

আজ কতদিন আমাদের দেখা নেই–
কালের টানে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো
কে কোথায় ছিটকে পড়েছি জানি না।
সময় আমাদের মাঝে
করে চলেছে দুরূহ দূরত্ব রচনা–
সব গেছে জানি- সব
তবু রয়ে গেছে সেদিনের স্মৃতি
আজও অমলিন ॥

তোমার সব দাবীই

মাধবী, তোমার সব দাবীই
যখন আমি মেনে নিয়েছি নিঃশর্তে
তখনও কেন তুমি মিছেমিছি
করছ আমার বিরুদ্ধাচরণ,
নীরব অসহযোগ।

মাধবী, এখনও শেষ সময়
অতিক্রান্ত হয়ে যায়নি –
এখনও হৃদয়ে আবেগ আছে
প্রীতি আছে,
আছে উষ্ণ অনুরাগ–
মাধবী এখনও ফিরে আসো
আমার ভালোবাসার বুকে ফিরে আসো।

এসো দুজনে মিলে
এ দ্বৈত ভালোবাসাকে অর্থবহ করে তুলি–
আমাকে বঞ্চিত করে
তুমিও পাবে না কিছুই বঞ্চনা ছাড়া।
এসো বন্ধু এসো
এই চাঁদ আর এই জোছনা
বিকশিত ফুলের হাসিকে
আমরা অর্থবহ করে তুলি –
আমাদের ভালোবাসার সঙ্গীতে ॥

একাই বসে থাকি

একাই বসে থাকি

একরাশ ভাবনার মুখোমুখি হয়ে–
নিজের সাথে নিজেই কথা বলি–
নদী আর নারী কোনোদিন
পিছু ফিরতে জানে না–
বৃথাই অপেক্ষায় বসে থাকা
আর আখিজলে মালা গাঁথা।

একাই পড়ে থাকি
বিষণ্ন নিরালায়–
হৃদয়ে নিয়ে শুধু ধুধু বালুচর–
আর অন্তহীন শূন্যতা।

নদী আর নারীকে ভালবেসে
বুকের ভেতর খুব গোপনে বইতে হয়
ব্যথার অন্তঃশীল ফল্গুধারা ॥

প্রদীপের আলো জানি সবার জন্য

প্রদীপের আলো জানি সবার জন্য
প্রদীপের দহন জ্বালা
সে শুধু জানি পতঙ্গের অপমৃত্যুর জন্য।

তোমার ভালোবাসাও তেমনি জানি
আর সবার হৃদয়ে আলো জ্বালাতে
আর আমাকে শুধু দহন করতে।

সবার জন্য জানি তোমার প্রেম
সবার জন্য ভালোবাসা–
শুধু আমার জন্য জানি
তোমার অবহেলা–
আমার জন্য জানি শুধু
এই নিষ্ঠুর বঞ্চনা ॥

হে জীবন, একদিন তুমি ছিলে

হে জীবন, একদিন তুমি ছিলে
স্বপ্ন আর দুরূহ কল্পনার
অভাবনীয় আর অসম্ভবের–

আর আজ–
জীবন প্রণোদিত সংগ্রামে
আমরা প্রতি মুহূর্তে
ক্ষত বিক্ষত, রক্তাক্ত
ক্লান্ত...
হায় জীবন
তুমি কেন হলে না
ছোট্ট একটি মিষ্টি সঙ্গীতের মতো,
ছন্দোবদ্ধ একটি কবিতার মতো ॥

আজ কতদিন ধরে

আজ কতদিন ধরে
হাসপাতালের কেবিনে আমি শয্যাশায়ী
মনে হয় হাসপাতালই যেন আমার স্থায়ী নিবাস–
সুস্থ হবার ক্ষীণ আশাটুকুও

বুঝি অবশিষ্ট নেই–
শেষ দিনটির অপেক্ষায়
এখন আমার দিন যাপন।

তবুও অসুস্থ রোগ শয্যায়
কখনও কখনও তোমার স্মৃতি মনে আসে
মুহূর্তে তখন প্রাণ ফিরে পাই–
আর ও একটি দিন আমার বাচতে ইচ্ছে করে–
আরও একটি দিন তোমায় দেখতে পাবো বলে।

সম্ভাব্য মৃত্যু শোকে আমি ততটা অসুখী নই–
তোমাকে আর দেখতে পাব না
তোমার কথা আর ভাবতে পারব না–
এর চেয়ে বড় শোক আমার জীবনে নেই।

দেখো আজ আমার চারপাশে
কত ওষুধের শিশি, কত পথ্য
আর ঘন্টায় ঘন্টায়
পোশাকি চিকিৎসকের অযাচিত পরামর্শ–
কিছুই আমার সারিয়ে তুলতে পারেনি
পারবে না কোনোদিন,
কেবল তোমার ভালবাসাই
আমাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে।

প্রিয়তমা আজ তোমার ভালোবাসা দিয়ে
আমাকে সারিয়ে তুলো–
তোমার কোমল বুকের উম দিয়ে
আমার মৃত্যুশীতল দেহে
প্রাণ ফিরিয়ে দাও–
তোমার গাঢ় আলিঙ্গনে
আমায় বন্দী করো–
মৃত্যু ও আমাকে পারবে না
ছিনিয়ে নিতে কোনোদিন ॥

এই গান এই সুর

এই গান এই সুর
এই ফুল এই পাখি
নদী আর নিসর্গ
সবই সুন্দর–

শুধু তুমি আছো বলে।

এই দুঃখ, এই হতাশা
এই বঞ্চনা, এই মৃত্যু
আজ ও সুমধুর–
শুধু তুমি ভালোবাসো বলে ॥

সবার কাছে বসন্ত ঋতু

সবার কাছে বসন্ত ঋতু
একান্ত প্রার্থিত একটি ঋতু ;
আমার প্রিয় ঋতু বর্ষা।

বর্ষার বাদলের সাথে তবেই
আমি আমার হৃদয়ের কান্না
মিশিয়ে নিতে পারি -
মিলিয়ে নিতে পারি
বাদলের রিমঝিম সুরের সাথে
আমার মনের অব্যক্ত কান্নার সুর।

আজ আমার জীবন জুড়ে বর্ষা
আজ আমার ভুবন জুড়ে বর্ষা।
আমি চাই আজ আমার প্রকৃতি জুড়ে
সারাক্ষণ বর্ষা নেমে আসুক ;
আর আমার মাঠঘাট লোকালয় জনপদ
সবই হুহু বন্যায় ভেসে যাক।

আর আমি সেই অতল অশ্রু সায়রে
অবগাহন করে যদি
এই হৃদয়ের জ্বালা কিছুটা
জুড়াতে পারি–
হৃদয় জুড়ে এই শুধু সজল প্রত্যাশা ॥

আমার ঘরের বিছানায় আর

আমার ঘরের বিছানায় আর
বালিশে আর চাদরে
তোমার সুগন্ধি স্মৃতি সৌরভ বিলায়–
কেমন স্বপ্নময়তায় আমাকে

আচ্ছন্ন করে রাখে সারাক্ষণ–
নেশায় বুঁদ হয়ে যাওয়া মানুষের মত।

আমার ঘরের চৌকাঠে আর
গুছিয়ে রাখা কাপড়ের আলনায়
একগুচ্ছ পুষ্পশোভিত ফুলদানীতে আর
দেয়ালে টাঙানো নৈসর্গিক শোভামন্ডিত তৈলচিত্রে
আর শোকেসে সাজানো থরে থরে বই পত্তরে–
সর্বত্র তোমার স্মৃতি লেপ্টে আছে।
কি করে মুছবো বল তোমাকে
কি করে তোমাকে ভুলে থাকবো।

ধরেই নিলাম তোমাকে না হয় ভুলেই গেছি,
কি করে তোমার স্মৃতি উদ্দীপক
এই পরিপার্শ্বকে ভুলবো–
একটা মানুষ এই এক জীবনে
বল কতটা পরিপার্শ্ব বিমুখ হয়ে থাকতে পারে।
যদি ক্ষণিকের জন্যে তোমায় ভুলে থাকি
এই সজীব পরিপার্শ্ব মুহূর্তে তোমার কথা
মনে করিয়ে দেয় বারবার।
তুমি ছিলে তুমি আছো
এই ঘর এই আঙিনায় –
একথাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধরা দেয়
এই মনে বারবার।

তোমাকে কি করে অস্বীকার করব–
তুমি আছো এই আমার অস্তিত্বে
আর অস্থিতে মজ্জায় মিশে আছো তুমি
হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে
অবিচ্ছেদ্য অনিবার্য সত্তার মত,
কাছে না থেকে ও কাছের মানুষ হয়ে আছো।
হৃদয়ের নিভৃতে খুব গোপনে
অজানা মধুর রাগিনীতে
তুমি আমার অন্তর নিরন্তর বাজিয়ে তুলো।

তোমার স্মৃতিই আমার
আগামী দিনের প্রেরনা,
তোমার স্মৃতিকেই উপজীব্য করে
আজ ও আমি বেঁচে আছি।

তুমি আমার জীবনের ঘোর অন্ধকার রাতে
একটি স্নিগ্ধ আলোর প্রদীপ।
যখনই হতাশার অতল অন্ধকারে
হাবুডুবু খাই–
তোমার রূপের দীপ্তি ছড়ানো
সুন্দর অই মুখখানি
অন্ধকারে ধ্রুবতারা হয়ে
জীবন চলার পথে আমাকে পথ দেখায়।
আমি আজীবন তাই তোমার স্মৃতির কাছে
সমর্পিত একজন ॥

তুমি নেই তাই

তুমি নেই তাই
নির্জন গলির প্রান্তে একা দাঁড়ানো
এই বাড়িটা–
অভিমানে মুখ ভার করে থমকে আছে
বুকের ভেতর বিশাল শূন্যতা নিয়ে ;

একদিন যে বাড়ির প্রতিটি মুহূর্ত
আনন্দ-মুখর থাকতো তোমার কলকাকলীতে।

তুমি নেই তাই -
দীর্ঘদিন প্রবাস যাপনের পর বাড়ি ফিরে এলে
"শফিক তুই এসেছিস, তুই এসে গেছিস তাহলে"
বলে হাক ডাক তুলে
বাড়ীময় হৈ চৈ ফেলে দেয়না কেউ আজ আর–
নীরব অভিমানে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটা
শুধু বলে নেই, নেই, সে নেই।

আজ যে দিকে তাকাই
অজস্র স্মৃতির কাটা এসে বুকে বিধে।
তোমার সযত্ন পরিচর্যায় সাজানো বাগান
আজ আগাছা-পরগাছার দখলে,
নির্জন বারান্দার কোণে আজ
নিঃশব্দ অন্ধকার ঝুলে থাকে,
এ ঘরে এখন কেউ সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালে না আর।

কারো কাকনের রিনিঝিনি ঝংকারে
আজ এ কুটির প্রাঙ্গণ আর
মুখরিত হয়ে উঠে না।
বন্ধ দরজা জানালার কপাট
বন্ধই থাকে সারাদিনমান।

ঘরের আলনায় রাখা শাড়ীটা
ঘরের কোণে থাকা তানপুরাটা
তেমনই পড়ে থাকে শরীর চিতিয়ে।
শুধু স্মৃতির ধুলোবালি জমে থরে থরে
যতদিন যায়।

আধখোলা রবীন্দ্রনাথের গীত বিতান
টেবিলে তেমনই পড়ে থাকে -
সজীব পত্র শোভিত পুষ্প স্তবক

দিনে দিনে শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে–
ঝরে যাওয়া শুষ্ক পুষ্প গুচ্ছ পালটিয়ে
নতুন এক গুচ্ছ পুষ্প কেউ তুলে
রাখেনা আজ সাজিয়ে ফুলদানীতে।

ঘরের কোণে টাঙানো ক্যালেন্ডারে
দিন মাস সপ্তাহ চলে যায়–
নতুন মাস বছর আসে
কেউ তার পুরনো পৃষ্ঠা দেয় না উল্টিয়ে।
দেয়ালে সাটানো দেয়াল ঘড়িটা
সেই যে চারটা তেত্রিশের ঘরে থেমে আছে,
কেউ সেটা সচল করে দেয় না
তার চাবীটা ঘুরিয়ে।

তুমি চলে গেছ
একদা ব্যস্ত এ গৃহের সব কর্মকান্ড
থেমে গেছে যেন চিরতরে–
কর্ম মুখর পৃথিবীর একপাশে
পড়ে আছে যেন ভগ্নমনোরথ এ বাড়িটা।
আর আমি তোমার স্মৃতি
আকড়ে ধরে এ ভিটে মাটিতে বসত গড়েছি
শেষ দিনটির অপেক্ষাতে ॥

তোমাকে বিদায় দিতে গিয়ে

তোমাকে বিদায় দিতে গিয়ে
যদি এই দুই চোখ জলে ভরে যায়
গোপনে আঁচলে তা আমি মুছে নেবো,

তুমি মুখ ফিরায়ে চলে যেও।
যাবেই যখন চলে
থমকে দাঁড়িও না আর।

সম্মুখের পথ চলতে গিয়ে যদি
কারো পিছু ডাক শুনে থমকে দাঁড়াও
তবে মনে করো এ মনের ভুল।
তুমি চলে যেও
ঝরা ফুলদল দলে সমুখে চরণ ফেলে।
যাবেই যখন চলে
থমকে দাঁড়ি ও না আর।

যদি কোনদিন কোন অবসরে
কারো স্মৃতি মনে করে
তোমার বসন্ত দিনে যদি
হৃদয়ে নামে শ্রাবনের মেঘ–
স্মৃতির দুয়ার বন্ধ করে
নতুন সাথীকে আরো কাছে বুকে টেনে নিয়ে
ভুলে থেকো এই আমাকে।
যাবেই যখন চলে
থমকে দাঁড়িও না আর ॥

যে নদী পাহাড় থেকে নেমে আসে একবার

যে নদী পাহাড় থেকে নেমে আসে একবার
আর ফেরে না,
কিছুতেই পিছু ফেরে না,
সাগর সঙ্গমে সে ছুটে যায়
অবিচ্ছিন্ন ধারায়।
অজানা মেঘেরা কোথা থেকে এসে
কোথায় চলে যায়,
ছুটে আসা দমকা হাওয়া

কোথা থেকে ছুটে এসে কোথায় হারায়।

এ জীবনে বুঝি কেউ ফেরে না,
পিছু ফেরে না–
পেছনের পথ পেছনে পড়ে থাকে, হায়।
শুধু সেই পথ
তার সেই পদচিহ্ন
বুকে ধরে রাখে তারই প্রতীক্ষায়,
এই পথে একদিন যার
রাঙা চরনের চিহ্ন পড়েছিল–
তার স্মৃতি বুকে আগলে ধরে রাখে।

উৎসে কি কখনো ফেরে নদী,
কখনও ফেরে না,
তার গন্তব্য অতল অগাধ জলধি।
তেমনি তুমি ও ফিরবে না জানি,
কখনো ফিরবেনা।

আমি অচল গিরি শিখরের মত
স্তম্ভিত নির্বাক–
তোমার স্মৃতি বুকে ধারণ করে
পথ চেয়ে রইব চিরকাল।
আর আমার বুকের পরে জমবে কেবল
ধবল তুষারের স্তুপ ॥

মাধবী শুধু একটিবার

মাধবী, শুধু একটি বার
জানতে ইচ্ছে করে–
সোনালী রোদের দুপুর,
গোধূলীর মায়াবী আলো,
আর জোছনা-ভরা রাত
তোমায় কি ব্যাকুল করে না ?
চকিতে মনের পর্দায়
কারো মুখ ভেসে উঠে না ?
আমার তো খুব মনে পড়ে তখন

তোমার কথা -
তোমাকে একান্তে কাছে পেতে ইচ্ছে করে।

সাগর সৈকতে বসে থেকেছি–
দেখেছি তরঙ্গের পর তরঙ্গ জাগে
আবার কোথায় মিলিয়ে যায়,
দূর আকাশ দিয়ে যখন
হংস মিথুন পাখায় পাখা মিলিয়ে
কোথা থেকে এসে কোন দিগন্তে হারায়–
আমি তখন অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকি
শুধু চেয়ে থাকি।
নিজেকে তখন বড় একা মনে হয়।
হারানো দিনের কথা ভেবে
দুনয়ন বারবার অশ্রু সজল হয়ে উঠে।
তোমাকে ভুলতে পারি না,
কিছুতে পারি না ভুলতে।

সব কথা থেমে গেলে
তখন স্মৃতি কথা বলে–
আর আমাকে কাঁদায়।
তুমি নেই. তুমি নেই
আজ আমি একা, বড় একা ॥

আমাকে কিছুই দিলে না তুমি

আমাকে কিছুই দিলে না তুমি
নিলে সবই–
এই যৌবনের যা কিছু সম্ভার।
এই উদ্যানের সব কটি ফুল
সবই উজাড় করে দিয়েছি তো তোমাকে–

কিছুই তো রাখিনি গোপনে
আলাদা করে আর কার ও জন্যে।

আমাকে দিলে না তুমি
একটি সাজানো সংসার–
ফুলের বাগানের মত
সাজানো গুছানো,
ছিমছাম পরিপাটি ড্রইং রুম।

আমাকে দিলে না তুমি
একটি নিকোনো উঠোন
ভালবাসার ছায়ায় ঢাকা,
যেখানে বসে তুমি আমি
সুখ দুঃখের কথা বলতাম,
আর ব্যস্ত সময়গুলো কখন
কেটে যেত একটু ও টের পেতাম না।

তুমি আজ কাছে নেই
তাই আকাশভরা তারার মাঝে
তোমায় খুঁজি।
হ্রদের বুকে স্বচ্ছ সলিলে
হঠাৎ তোমার মায়াবী মুখ ঝলকে উঠে
মিলিয়ে যায় চকিতে।

আর আমি বিমর্ষ বদনে
একলা ঘাটে বসে থাকি
নিস্তরঙ্গ জলের দিকে উদাস তাকিয়ে।
আর ভাবি কতকাল তুমি চলে গেছ
কতকাল তোমার দেখা নেই ॥

মাধবী আমি আজ একা বড় একা

মাধবী আমি আজ একা বড় একা,
আমার প্রতিটি প্রহর, প্রতিটি ক্ষণ
কাটে দুঃস্বপ্নের ভেতর।
বন্ধ ঘরে নিজেকে যখন আবিস্কার করি
একা
দুচোখ মেলে–
ছোট্ট ঘরটা দেখতে দেখতে
চোখের নিমেষে

জনশূন্য বিশাল প্রান্তরে পরিণত হয়,
ঝড়ো বাতাসে মুহূর্তে বিস্তার লাভ করা
শ্রাবণ আকাশের মেঘের মত।

আর আমি একাকীত্বের যন্ত্রনায়
আর্ত চিৎকার করে উঠি।
সে আর্তনাদ ও এক সময় থেমে যায়।
যেমন করে বিশাল মরুতে
পথহারা পথিকের চীৎকার
মিলিয়ে যায়
আপন কানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে–
কেউ শুনতে পায় না।

মাধবী আমার জীবন আজ
আকাশের মত বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে
ঝুলে আছে তোমারই চোখের সামনে
তুমিহীনতায়।

আর তুমি নিষ্প্রাণ পাথরের মত
নিষ্ঠুর নীরবতা নিয়ে
কেবলই আড়াল রচনা করে
আমার থেকে ক্রমশ দূর সরে যাচ্ছ।
আর আমি একা বড় বেশী একা হয়ে পড়ছি ॥

সে আর আসেনি

সে আর আসেনি
এই আসছি বলে সেই যে চলে গেলো
আর ফিরে আসেনি।

এই ঘরে আজ ও অযাচিতভাবে

বিবাগী হাওয়া জানালার পর্দা
কাপিয়ে ঘরে উকি দিয়ে যায়।
কখন ও জোছনা চুপিসারে
অনধিকার প্রবেশ করে
ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকে।
সকালের রোদ
আমার ঘুমিয়ে থাকার অবকাশে
গৃহে প্রবেশ করে
আলোছায়ার নাচন তুলে।

শুধু এই ঘরে সে আর আসেনা,
কোনদিন আসবে না জেনে ও
অবুঝ প্রত্যাশায় কাঙালের মতন
উন্মুখ থাকে এই মন।
শূন্য ঘর আজ যেন
দেয়াল-ঘেরা শূন্যতায় খা খা করে–
আর এই মনে তার স্মৃতির নিত্য আনাগোনা
আমাকে বিচলিত করে ॥

একদিন সব ছেড়ে ছুড়ে

একদিন সব ছেড়ে ছুড়ে
সত্যি সত্যি আমি চলে যাবো সুদুরে,
দূর দিগন্তের সীমারেখায় যেখানে
দৃষ্টি বাধা পেয়ে ফিরে আসে
তার ও ওপারে ;
বহতা নদীর স্রোত ধারা যেখানে হারায়
দূর অজানায়
তার ও ওপারে।

উড়ে এসে মিলিয়ে যাওয়া
পাখীর ঝাকের মত
দেখো একদিন আমি ও
কোন সুদুরে মিলিয়ে যাবো–
আর ফিরে আসবো না।

তোমরা থাকবে,
থাকবে এই কৃষ্ণচূড়া,
দূরের আকাশ খন্ড খন্ড মেঘ
এই দিগন্ত বিস্তৃত সমতল, সবুজ বনানী,
নদীর রূপালী ধারা....
থাকবোনা শুধু আমি, এই আমি।

একদিন আমি সত্যি, সত্যি সব
ছেড়ে ছুড়ে চলে যাবো,
কাউকে কিছু না জানিয়ে–
একাকী উদাস, অজানা, গন্তব্যে।

যেমন করে কোলাহল মুখর
ভীড়ের মাঝখান থেকে
একটি মানুষ হঠাৎ উধাও হয়ে যায়,
কেউ জানতে পায় না ;

তেমনি আমি ও সত্যি সত্যি
একদিন চলে যাবো
কাউকে কিছু না জানিয়ে,
কোন প্রকার পূর্ব প্রস্তুতিবিহীন–
আর বিদায় সম্বর্ধনাবিহীন ;
আমায় ডেকে ডেকে কেউ আর
খুঁজে পাবে না কোথাও ॥

চলেই গেলে শুধু

চলেই গেলে শুধু
পেছন পানে ফিরে তাকালেনা একবার–
দেখলেনা কার সজল কাজল দৃষ্টি
তোমায় অনুসরণ করছে
যতদূর দৃষ্টি যায়....

কার সজল করুণ অশ্রুজলে
তোমার চলার পথ সিক্ত হল বারবার।

চলার পথে মনের খেয়ালে সেদিন তুমি
একটি লাল গোলাপ হাতে তুলে নিলে–
জানলে না কার হৃদয়ের
অদৃশ্য রক্তক্ষরণে ও ফুল রক্ত-রঙীন হল।

প্রদীপের মত নিজেরে পুড়ায়ে
কে তোমার চলার পথে
আলো ছড়িয়ে রাখে–
কার বাহু দু'টি মালা হয়ে
ও রাঙা চরণ জড়ায়ে মিনতি জানায়–
এ হৃদয় দলে চলে যেও না বন্ধু ॥

কোথাও অনেক দূরে

কোথাও অনেক দূরে
চলে যেতে চাই
যেখানে স্মৃতি নেই,
না পাওয়ার জ্বালা নেই,
অন্তর্গত অন্তর্দাহ নেই–
শুধু আছে চলমান বর্তমান।

যেখানে স্বপ্ন নেই, আকাংখা নেই,
নেই অতীত।

অতীত মানেই তো তুমি,
অতীত মানেই তো বিরহ বেদনা–
বিচ্ছেদের অদৃশ্য প্রদাহ।
হায় স্মৃতি কেন বারেবারে পিছু ডাকে।

যে পথ পেছনে ফেলে এসেছি
সে পথ পিছে পড়ে কেন থাকে না....
কেন স্মৃতি এসে বারবার সম্মুখে দাঁড়ায়
আর আমাকে কাঁদায়–
কেন পশ্চাতে পড়ে থাকে না
বিস্মৃতির ধু ধু অন্ধকার ॥

একদিন এই বাগানে

একদিন এই বাগানে
যে পাখী এসে
মিষ্টি-মধুর গান শুনিয়েছিল
সেও একদিন দূর নিলীমার
অজানায় অন্তর্হিত–
আর কোন দিন ফিরে সে আসেনি ;
যেতে যেতে রেখে গেছে

তার মিষ্টিগানের সৃষ্টি ছাড়া সুর–
যা আমার হৃদয়ে
আজও ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে।
আর আমি তাকে খুঁজে বেড়াই
বনে-বাদাড়ে গহীন অরণ্যে, বৃক্ষ শাখায়–
কোথাও মেলেনা সন্ধান।

একদিন তেমনি করে তুমি ও এসেছিলে
অচেনা পথিক কোন অজানা দেশ হতে
আমার জীবনে–
মনের আনন্দে ক্ষণিকের খেয়ালে
ভালোবেসেছিলে....
তারপর মনের খেয়ালে আবার চলে গেছ
যেতে যেতে পেছনে ফেলে রেখে গেছ স্মৃতি।

যেমন করে উড়ে আসা পাখী
পেছনে ঝরা-পালক ফেলে
সুমুখের অজানায় যায় হারিয়ে–
তেমনি তুমিও চলে গেছ,
আর আমি তোমার সেই স্মৃতি
সন্তর্পনে সাজিয়ে রেখে
তোমার পথপ্রান্তে আজ ও বসে আছি–
যদি ও জানি তুমি ফিরে আসবে না কোনদিন ॥

একদিন এই চোখে

একদিন এই চোখে
সূর্য উঠা ভোরের প্রত্যাশা ছিল–
ভোরের আলোয় তোমার মুখ
দেখবো বলে।
একদিন তুমি ছিলে তাই।

একদিন এ দু'চোখ জুড়ে
ঘুমের আবেশ ভাল লাগতো–
ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মাঝে
তোমাকে কাছে পাব বলে।
একদিন তুমি ছিলে তাই।

একদিন এই বুকের উদ্যানে
ফুল ফুটানোর তাগিদ ছিল,
সে ফুলে মালা গেথে
তোমার গলায় পরাবো বলে।

একদিন সব ভাল লাগতো
সবই ভাল লাগতো –
আজ কিছু ভাল লাগে না
আজ তুমি নেই তাই.... ॥

কেউ ডাকেনি আমায়

কেউ ডাকেনি আমায়
আমিই এসেছিলাম স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে
আমিই চলে যাচ্ছি স্বেচ্ছায়।
যেমন অভ্যর্থনাবিহীন আমার আগমন
তেমনি সম্বর্ধনাবিহীন আমার প্রস্থান–
সবার মাঝ থেকে কখন আমি নীরবে

উঠে চলে এসেছি,
কেউ জানতে পারেনি।

দিন যায় মাস যায়
জীবন থেকে একে একে
বৃক্ষ শাখা থেকে শুষ্ক পত্রের মত
এক একটি স্বপ্ন বিবর্ণ হয়ে ঝরে যায়
কালের দমকা হাওয়ায়।

জীবনের ছেড়া পালে আর বাতাস লাগে না।
একই আবর্তে শুধু ঘুরপাক খায়
আমার জীবনের ভাঙা তরী।
তীরের স্বপ্ন চোখে আমি দিকভ্রান্ত নাবিক,
অগো দূর আকাশের ধ্রুবতারা !
আমার জীবনের ধ্রুব নক্ষত্র !
ব্যাকুল মনে আকুল নয়নে
আমি খুঁজি তোমাকে–
আলোর দিশারী হয়ে পথ দেখাও,
স্বপ্নহীন আশাহীন স্বরচিত বন্ধ কারায়
আমার অসহ্য দিন কাটে....
আমাকে তুমি মুক্তির পথ দেখাও ॥

একদিন আমি বাসাছাড়া পাখীর মত

একদিন আমি বাসাছাড়া পাখীর মত
আর ফিরে আসব না
এই চির চেনা পথ ধরে।
এই পথে যে চেনা-মুখের
ছিল নিত্য যাতায়াত
তাকে আর তোমরা কেউ দেখবে না।

পুরনো পথ জুড়ে নতুন আগন্তুক
আর অচেনা পথিকের আনা গোনায়
থাকবে কোলাহল মুখর–
তখনও এ পথ জনহীন থাকবে না–
থাকবো না শুধু আমি।

তবুও সেদিন আকাশভরা তারা বলবে
হারিয়ে গেছি আমি,
পথের ধুলো বলবে এ পথে তার
পদচিহ্ন পড়বে না কোনদিন।
বিবাগী হাওয়া ঘরের জানালার পর্দা
তুলে উকি দিয়ে দেখবে
শূন্য ঘরে আমি নেই।

আমার জন্য তখনও অপেক্ষারত
থাকবে না কেউ–
থাকবে শুধু ঘরভরা শূন্যতা
মুখ গোমড়া করে।
আর বিষণ্ন নীরবতা ব্যর্থ প্রয়াস চালাবে
অদৃশ্য অক্ষরে
আমার স্মৃতি ফলক লিখে রাখতে
মহাকালের খাতায় ॥

কতবার ভেবেছি

কতবার ভেবেছি
অন্ধকারের ভেতর একা বসে
একটি ফুটফুটে ভোরের স্বপ্ন–
রাঙা টুকটুকে একটি লাল সূর্যের
প্রতীক্ষা করেছি–

আর কত বিনিদ্র রাত করেছি যাপন।
মনে হয় কত যুগ জন্মান্তর ধরে
প্রাগৈতিহাসিক আদিম অন্ধকারে
ডুবে আছি।

সবার জীবনে রাতের পর দিন এলেও
আমার জীবনে রাতের পর রাতই আসে–
এ আধার থেকে বুঝি আমার
আর মুক্তি নেই।

কতকাল কান পেতে থেকেছি
ভোরের পাখীর কাছ থেকে
সদ্যোজাত ভোরের
উদ্বোধনী সংগীত শুনবো বলে।

ওগো বন্ধু আমার
এই জীবনের ভরা অন্ধকারে
তোমার আপন হাতে
একটি আলোক প্রদীপ জ্বালো ॥

জানি কেউ আসবে না

জানি কেউ আসবে না
আমার এ শূন্য ঘরে–
তবু মিছে দুয়ার রাখি খুলে
আর অপলক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকি–
কার জন্যে, আমি জানি না।

জানি মালা দেবার কেউ নেই
তবু কাটার জ্বালা সয়ে ফুল তুলি

তবু মালা গাথি মনের ভুলে
কার জন্যে জানি না, আমি জানি না।

জানি এ রাত পোহাবে একাকী
তবু দীর্ঘ রজনী জাগি বিনিদ্র নয়নে
কার জন্যে জানি না, আমি জানি না।

জানি কেউ নেই এখানে,
তবু কেন মনে হয়
মনের আধারে কে যেন
নীরবে দাঁড়িয়ে আছে–
কেন মনে হয় জানি না, আমি জানি না।

জানি কেউ আসবে না এ পথে
তবু পথে পথে ফুল ছড়ায়ে রাখি
তবু কার জন্য পথ চেয়ে থাকি–
জানিনা, আমি জানি না।

জানি এ জীবনে কাউকে
পাইনি আপন করে–
তবু কাকে হারানোর বেদনায়
সারাক্ষণ শূন্যে উদাস দৃষ্টি মেলে রাখি...
জানি না, আমি জানি না ॥

মাধবী না বলে কয়ে

মাধবী না বলে কয়ে
অমন করে হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেলে,
মাধবী আমায় একা ফেলে।
আমার কামনার বৃন্তে তুমি একটি
রাঙা কুসুম
ফুটেছিলে তুমি আমার জীবনে।

তোমাকে ঘিরে আমার স্বপ্ন বিকশিত
হয়েছিল এ জীবনে–
সেই স্বপ্ন আচমকা তুমি ভেঙে দিলে।
কোন গোপন অভিমানে পাথরের মত
চুপ করে গেলে।
আমার আকুল আহ্বানে ও আজ
তোমার সাড়া নেই।

ছন্নছাড়া এই বিবাগী কবির জীবনে
তুমি ছাড়া আর কোন ঐশ্বর্য নেই,
কোনদিন ছিল না ;
তুমি ছিলে আমার গর্ব
প্রাপ্তির অহংকার–
তোমাকে হারালে আমার কি থাকে বল।

আজ তুমি নেই আমার কাছে–
আজ এই শূন্য ঘরে যেদিকে তাকাই
তোমার স্মৃতি আমার দিকে
স্থির তাকিয়ে থাকে।
ঘর ভরা শূন্যতা আজ আমাকে
গ্রাস করতে উদ্যত।

মাধবী কথা বল, মুখ খোলো
চোখ মেলো–
তাকাও একটিবার মুখ তুলে আমার দিকে,
তোমার ঐ দু'টি চোখে আবার আমায়
বিশ্ব পৃথিবী দেখতে দাও ॥

তুমি নেই আজ আর এখানে

তুমি নেই আজ আর এখানে–
তবু এই গৃহ এই আঙিনায় সর্বত্র
তোমার স্মৃতি লেপ্টে আছে...
এই বিছানায়, এই চাদরে লেগে থাকা
তোমার দেহের উম
আজও উত্তাপ দেয়
প্রখর শীতে ও এই শীতার্ত হৃদয়ে।

এই নকশা কাটা উপাধানে
আজ ও যেন তোমার কেশের নীরব সুগন্ধী
অদৃশ্য সুবাসে আমাকে মাতাল করে রাখে
সারাক্ষণ।
এই বিছানায় আজ ও যেন
তোমার কোমল যুগল স্তনের-ভারে-আকা আল্পনা
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প কর্ম হয়ে
তোমার সগৌরব অস্তিত্বের ঘোষণা দেয়।
তোমার নিঃশ্বাস হতে ছড়ানো
অদৃশ্য সৌরভ এই ঘরের বাতাসকে
সুরভিত করে রাখে সারাক্ষণ।

তুমি চলে গেছ কতকাল...
তবু মনে হয় এখন ও যেন
নুপুর-গুঞ্জরিত কাকনের রিনিঝিনিময়
তোমার আগমন ধ্বনি
এখনও কানে বাজছে।

তোমার রূপের দীপ্তির কাছে হার-মানা
শিয়রের-কাছে-জ্বলা দীপশিখার সলাজ আলো
এখনও স্মরণ করিয়ে দেয়
জোছনার কোমল আলোর মত মমতা-ছড়ানো
একটি মায়াবী মুখচ্ছবির কথা।

জানি সময়ের পরিবর্তনে
বদলে যাবে এই প্রেক্ষাপট...
তবু সবার অলক্ষ্যে
আমার হৃদয়ের নেপথ্যে বাজবে
তোমারই আবহ-সংগীত চিরদিন ॥

আজ মনে হয় তুমি পাশে থাকলে

আজ মনে হয় তুমি পাশে থাকলে
অন্য রকম হত আমার পৃথিবী,
অন্য রকম হত আমার আকাশ
বদলে যেত এই দিনরাত্রি।

তুমি পাশে থাকলে
আমার পৃথিবী জুড়ে
সংবৎসর লেগে থাকতো বসন্তকাল,
আমার বাগান জুড়ে
বৎসর ধরে ফুটে থাকতো রকমারী বাহারী ফুল।
থাকতো না এই ঋতু বদলের পালা বদল।

তুমি পাশে থাকলে
এই জীবনের ধু ধু মরুভূমিতে
আজকের মত নিজেকে এত
পরাজিত বিসর্জিত
এত অসহায় মনে হত না।
রাজ্য জয় না করেও নিজেকে
দিগ্বীজয়ী বীর মনে হতো।

তুমি পাশে থাকলে
চলার পথে এতটুকু পথ চলতে
এত গুরুভার দুর্ভর ক্লান্তি
আমাকে আচ্ছন্ন করতো না।
দু'চোখের পাতা জুড়ে
এই অবেলায় এত গভীর ঘুম
নেমে আসত না ॥

ভালবাসলেই দুঃখ পেতে হয়

ভালবাসলেই দুঃখ পেতে হয় জানি
তবু কেন ভালবাসা ফিরে আসে বারবার
এই জীবনে।
আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই জানি
ভালবাসার অনলে তবু কেন ঝাপ দেই
বারবার,
আমি জানি না।

যেখানে ফুল দেখি
মনের অজান্তে মালা গেথে ফেলি
কার গলে মালা পরাব সে কথা না ভেবেই।
সেখানেই চাঁদ দেখি
মনের অজান্তে
তার চাঁদমুখ নিয়ে কবিতা লিখে ফেলি।
যখনই সুন্দরের সাথে দেখা হয়
সুন্দর মায়াবী মুখের টানে
নিজের অজান্তে মন দিয়ে বসে থাকি।

বারবার প্রেমিক স্বভাবে
আত্মঘাতী প্রণয়ে
নিজেই নিজের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত
রক্তাক্ত করে ফেলি–
আর সেই রক্তে রাঙা
হৃদয়ের রক্তজবা তার চরণে সপে দিয়ে
নিঃশব্দে চলে আসি ॥

যদিও জানি তা সম্ভব নয়

যদিও জানি তা সম্ভব নয় কোনদিন
তবু ভাবতে ইচ্ছে করে
একদিন তুমি আসবে
রত্ন-ভূষণরাজীতে সজ্জিতা নববধুর বেশে
ঘর ভরা সুখ নিয়ে আমার শূন্য ঘরে;
আমার অগোছালো জীবন
তোমার কল্যাণী হাতের স্পর্শে
নবজীবন লাভ করবে।

পড়ার টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে
থাকা বইপত্তর,
ঘরের কোনে জমে থাকা ঝুলকালি,
ধুলিমলিন তানপুরাটা,
আলনায় রাখা ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ,
তোমার কোমল হাতের স্পর্শে
মুহূর্তেই সুষ্ঠু বিন্যাসে
অভাবিত সু-সমন্বয় লাভ করবে।
অপরিছন্ন ঘর দোর মুহূর্তেই
ছিমছাম পরিপাটিত্ব লাভ করবে।

ঘরের ফুলদানীতে রাখা
বহুদিনের পুরনো বাসী ফুলগুলো
মুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়ে
এক গুচ্ছ তাজা রজনী গন্ধার
বর্নাঢ্য শোভা লাভ করবে।
এক অনাঘ্রাতে সৌরভে
আমার ঘর মুহূর্তেই পুলকিত হয়ে উঠবে।

আর আমার একাকীত্বের ঘর
আলোকিত করে তুমি ফুটে থাকবে
আমার সঙ্গীনি হয়ে সঙ্গীনিবিহীন এ ঘরে ॥

আজ মনে হয় আমার জীবন যেন

আজ মনে হয় আমার জীবন যেন
এক ভাঙ্গনকবলিত নদী তীর,
কেবলই পাড় ভাঙে–
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে
আমার স্বপ্নের ভূখন্ডের বিস্তৃতি–
আর আমি কেবলই
ভাঙনের শব্দ শুনি।
কি দিবসে কি রাতে সারাদিন
জাগরণে আর ঘুমের ঘোরে
প্রতিদিন যেন আমার স্বপ্নের ভিটেমাটি
একটু একটু করে তলিয়ে যায়
জলের অতল আধারে -
আর আমি ক্রমশ একজন
স্বপ্নহীন মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছি।

জানি এমনি করে ধসে পড়া ভূমি
তলিয়ে যেতে যেতে
আগ্রাসী তরঙ্গের আঘাতে
আমার বাস্তুভিটা ও একদিন
জলের অতলে হারিয়ে যাবে -
আমি হারাবো আমার শেষ আশ্রয়টুকু ও।
এই বিশাল ভূপৃষ্টে আমি
একদিন স্বপ্নহীন ভূমিহীন
মানুষে পরিণত হব।

মাথার উপরে আচ্ছাদনহীন আমি
খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে
দেখবো একদিন
তিলে তিলে নিজস্ব চেতনার জমিতে
যে বসতি আমি গড়ে তুলেছিলাম

তার সবই আজ নিশ্চিহ্ন
তার সবই আজ আগ্রসী জলের দখলে–
আজ সেখানে শুধু
নিষ্ঠুর জল তরঙ্গের খেলা।

একদিন যে জমিতে আমি
স্বপ্নের চারাগুলো রোপণ করেছিলাম নিজ হাতে
সযত্ন প্রয়াসে–
তারও আজ কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই -
বুভুক্ষু জলরাশির উঠরে
তাও চলে গেছে।
অথচ বেঁচে থাকলে এই চারাগুলো
একদিন বিশাল মহীরুহ হত–
তার সবুজ পাতার সৌন্দর্যে
আমার দৃষ্টি জুড়াতো–
তার হিমেল ছায়ায়
জীবনের নিদাঘ দুপুরে
আমার তপ্ত হৃদয় জুড়াতো।

একদিন আমার বুকে ছিল
এইসব মহীরুহ সংকলিত
সবুজ অরণ্যের স্বপ্ন–
আর সেই অরণ্যের বৃক্ষ ছায়ায়
অতিথি পাখীদের সুরেলা সংগীত
শ্রবণের স্বপ্ন।
হায় আজ আমি সুর গান পাখী
এই সব থেকে কতদূরে সরে এসেছি।

রাক্ষুসী জলের কাছ থেকে
কিছুই বাঁচাতে না পেরে
নিজেকে নিয়ে বাঁচার তাগিদে
একটু একটু করে সরে
ক্রমশ বহুদূরে চলে এসেছি।

হায় আজ কোথায় সেই বিহঙ্গ-সংগীত
আর কোথায় পাখীর
ডানা থেকে অলখে ঝরে পড়া
রঙীন পালক কুড়ানো স্বপ্ন।

আজ আমি বৃক্ষহীন ধুধু প্রান্তরে
একলা বসে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের
পৈশাচিক গর্জন শুনি–
আর সর্বস্ব হারানোর বেদনায়
নিজেরই আর্ত চীৎকারে
নিজেই চমকে উঠি।
আর দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশির দিকে
নির্বাক উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকি ॥

সুমুখের পথ চলতে চলতে

সুমুখের পথ চলতে চলতে
কখনও মনে হয়েছে
কেউ আমাকে একটিবার পিছু ডাকুক,
অকারণ সোহাগে
আমার চলার পথ আগলে রেখে
অহেতুক আমার যাত্রা বিলম্বিত করুক।

ভালবাসাহীন ছায়াহীন এই মরু জীবনে
কখনও মনে হয়েছে
কারো ভালবাসার যোগ্য আমাকে মনে না হলে,
অন্তত না হয় ভালবাসার কাঙাল আমাকে
কেউ মিথ্যে ভালবাসার আশায় আশায়
একটিবার ভুলিয়ে রাখুক।

আমিতো নই তেমন কেউ
জ্ঞানীগুনী দেশ বরেণ্য সুধীজন
এই সমাজে–
আমার জন্মদিনের অভিষেকে
অজস্র উপঢৌকনের
স্তুপীকৃত উচ্চতায় ঢেকে যাবে
মঞ্চে উপস্থিত আমার মুখাবয়ব অবধি।

নগন্য এক অখ্যাত অভাজন আমি,
হাজার জনের ভীড়ের মধ্যে
মিশে যাওয়া মানুষ আমি,
অবাঞ্চিত অস্তিত্বের লজ্জায় -
ভীড়ের মধ্যে যাকে আলাদা করে চেনা যায় না।

তবু কখনও মনে হয়েছে
প্রাপ্তিবিহীন বঞ্চনাভরা এই জীবনে
কেউ আমাকে অন্তত না হয়
দামী কাগজের মোড়কের ছলে
একেটি মিথ্যে উপহার দিক।

অজস্র গোলাপের সমারোহ ধন্য
উদ্যানে একদিন যখন
তার সাথে দেখা হয়েছিল–
তখনও প্রগলভ প্রত্যাশায়
তার কাছ থেকে একটি
সদ্য-ছেড়া লাল গোলাপ উপহার পাবো
করিনি দুরাশা।
তখনও মনে হয়েছে
আর আপন হাতে
অন্তত একটি কাটাই না হয়
সে আমার হাতে তুলে দিক।

সবাই যখন তাকে
আপন অধিকারে পাবার গোপন বাসনায়
তার মনোরঞ্জনে ব্যস্ত,
আর তার ভুবন মোহন রূপের চাটুকারীতায়
তাকে তুষ্ট করতে ব্যস্ত–
আমি তখন নিজের অসম্ভব স্বপ্ন দেখার
অক্ষমতায় দূর থেকে দাঁড়িয়ে
তাকে সম্পূর্ণরূপে পাবার
অসম্ভব বাসনা ত্যাগ করে,
মনে মনে শুধু দেখতে চেয়েছি
তার মিষ্টি মুখের
সলাজ মধুর হাসি একটিবার।

আর সে দেখার আনন্দময় স্মৃতি
সজীব থাকতে থাকতে
এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে চেয়েছি ॥

আমাকে তুমি কখনও কাঁদতে দেখনি

আমাকে তুমি কখনও কাঁদতে দেখনি
কিংবা দুঃখের গল্প বলতে দেখনি বলে
ভেবনা আমার চোখে অশ্রু ছিল না
আমার বুকে কোন দুঃখ ছিল না।

এই বুক জুড়ে শুধু অনন্ত দীর্ঘশ্বাস
এই চোখ জুড়ে ধু ধু অশ্রু-সমুদ্র।
এই বুকে অনন্ত দুঃখের কাহিনী নিয়ে
আমি নিশ্চুপ নির্বাক।
এই চোখের উপচে পড়া অশ্রু
আজ জমাট বাধা বরফ–
এই মুখর কণ্ঠ আজ মূক পাথর।

অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত
অন্তর্গত অনন্ত বেদনার নিভৃত প্রবাহে
আমার হৃদয় আজ আন্দোলিত।
অথচ দেখো আমার বহিরঙ্গ
কেমন শান্ত, সমাহিত -
অন্তর্গত অনলে পুড়ে পুড়ে
ভেতরে ভেতরে আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি।

বেঁচে থাকার নির্মম প্রয়োজনে
দুঃখকে ভুলে থাকার বাস্তব তাগিদে
সারাদিন আমি
অন্তসারশূন্য অনন্ত স্বপ্নের ভেতর বসবাস করে
স্বপ্নহীন বিবর্ণ জীবনের চিত্রকে ভুলে থাকি ॥

একদিন আমি ছুটি নিয়ে

একদিন আমি ছুটি নিয়ে
সত্যি সত্যি চলে যাবো চিরতরে,
আর ফিরে আসবো না কোনদিন।

তোমরা ভাববে ভাবুক যুবক
'এই চলে যাচ্ছি' বলে কতবারই তো যেতে গিয়ে
ফিরে ফিরে চলে এসেছে–
এই তো দুদিন তিনদিন পর,
না হয় বড়জোর তার পরদিন–
ঘরের ছেলে ঠিকই ঘরে ফিরে আসবে।

কিন্তু, না– এবারই প্রথম
একদিন যাবে আমি আসবো না,
দু'দিন যাবে আমি আসবো না,
সপ্তাহ গড়াবে আমার তবু দেখা নেই...
তারপর এমনি করে মাস বছর যখন গড়াবে,
তোমরা তখন সত্যি সত্যি ভাবনায় পড়ে যাবে–
তাহলে কি যাই বলে
ছেলেটা কি সত্যি সত্যি সকলকে ফাঁকি দিয়ে
একেবারেই চলে গেল !

সত্যি সত্যি
তোমরা যখন আমাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করবে,
তখন আমি আসলেই চলে গেছি
সব ভাবনার ওপারে–
তোমরা জানবে
একদিন ছুটি নিতে গিয়ে
আমি অনন্ত ছুটি পেয়ে গেছি এ সংসার থেকে ॥

একদিন স্বপ্ন ছিল

একদিন স্বপ্ন ছিল
ভোরের বিশুদ্ধ বাতাসে বুক ভরে
একবার একবুক নিঃশ্বাস নেবো।
একদিন স্বপ্ন ছিল দু'চোখ মেলে
প্রাণ ভরে দেখবো একটি রক্তিম সূর্যোদয়।

দূর পাহাড়ের চূড়ায়
একদিন স্বপ্ন ছিল
উড়াবো আমার মনের বিজয় পতাকা।
অথৈ সাগরে নোঙর ছেড়ে
মুক্ত নাবিকের মত
খেয়াল খুশির হাওয়ায় ভেসে
যেদিক খুশি সেদিক ভেসে বেড়াবো।

একদিন স্বপ্ন ছিল
উড়ন্ত পাখির ডানায়
আমার নীলখামে ভরা একটি চিঠি
পাঠিয়ে দেবো তার ঠিকানায়।

একদিন স্বপ্ন ছিল
মুক্ত আকাশের নীচে
ভালবাসার সবুজ চত্বরে,
তার কোলে মাথা রেখে
জীবন থেকে চিরবিদায় নেবো ॥

এই ছোট্ট জীবনে

এই ছোট্ট জীবনে
অমিতব্যয়ীর মত তোমার পেছনে
জীবনের সমস্ত সময় ব্যয় করে
আজ সম্মুখে তাকিয়ে দেখি
তুমি নেই।
আমার সামনে শুধু ধু ধু শূন্যতা,
আর খাঁ খাঁ করা বিস্তীর্ণ প্রান্তর
আর কেউ নেই, কিছু নেই।

মায়ামৃগের মত তুমি ক্রমশ
দূর হতে আরো দূরে চলে গেছ
খেলা শেষের বেলায়।
আজ না-পাওয়ার বেদনাকেই
সাথী করে ঘরে ফেরা
বুকের ভেতর নীরব হাহাকারকে
সঙ্গী করে ॥

এই জীবনে আমার

এই জীবনে আমার
যত অপূর্ণতা আর যত দীনতা
তোমার মাঝে এসে পূর্ণতা খুঁজে পায়–
দীনতার মাঝে ও খুঁজে পায়
ঐশ্বর্যের মহিমা।

আমার বিশাল বিজয়
বিপুল অর্জন–
পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে কাঁদে
তোমার স্বীকৃতিবিহীন।
আমার সব সফলতা
বিফলতার বেদনা নিয়ে কাঁদে
তোমার অস্বীকৃতিতে।

তোমার দুবাহু যখন মালা হয়ে
আমার কণ্ঠ নিবিড় অনুরাগে জড়িয়ে রাখে,
তখন মনে হয় এর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ বিজয়মাল্য আমার আর নেই।

শত বিজয় উল্লাস করতালি ছাপিয়ে
যখন দেখি গোলাপ পাপড়ির মত
তোমার রাঙা ঠোঁটে বাঁকা হাসি–
তখন মনে হয়
আমার জীবনে এই তো শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি–
আমার জীবনে এর চেয়ে বড়
গৌরবময় মানপত্র আর নেই ॥

কেন তোমার কথা ভাবলে

কেন তোমার কথা ভাবলে
হৃদয় হু হু শূন্যতায় হাহাকার করে উঠে–
চোখের কোণ মুহূর্তে
ভেঁজা স্যাতস্যাতে হয়ে যায় ?
পরিপার্শ্ব কেমন বিষণ্ন বেদনা-বিধুর বলে মনে হয়–
তুমি বলে দাও।

তুমি চলে গেলে
কেন অন্তরে বাঁজে তোমায় হারাবার
অফুরন্ত বেদনাবোধ,
সুর-মূর্ছিত বীণা-ঝংকার
মুহূর্তে অবাঞ্চিত শব্দের
অসহ্য কোলাহল বলে মনে হয়।
তোমাকে হারিয়ে
হৃদয় কেন সব হারানোর
অপূরণীয় ক্ষতির বেদনাবোধ নিয়ে কাঁদে,
তুমি বলে দাও ॥

তুমি চলে গেছ

তুমি চলে গেছ–
আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে আজ
শোক উদযাপনের মহড়া।
তুমি চলে গেছ–
তাই জীবনে যতদিন বেঁচে থাকবো
জীবনের বাকী দিনগুলি
প্রতিটি দিন শোক দিবস হয়ে
আমার কাছে ধরা দেবে।
তুমি চলে গেছ–
আমার জীবনটাই তো আজ
একটি অনন্ত শোকসঙ্গীত হয়ে গেছে।

তোমার বিচ্ছেদে–
দেশ কাল অতিক্রম করে
শোক পালন করলে ও জানি
আমার প্রকৃত শোক প্রদর্শন হবে না।
তুমি চলে গেছ–
তাই আমি সমস্ত পৃথিবীব্যাপী
শোক পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।
তুমি চলে গেছ–
অনন্তকাল ধরে আমি
শোক দিবস পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

তুমি চলে গেছ–
আমার কবিতা তাই অসমাপ্ত রেখে
আমি শোক মিছিলে চলে এসেছি।

আমার অসমাপ্ত কবিতাই
স্মরণ করিয়ে দেবে
তুমি ছিলে এই হৃদয়ের কতটুকু–
আমার অসমাপ্ত পংক্তিমালাই
স্মরণ করিয়ে দেবে
তোমাকে ছাড়া এই জীবন কত অসম্পূর্ণ ॥

সারাদিন পড়ে থাকি

সারাদিন পড়ে থাকি
আশাহীন আনন্দহীন একা ঘরে।
উৎসবহীন এই জীবন
বড় বেশী নিশ্চুপ, নিস্তরঙ্গ
আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হয় না
আমার বিজন ঘর কখন ও।

তবু ও তুমি যখন মনের খেয়ালে
কখনও এ ঘরে পা রাখো–
আমার উৎসবহীন শূন্য ঘর
মুহূর্তে অজানা উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠে–
অজানা সৌরভে আমোদিত হয় ;
দীপ-না-জ্বালা অন্ধকার ঘর
এক অলৌকিক অদৃশ্য আভায়
মুহূর্তে আলোকিত হয়ে উঠে।

তুমি চলে গেলে নিমেষে সবই অন্ধকার,
বিষণ্ন শূন্যতা গ্রাস করে চারিধার–
আর আমি কাঙালের মত
তোমার পুনরাগমনের অপেক্ষায়
উন্মুখ হয়ে থাকি।

ওগো বন্ধু আমার এ ঘর কবে
তোমার ঘর হবে ?
আর কবে আমি তোমার সে ঘরে
অতিথি হয়ে কাটিয়ে দেবো
বাকিটা জীবন–
তোমার আঁচলের ছায়া তলে ॥

আর সবাই যখন ব্যস্ত

আর সবাই যখন ব্যস্ত
প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে
রাজক্ষমতা হস্তগত করতে–
অধিকৃত ভূমিতে
আপন নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায়–
কিংবা শ্রমিকের ঘাম-ঝরানো
শ্রম শোষণের মাধ্যমে
সম্পদের পাহাড় গড়তে ব্যস্ত–
আর ব্যস্ত মানুষ হয়ে মানুষের উপর
প্রভুত্ব বিস্তার করতে–
কিংবা ভাড়াটে স্তাবক কর্তৃক রচিত
স্তোত্র শ্রবণে ব্যস্ত–
আমি তখন নীরবে নিভৃতে সকলের অজ্ঞাতসারে
আর একটি কবিতার খসড়া বিনির্মাণ করি।

আমি তখন সকলের অলক্ষ্যে পুষ্পিত উদ্যানে
সদ্য প্রস্ফোটন্মুখ আর একটি পুষ্পের
প্রস্ফুটন প্রত্যক্ষ করি।
প্রিয় নারীর রাঙা-ঔষ্ঠে
আর একটি মধু-চুম্বন এঁকে দেবার
শেষ প্রস্তুতি সম্পন্ন করি।
চেতনার মরুদ্যানে আর একটি পুষ্প বিকাশের
অনুকূল পরিবেশ রচনা করি ॥

তুমি আমার সমৃদ্ধ অতীত

তুমি আমার সমৃদ্ধ অতীত,
চলমান বর্তমান,
সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ,
তোমাকে বাদ দিলে আমার আর থাকে কি?

তোমার চোখে চোখ রেখে
আমি আমার বিশ্ব পৃথিবী দেখি।
তোমার ভালবাসা আমার প্রেরণা,
তুমিই আমার স্মৃতি–
রাতের স্বপন, দিবসের কল্পনা–
তোমাকে বাদ দিলে আমার আর থাকে কি?
স্মৃতি বলে আর কিছু থাকে কি ?
তোমাকে বাদ দিলে
আমি স্মৃতি-ভ্রষ্ট মানুষ হয়ে যাই।

আমার বলার যদি কিছু থাকে
সে তোমার কথা–
আমার চাওয়ার যদি কিছু থাকে
সে তুমি–
তুমি ছাড়া আমার কিছু চাওয়া নেই,
পাওয়ার কিছু নেই–
তোমাকে বাদ দিলে আমার আর থাকে কি ?

তোমাকে দিয়েছি

তোমাকে দিয়েছি
আমার সকাল, উদাস দুপুর, বিষণ্ন সন্ধ্যা,
নিঝুম রাত,
বল আর ও কি তুমি চাও ?

তোমাকে দিয়েছি আমার খেলা ঘর,
আমার বাঁশি,
তোমাকে দিয়েছি আমার মন,
বল আর ও কি তুমি চাও?

তুমি আমার ভাবনার খেই কেড়ে নিয়েছ,
তুমি আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছ,
বল আর ও কি তুমি চাও?

তুমি আমার স্বপ্ন জুড়ে আছো,
তুমি আমার হৃদয় জুড়ে বসেছ,
তুমি আমার ভূবন জুড়ে আছো–
বল আর ও কি তুমি চাও ?

আসলে যার আসার কথা সেই আসে না

আসলে যার আসার কথা সেই আসে না,
অনেকেই আসে, অনেকেই যায়
অনেকের-ই ঘর-উপচানো আগমনে
ঘর ভরে যায়।
এ মন তবু একজনের বিরহে
খা খা শূন্য রয়ে যায়।

হঠাৎ দূর অজানা থেকে
এক ঝাঁক পাখি এসে
আমার সাজানো বাগান ছেয়ে ফেলে
তাদের বাহারী বর্ণে, বিচিত্র শব্দে–
শুধু একটি ছোট্ট প্রিয় একটি পাখির
সুমধুর সংগীতের অভাবে
সব কলকাকলী অসহ্য কোলাহল
বলে মনে হয়।

আকাশ জুড়ে পূর্ণিমার চাঁদ হাসে
বিকশিত প্রতিটি পুষ্পে ছড়ানো পুষ্পিত হাসি–
তবু একটি মায়াভরা মধু মুখে
মিষ্টি একটু হাসির আভা নেই বলে
সমস্ত পৃথিবী বিষণ্ন বলে মনে হয়।

কেবল একজন পাশে নেই বলে–
এত বিপুল ভীড়ে, এত লোকারণ্যের মাঝে
নিজেকে বড় অসহায় একাকী বলে মনে হয় ॥

শুধু তুমি কাছে নেই বলে

শুধু তুমি কাছে নেই বলে
কত জোছনামাখা মায়াবী রাত
আমি অনাদরে ফিরিয়ে দিয়েছি,
আর কত শিশির-ভেজা শিউলিঝরা ভোর
আমি অবহেলাভরে ফিরায়ে দিয়েছি।

তুমি কাছে নেই বলে
পলাশ বকুলের সমারোহে সাজানো
কত বসন্ত আমি ফিরিয়ে দিয়েছি
আমার তপ্ত নয়নের জলে।

তুমি কাছে নেই বলে
নিজেই নিজের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করেছি
আত্মঘাতী সহিংস আঁচড়ে–
আর নিজের ক্ষতঝরা রক্তের অক্ষরে
নিজের হৃৎপিন্ডে লিখেছি
একটি অমোঘ নাম হৃদয়ের বর্ণমালায়–
সে তো তোমারই নাম ॥

প্রতীক্ষায় ছিলাম

প্রতীক্ষায় ছিলাম
তোমারই আসার প্রতীক্ষায় ছিলাম,
কত জোছনা-ভেঁজা রাত,
উদাস সন্ধ্যায় তোমারই প্রতীক্ষায় ছিলাম।

পথের ধারে শান্ত বৃক্ষ ছায়ায়
তোমারই অক্লান্ত প্রতীক্ষায় ছিলাম।
বিজন মন্দিরে ধ্যানস্থ ছিলাম
তোমারই মানস মুর্তির চিত্রকল্প অন্তরে এঁকে
চোখ দুটি বন্ধ করে।

উৎসুক নয়নে সম্মুখে তাকিয়ে ছিলাম,
যেখানে পথের রেখা দিগন্তে মিলিয়ে গেছে।
উৎকর্ণ হয়ে বসেছিলাম কখন তোমার পদধ্বনি
সুমধুর সংগীতের মত
এ বুকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে।

দিবসের অবসানে
তোমার অফুরন্ত রূপের আলোকে
উদ্ভাসিত করে আঁধার রজনী
চাদের মত তুমি আসবে–
আর আমি তারই অসহিষ্ণু প্রতীক্ষায় ছিলাম।

এ জীবনে এমনি কত রাত এসেছে
কত রাত চলে গেছে,
তবু এ প্রতীক্ষার আর নেই বুঝি
সুমধুর অবসান ॥

আজ তুমি নেই আমার পাশে

আজ তুমি নেই আমার পাশে
আমার জীবনে যেন ঝড় উঠেছে,
উত্তাল সাগরে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জাহাজের মত
আমি ভেসে চলেছি
জীবন সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে।

আজ তুমি নেই আমার পাশে–
আমার জীবনে চৈত্রের দাবদাহ ,
আমার ফসলের প্রান্তরে
ফসলবিহীন অনাবৃষ্টি আর খরা।
আজ তুমি নেই আমার পাশে–
আমার সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকা
একটিও নক্ষত্র নেই চেতনার অন্তরীক্ষে।

আজ তুমি নেই আমার পাশে–
আমি পাল ছেঁড়া নৌকা,
কান্ডারীবিহীন একটি তরণী মাঝ নদীতে–
হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে চলা ঝরাপাতা
উড়ে চলা ঠিকানাবিহীন ॥

বড় বেশি কিছু চাইনি আমি এ জীবনে

বড় বেশী কিছু চাইনি আমি এ জীবনে,
চৈত্রের খরতপ্ত দুপুরে
এক ফোঁটা বৃষ্টির জলের স্বাদ নিতে চেয়েছি,
এর বেশী কিছু চাইনি আমি এ জীবনে।

অন্ধকার অমাবস্যার রাতে
একটি জোনাকীর মত
সোনালী নক্ষত্রের মৃদু আলোর হাতছানি
শুধু চেয়েছিলাম আমি,
এর বেশি কিছু চাইনি।

বড় বেশী কিছু কখনও চাইনি আমি এ জীবনে–
তোমার বাগান হতে ডালি ভরে
ফুল নিয়ে মালা গাঁথবো
অতটা আশা কখনও করিনি আমি।
তোমার হাত থেকে
শুধু একটি লাল গোলাপ আমি চেয়েছি,
এর বেশী কিছু চাইনি।
বড় বেশী কিছু চাইনি আমি এ জীবনে ॥

এ ঘরে কেউ আসে না

এ ঘরে কেউ আসে না,
আসে কখন ও সহসা
পথ হারানো পথিক হাওয়া।
কখন ও পূর্ণিমা রাতে
ক্ষীণ জোছনার মৃদু রেখা
জানালা পথে নীরবে উকি দেয়।

এ ঘরের জমাট বিষন্ন নিস্তব্ধতা
নিঃসঙ্গ একজনকে
ঘুণ পোকার মত কুরে কুরে খায়।
জ্বলন্ত মোমের মত
একজনের জীবনের অমূল্য পরমায়ু
নীরবে নিভৃতে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

আকাশ তাকে নীল খামে চিঠি লিখে
ভালবাসা জানায়,
বাতাস তাকে চিঠি লিখে
অমৃত সুবাস ছড়ায় হাওয়ায় হাওয়ায়।
ফুলের বনে সদ্য প্রস্ফুটিত সজীব পুষ্প তাকে
প্রাণঢালা অভিবাদন জানায়।

তবু সেই একজন
কিছুতেই খুঁজে পায় না সান্ত্বনা।
অজানা বিচ্ছেদে ভরে থাকে
তার মন সারাক্ষণ।
কে যেন আসেনি বহুদিন,
কড়া নাড়েনি তার দরজায় কতদিন,
কার অসহিষ্ণু করাঘাতে
সচকিত করে তুলেনি তার নীরবতা,
কার পদধ্বনি যেন শুনা যায়নি বহুদিন... ॥

ভুলে তো যেতে চাই

ভুলে তো যেতে চাই
তুমি বলেছ ভুলে যেতে তাই,
কই পারিনা তো।

যখন দূরের আকাশে চাঁদনী রাতে
চাঁদ জেগে উঠে,
তাকিয়ে থাকি মুগ্ধ চোখে–
চাঁদের পাশে অমনি তোমার
চাঁদমুখ ভেসে উঠে বারবার।
মনে পড়ে, আহা মনে পড়ে তোমাকে
ভুলতে পারি না তো।

যখন আপন মনে পুষ্পিত কাননে
একা একা ঘুরে বেড়াই,
ভালবাসার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে
ফুলের দিকে মুখ ফেরাই,
আর ভুলে যেতে চাই অতীতের স্মৃতিগুলোকে–
হঠাৎ যখন একটি স্নিগ্ধ কুসুমে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়,
রঙীন ফুলের পাশে তখনই
তোমার রাঙা মুখ ভাসে।
মনে পড়ে, আহা মনে পড়ে তোমাকে,
ভুলতে পারি না তো।

যখন মন্দিরে বিগ্রহ বন্দনায় ধ্যানস্থ হই–
কখন যে দেবীমূর্তি
তোমার প্রতিমা হয়ে যায়–
আর আমি তোমাকেই পূজো দিয়ে ফিরে আসি,
মনে পড়ে, আহা মনে পড়ে তোমাকে
ভুলতে পারি না তো ॥

তোমার জীবনে যখন

তোমার জীবনে যখন অমাবস্যা,
তোমার জীবনে যখন ঘনঘোর শ্রাবণ,
আমিই ছিলাম তখন সর্বক্ষণ
তোমার ছায়াসঙ্গী হয়ে তোমারই কাছে।

যখন ঝড়ে-বাসা-ভাঙ্গা দিশেহারা পাখির মত
তুমি ছুটে বেড়িয়েছিলে–
আমি তখন আমার ছায়া বৃক্ষের শাখাতলে
তোমায় কাছে ডেকে নিয়েছিলাম।
বৈশাখের খরতপ্ত নিদাঘ দুপুরে
তোমাকে এক ঝলক হিমেল হাওয়ার পরশ
বুলিয়ে দিয়েছিলাম।

আর আজ তোমার জীবনে যখন বসন্ত
অজস্র ফুলের সমারোহ–
তখন আমি নেই
তোমার স্মৃতিতে ও নেই, স্বপ্নে ও নেই।

এখন আমি স্মৃতির কাঁটাকুঞ্জে বসে
হারানো দিনের গান গেয়ে যাই
একা একা–
কোন এক নিসঙ্গ বিহঙ্গের মত ॥

যখন একটি গোলাপ দেখি

যখন একটি গোলাপ দেখি বাগানে
আপন সৌন্দর্যের মহিমায় ফুটে আছে,
তখন আমি আসলে তোমাকেই দেখি।

তুমিই তো রক্ত গোলাপ এই হৃদয়ের উদ্যানে,
তুমি সরোবরে ফোটা রাঙা পদ্ম।
যখন দেখি সুদূর আকাশে
পূর্ণিমার চাঁদ হাসে
তখন আমি আসলে তোমাকেই দেখি,
তোমার চাঁদ মুখ খানা
চাঁদ হয়ে জেগে রয় দূর আকাশে।

যখন বনে উতলা বসন্তে কোকিল ডাকে
আমি আসলে তোমারই কণ্ঠস্বর শুনি।
এই পৃথিবীর সব রূপমাধুরী
কোন কিছুরই তোমায় ছাড়া পূর্ণতা নেই।

তুমি আছ বলে এই পৃথিবী সুন্দর–
এই চাঁদ, এই রক্তগোলাপ
সরোবরে সদ্যফোটা রাঙা পদ্ম
সবই সুন্দর,
তোমাকে নিয়েই সুন্দর ॥

আমরা দুজনে বসে আছি মুখোমুখি

আমরা দুজন বসে আছি মুখোমুখি
অনেক দিন পর দেখা,
দুজনের মাঝে দীর্ঘ নীরবতা-
বুকের ভেতর উথাল পাতাল স্মৃতি।

তুমিও জানো সেদিনগুলো আর
ফিরে পাওয়া যাবে না কিছুতে–
আমি ও জানি।
তবু বারবার মন চলে যায় পেছনে
স্মৃতির অদৃশ্য টানে,
দুজনের মাঝে দীর্ঘ নীরবতা কথা বলে।

সময় কেড়ে নিয়েছে একে একে
দুরন্ত দস্যুর মত জীবন যৌবন-
কেড়ে নিতে পেরেছে কি ভালবাসা
আর বিশ্বাস ?

স্মৃতি তো অনিঃশেষ,
নদীর স্রোত কখন ও কি শেষ হয় ?
চোখের সামনে যে থাকে
চলে গেলে চোখের আড়াল হয়ে যায়–
মনের মাঝে যে থাকে
সে তো কখন ও হারিয়ে যায় না ॥

চোখের আড়ালে চলে গেলে কি হবে

চোখের আড়ালে চলে গেলে কি হবে
মনের চোখে আমি ঠিকই তোমায় দেখতে পাবো,
যত ছদ্মবেশে তুমি থাকো
হাজার লোকের ভীড়ে আমি ঠিকই
তোমায় খুঁজে পাবো।

যতদিন পাখি গান গাবে,
নদী তরঙ্গে সুর ধ্বনিত হবে,
ততদিনই তোমার কণ্ঠস্বর
আমি ঠিকই শুনতে পাবো।

যতদিন বাগানে ফুল ফুটবে,
আকাশে চাঁদ উঠবে ,
তোমার ফুলের মত মুখ
তোমার অই চাঁদ বদন
আমার স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাবে না।

ঠিকানা না রেখে চলে গেলে কি হবে
যতদিন আমি বেঁচে থাকবো
আমি হাওয়ায় হাওয়ায় তোমায় চিঠি লিখবো।
আর রাত জেগে জেগে
হাজার হাজার তারার মাঝে
তোমার মুখের আদল খুঁজবো–
আর ঘুমাবো না সারারাত ॥

এই তো কিছুক্ষণ আগে

এই তো কিছুক্ষণ আগে
একজন এসেছিল এ ঘরে,
চলে গেছে খুব বেশি সময় হয়নি,
একা ঘরে এখন তার আগমন-ধন্য
এক অপরূপ আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত ঘরময়।
এক অলৌকিক সুবাসে
এখনও এ ঘর যেন কেমন সুরভিত স্বপ্নময়।

ঘরে টাঙানো ছবি আর শূন্য চেয়ার,
দাঁড়িয়ে থাকা আলনা আর স্থবির টেবিল,
ঘরের দেয়ালে, খোলা জানালা আর ভেজানো দরজা,
সব কিছুতে যেন নতুন প্রাণময়তা ছড়িয়ে পড়েছে।
সবাই যেন নীরব ভাষায় কলকলিয়ে উঠেছে।

একজন এসেছিল এই তো কিছুক্ষণ আগে
আমার এ ঘরে কোনরূপ পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই
অপরূপ লীলাময় চলার ছন্দে ,
আর আমার বিষণ্ন নির্জন ছায়াচ্ছন্ন ঘর
মুহূর্তে এক অপরূপ আলোয় উদ্ভাসিত করে দিয়ে গেছে।

একজন এসেছিল চলে ও গেছে
সমস্ত ঘর জুড়ে এখন তার স্মৃতি লেপ্টে আছে,
কুয়াশার চাদরের মত আমাকে এখনও ঘিরে রেখেছে
তার স্বপ্ন-ঝরা লাবণ্যের সুবাতাস।

এখন ও কানে বাজছে তার ভীরু কণ্ঠের
কথার কাকনের মৃদু রিনিঝিনি।
সুমধুর সঙ্গীতের মত এক অনাস্বাদিত মোহময় আনন্দে
এখন ও আমার চৈতন্য আচ্ছন্ন–
এখন আমাকে কেউ ডেকো না,
এখন আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস কর না ॥

আসলে যে যাবার সে চলেই যায়

আসলে যে যাবার সে চলেই যায়-
পেছনে পড়ে থাকে ব্যথিত নির্বাক পশ্চাৎভূমি,
কাজল দীঘির টলটলে জল,
আকাশের দিকে বাহু তোলা শ্যামল বৃক্ষ–
আর প্রেমিক কবির
মনের অজান্তে বেরিয়ে আসা দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস।

যে যাবার সে চলেই যায়,
সমুখ পথের মোহ তাকে টানে দুর্নিবার–
অজানা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মোহ তাকে কাছে টানে,
পেছনে ফিরে তাকাবার
তার আর থাকে না অবসর।
কার অশ্রুসজল ব্যাকুল দু'টি চোখ
তার পশ্চাৎধাবন করে
সে খবর সে রাখে না।

পদদলিত পথের মত ভেঙে-যাওয়া বুকে
তার রূপকরোজ্জ্বল স্মৃতি
আঁকড়ে পড়ে থাকে–
অবহেলিত উপেক্ষিত
যেন অনন্তকাল ধরে ॥

আমাকে দেয়া কোন প্রতিশ্রুতিই

আমাকে দেয়া কোন প্রতিশ্রুতিই
তুমি রাখনি–
জীবনভর শুধু স্বপ্নই দেখিয়ে গেলে
দিলে না কিছুই।
কত রাত এলো গেলো
দিলে না আমায় স্বপ্ন-কল্পনা-মাখা
একটি রঙীন বাসর,
দুজনার মিলনের আনন্দে ভরা।

জীবন জুড়ে কাটলোই শুধু
বিরতিহীন বিচ্ছেদ রজনী।
আমার আশার গাঁথা মালা
ছিঁড়ে গেল শুধু বারবার।
তোমার যুগল বাহুর বন্ধনে
তুমি আমায় বাধলে না।

এ জীবনের খুব বেশি চাওয়া ছিল না তো
তোমার কাছে ,
একটি ছোট্ট ঘর আর তোমার ভালবাসা
আর কিছু স্বপ্ন আগামীদিনের,
দিলে না তো কিছুই।
তোমার কাছে ঘর চেয়ে
আজ হলাম ঘরছাড়া বিরাগী,
ভালবাসা চেয়ে পেলাম বিচ্ছেদ বেদনা।

আর স্বপ্ন চেয়ে স্বপ্নভাঙ্গা মন
নিয়ে ঘুরি এখানে সেখানে
পাই না তো সান্ত্বনা।
তুমিবিহীন এই বিশাল পৃথিবী
কুলহারা অকুল সমুদ্রের মত মনে হয় ,
যন্ত্রণার অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাই
কিছুতেই আর কুল খুঁজে পায় না এ মন ॥

এখানে কেউ আসে না

এখানে কেউ আসে না,
সারাদিন আর সারারাত কেটে যায়
একাকী নিঃসঙ্গতায় আর বিষণ্নতায়।
তবু জানি না কার অপেক্ষায়
সারারাত জেগে থাকি
বিনিদ্র একাকী উৎসুক নয়নে।

এখানে কেউ আসে না–
তবু জানি না কার প্রতীক্ষায় দুয়ার খুলে বসে থাকি ,
সমুখ পথের দিকে চেয়ে নিষ্পলক নয়নে।
শুধু বিবাগী বাতাস মাঝে মাঝে এসে
জানালার পর্দায় দোলা দিয়ে যায়,
আর সব নিস্পন্দ নীরব।

তবু মাঝে মাঝে আশা জাগে
বুঝি এখনি তার কলকণ্ঠ
বেজে উঠবে মুখর কাকনের সুরে।
অজস্র কথামালায়
এখুনি ভরে উঠবে আমার নীরব আবাস।

জানি কেউ আসবে না,
তবু কান পেতে থাকি কার পদধ্বনির আশায়।
যে সুরধ্বনি ঝংকারে আমার শিরায় শিরায়
মুহূর্তে শিহরণ জাগবে অভূতপূর্ব আনন্দের।

এখানে কেউ আসে না,
কেউ আসবে না এখানে–
তবু কার আগমনের আশায়
কেটে যায় জীবন, জীবনের অমূল্য সময় ॥

বহুকাল থেকে বহুদিন ধরে

বহুকাল থেকে বহুদিন ধরে
দিনে দিনে শ্রাবণ আকাশের
থরো থরো মেঘমালার মত
এই হৃদয়ে কান্না জমেছে।
আজ এই বর্ষণমুখর শ্রাবণ সন্ধ্যার মত
যদি ঝরিয়ে দিতে পারতাম, আহা
মনের ভার কিছুটা লাঘব হত।

দিনে দিনে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের
ধবল তুষার স্তূপের মত
এই বুকের অবরুদ্ধ ক্রন্দনগুলো
যদি বরফগলা নদী হয়ে বয়ে যেত ,
তবু কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম।

এই চিত্তে বিরহ বেদনা বিধুর
একঝাঁক স্মৃতি বন্দী হয়ে আছে বহুদিন,
সহসা যদি আজ সেই স্মৃতিগুলো
অবমুক্ত করতে পারতাম
দূর আকাশের উড়ন্ত পাখির মালার মত,
তবে কিছুটা স্বস্তি পেতাম ॥

যেমন করে বিশাল আকাশ সারাক্ষণ

যেমন করে বিশাল আকাশ সারাক্ষণ
ঢেকে রাখে এ পৃথিবীকে তার পক্ষপুটে,
যেমন করে নদীর দু'তীর
স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে বুকের মধ্যে
আগলে রাখে তরঙ্গমালাকে–
প্রিয়তমা তেমনি করে
তুমি আমাকে আগলে রাখো,
তোমার ভালবাসার ছায়া অঞ্চলে।

হাজার নক্ষত্রের মত
আমার জীবনের চলার পথ
তোমার শুভদৃষ্টির আলোকে
উদ্ভাসিত করে রাখো।

আকাশ ছাড়া যেমন চাঁদ
বৃন্ত ছাড়া যেমন ফুল
অকল্পনীয়–
তেমনি তুমি ছাড়া আমার জীবন
মৃত্যুর সমান ।

তুমি ছাড়া আমার এক মুহূর্ত চলবে না,
তোমাকে আমার চোখের আড়াল হতে
আমি দেব না প্রিয়তমা–
চাঁদের মত তুমি ডুবে গেলে
আমার জীবন জুড়ে অথৈ আঁধার নেমে আসে ॥

আমার জীবনে এখন ঘোর অমানিশা

আমার জীবনে এখন ঘোর অমানিশা
চলার পথে ধু ধু মরুভূমি,
কণ্টকিত যাত্রাপথ–
তবু আমি চলেছি অজানা আবেশে।

আশা নেই, ভাষা নেই,
অন্তবিহীন অনন্ত রাত্রির শেষে
সৌরকরোজ্জল রাঙ্গা ভোরের প্রত্যাশা নেই–
যেন কোন এক কালবৈশাখীর ঝড়ে
সবই হারিয়ে গেছে ,
সবকিছু তছনছ হয়ে গেছে।
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের ফেনিল উন্মত্ত জলোচ্ছাসে
সবই ভেসে গেছে।
মুছে গেছে তোমার রাঙ্গা পদচিহ্ন আঁকা
সাগর বেলার তটরেখা।

কেবল মুছে যায়নি এই মন থেকে
তোমার বর্ণাঢ্য স্মৃতি,
মুছবে না কোন দিনও–
সেই স্মৃতিটুকুই আমার নিরন্তর প্রেরণা,
জীবন চলার পথে অমূল্য পাথেয় ॥

কত যুগ জন্ম-জন্মান্তর ধরে

কত যুগ জন্ম-জন্মান্তর ধরে
অসহিষ্ণু প্রতীক্ষায় আছি,
একটু সুখের মুখ দেখবো বলে
আজন্ম অন্ধকারে নির্বাসিত আমি।
একটি আলোকিত ভোরের প্রত্যাশায়
কত অমানিশা পার করে দিয়েছি,
আমি অবলীলায়।

তুমি আসনি বলে
আমার জীবনের কত চৈতালী সন্ধ্যা
মিথ্যে হয়ে গেলো।
তুমি আসনি বলে
কত পুষ্পিত বসন্ত আমি অনাদরে
উপেক্ষায় ফিরিয়ে দিয়েছি,
তুমি আসনি বলে
কত তত, জোছনা
আমার জীবনে কোন অর্থ খুঁজে পায়নি ॥

তুমি পাশে থাকলে

তুমি পাশে থাকলে
জীবনের অতল তলে তলিয়ে যেতে
নেই মানা,
মরণের গহন অন্ধকারে হারিয়ে
যেতেও নেই মানা।

তুমি আমার অকুল সায়রে
কুলের ঠিকানা,
তুমি আমার জীবন,
আমার প্রাণভোমরা–
কাজল দীঘির অতল জলে
কৌটোয় বন্দী রূপকথার প্রাণভোমরার মত।

তোমায় হারানো মানেই আমার মৃত্যু–
তোমার প্রেম আমাকে দেয় মৃত্যুহীন অমরতা,
তোমার ভালবাসার ছায়ায়
আমার অমরাবতী–
তুমি আমার জীবনের
ধু ধু মরুভূমে একটি ছায়াবৃক্ষ ॥

তবু তুমি এলে না

তবু তুমি এলে না,
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় অক্লান্ত তপস্যা শেষে
ধ্যানমগ্ন এ হৃদয়ের নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান ভেঙ্গে
নুপুরের ঝংকার তুলে তুমি এলে না আমার জীবনে,
ঝলমল মোহমীয় বেশে
তুমি এলে না।

আমার জীবন মন্দিরে যত প্রদীপ ছিল
আমি নিভিয়ে দিয়েছি-
আমার গৃহে আলোক-জ্বালা রাত তুমি
আপন হাতে উদ্বোধন করবে বলে।
অন্ধকার পথের ধারে দাঁড়িয়ে থেকেছি একা
আলোক প্রদীপ নিয়ে হাতে
জীবনের বাকী পথটুকু এগিয়ে দেবে বলে-
তবু তুমি এলে না।

আমার জীবন আজ কবির অসমাপ্ত কবিতা,
আমার জীবন আজ শিল্পীর অর্ধ সমাপ্ত ভাস্কর্য।
আমার দেহে আজ অশেষ ক্লান্তি,
আমার মনে হু হু শূন্যতা।
তুমি ছাড়া জীবন তো মৃত্যুরই মত,
এই জীবনে নেই কোন উল্লাস।

জীবন তো বহতা নদী
তাকে ধরে রাখা যাবে না–
তবু তোমায় না পাওয়ার অতৃপ্ত মর্মবেদনা
চির অমর হয়ে থাকবে আমার কাব্যে
অনন্তকাল ধরে ॥

শুধু একটি রক্তিম ভোরের প্রত্যাশায়

শুধু একটি রক্তিম ভোরের প্রত্যাশায়
কত শত রাত আমি বিনিদ্র কাটিয়েছি,
একটি সূর্যোদয়ের প্রত্যাশায়
কত অমানিশাকে আমি
পরম পরিহাসে বিদায় জানিয়েছি।

অথচ আমার জীবনে
রাত ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো,
এলো না প্রভাত, রাঙা প্রভাত।
রাতের পরে ভোর আসে
প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে,
আমার জীবনে রাতের পর রাতই আসে
আসে না প্রভাত।

সোনা-রঙ প্রত্যুষের সোনালী প্রত্যাশায়
বারবার প্রতারিত হই–
জন্মান্ধ বুঝে না তার জীবনে
রাত আর প্রভাতে নেই কোন তফাৎ ॥

তোমাকে ভালবাসি বলেই

তোমাকে ভালবাসি বলেই
আজ আমি জগতের সবচেয়ে দুঃখী মানুষ,
আমার জীবনের বিউগলে বাজে
নিরন্তর করুণ সুর।

তোমাকে ভালবাসি বলেই
আমার জীবন সাগরে উত্থাল-পাথাল তরঙ্গ,
ঝঞ্ঝাক্ষুদ্ধ আমার জীবন তরী।

তোমাকে ভালবাসি বলেই
আজ আমার বুকে নিরন্তর
অনির্বাণ চিতা জ্বলে দাউ দাউ,
সর্বস্ব জ্বলে পুড়ে ছারখার।

তোমাকে ভালবাসি বলেই
না পাওয়ার বেদনায় নিঃসঙ্গতায়
হাহাকারে ভরে আছে এ মন।
তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছি অদৃশ্য দহনে।
আর আমার জীবনে
ফুল, পাখি, নদী আর নিসর্গ
অর্থহীন হয়ে গেছে ॥

পথ আমারে পথ থেকে পথে ডেকে নিয়ে গেছে

পথ আমারে পথ থেকে পথে ডেকে নিয়ে গেছে,
শুধু তুমি ডাকনি এই আমাকে।
তোমার ঠিকানা আমাকে দাওনি,
তবুও তোমারে খুঁজে ফেরে
আমার ব্যাকুল দু'টি চোখ।

জীবন চলার পথে কত বাধা বন্ধুরতা
সব পেরিয়ে চলি আমি অনায়াসে
একটি মায়াবী মুখচ্ছবির প্রেরণায়।
আমার দু'চোখ জুড়ে তোমাকে দেখি–
তুমি আসো আমার হৃদয়ে
খুব সংগোপনে মিলনের অভিসারে–
কখন আসো, তুমি নিজেও হয়তো জান না।

আমার বন্ধ নয়নের অন্ধকারে তুমি
দূর নক্ষত্র হয়ে ভাসো যখন
তখনও তুমি আছো আমার স্বপ্নে–
তুমি আছো আমার একান্ত অনুভবে,
এ হৃদয়ের গভীরে তুমি রবে চিরকাল ॥

আমার স্বপ্নেরা সব মরে গেছে

আমার স্বপ্নেরা সব মরে গেছে,
আমার বাগানের সব ফুলেরা ঝরে গেছে,
আমার মনের খাচায় বন্দী আশারা
সব উড়ে গেছে।
মিলিয়ে গেছে দূর আকাশের
দূর নিলীমার মহাশূন্যতায়।

বেঁচে আছি আমি–
আমারই মত একটি ছায়া,
দূর আকাশের
দূরের অস্পষ্ট ধূসর ছায়াপথের মত,
অস্তিত্বের অনাবশ্যক এক দীর্ঘ প্রলম্বিত রেখা।
আমাকে ডেকো না, আর কেউ ডেকো না।

আমিহীন এই আমার মাঝে
শুধু আছে স্মৃতির মত
অতীতের দেখা একটি মানুষের
কায়াহীন এক চিত্রকল্প।

তোমাকে হারিয়ে কবে এই হৃদয়ের
মৃত্যু হয়েছে।
বেঁচে আছে শুধু স্মৃতি
বেঁচে আছি আমি
শুধু দূর অতীতের সাক্ষ্য হয়ে–
আমার আমি তো কবে মরে গেছে
তুমিহীনতায় ॥

তুমি চলে গেলে

তুমি চলে গেলে
আমার ভূবনে নেমে আসে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার,
যে অন্ধকারে নিজেকেই নিজে আমি
হারিয়ে ফেলি।
জনতার ভীড়ে লোকারণ্যেও
ভীড়ের মাঝখান থেকে
নিজেকে আমি আবিস্কার করি
এক জনশূন্য প্রান্তরে।

তোমার কথা থেমে গেলে
প্রস্তরীভূত প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মত
এক অনন্ত নীরবতা
আমার চারিপার্শ্ব গ্রাস করে।
আদিম গিরিগুহার মত খা খা শূন্যতা আমাকে
চতুপার্শ্ব থেকে ঘিরে ধরে।

তুমি চলে গেলে
বাগানের সব রঙীন ফুল, সবুজ পত্র-পল্লব
নিমেষে সহসা বিবর্ণ হয়ে যায়।
সহসা ছিঁড়ে যায় আমার প্রাণের বীণার তার।
আর আচমকা থেমে যায়
ঝংকৃত রাগিনীর সুর ঝংকার।

উদাসী হাওয়ায় ভেসে চলা আমার মনের খেয়া
নোঙর ছিঁড়ে কোন অজানায় নিরুদ্দেশে হারিয়ে যায়
ঠিকানাবিহীন ঠিকানায় ॥

আমাকে বাঁচিয়ে রাখে তোমার প্রেম

আমাকে বাঁচিয়ে রাখে তোমার প্রেম
জীবনের অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খাই,
ভেঙে পড়ি হতাশায় এই বুঝি তলিয়ে যাই–
তোমার প্রেম আমার চেতনায় সঞ্চার করে
বাঁচার প্রেরণা।
আর আমি মুহূর্তে নবজীবন লাভ করি।

আমাকে বাঁচিয়ে রাখে তোমার প্রেম,
যখন আঁধার রাতে চলার পথে
নেই কোন দিকচিহ্ন
দিকভ্রান্ত আমার সত্তা–
অকুল অন্ধকারে দিশেহারা আমি,
তখন তুমি সুদূর আকাশে
ধ্রুবতারা হয়ে আমাকে পথ দেখাও।

আমাকে পথ দেখায় তোমার প্রেম,
পথহারা আমি মরু প্রান্তরের নির্জনতায়
নিজেই যখন নিজের আর্তচিৎকারে
চমকে উঠি–
হারিয়ে গেছি বুঝি আমি !
নিমেষে মনে পড়ে তোমার মায়াবী মুখ
আর আমি বাঁচার আশ্বাস পাই,
আমাকে বাঁচিয়ে রাখে তোমার প্রেম ॥

প্রিয়তমা আমি অথৈ কষ্টের সমুদ্দুর

প্রিয়তমা আমি অথৈ কষ্টের সমুদ্দুর
পার হয়ে তোমার কাছে এসেছি,
আমাকে ফিরিয়ে দিও না।
দীর্ঘ মরুপ্রান্তর পার হয়ে
রৌদ্রদগ্ধ মরুপথিক
আমি এসেছি তোমার ছায়াবৃক্ষ তলে।
আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

অনেক নিষ্ঠুর অমানিশা
আমাকে গ্রাস করেছে একা পেয়ে,
অন্ধকারে থেকে থেকে অন্ধ হয়ে গেছে এ দুনয়ন।

তোমার রূপের আলোতে
এ মনে আলো জ্বেলে দাও,
আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না।
আমাকে দেখেই শুধু অহংকারে
অমন মায়াবী মুখ ফিরিয়ে নিও না।

এ দুটো সজল নয়ন আর ম্লান মুখে
একবার চোখ রাখো–
তারপর যদি পারো তবে
মুখ ফিরিয়ে নাও,
আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না ॥

বন্ধু তুমি তো এলে না আমার ঘরে

বন্ধু তুমি তো এলে না আমার ঘরে
আপনার হয়ে,
মনে মনে তাই তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধি
বাসর সাজাই একলা মনে,
আর রঙীন কথামালা দিয়ে ভরে তুলি
আমার কবিতার খাতা।

ঝরা শিউলির মত জীবন থেকে
সোনালী মুহূর্তগুলো একটি একটি খসে পড়ে
আর আমি চমকে উঠি,
তোমার ঠিকানা আর কত দূর?
পথ আর কত দূর ?

পথ থেকে পথে ফিরি,
দেশ থেকে দেশান্তর ঘুরি,
একলা উদাস
বাজিয়ে আমার বিবাগী মনের একতারা।

কেউ জানে না
ঘর চেয়েই আমি আজ ঘরছাড়া,
কেউ জানে না এই বিবাগী মনের একতারা
সুরে সুরে কারে খুঁজে ফেরে ॥

আমি ফুলের শোভা দেখেছি

আমি ফুলের শোভা দেখেছি
চাঁদের হাসি ও দেখেছি-
দেখেছি এই চিরচেনা পৃথিবী
প্রতিদিন চোখ মেলে।

কিন্তু যেদিন তুমি বললে 'ভালবাসি'
এই ফুল, পাখি, জোছনা
নতুন অর্থ নিয়ে ধরা দিল আমার কাছে।
সেদিন মনে হল এই পৃথিবীটা
'সত্যিই সুন্দর'–
আর আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক চোখে
তোমার দিকে তাকিয়ে থাকলাম ॥

প্রিয়তমা যে পথে তুমি চলে গেছ

প্রিয়তমা যে পথে তুমি চলে গেছ,
সেই পথপ্রান্তে আজ ও আমি
একলা দাঁড়িয়ে আছি,
তোমার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায়।
যদিও জানি এ পথে তুমি কোনদিন
ফিরবে না আর আমাকে মনে রেখে।

তোমার সামনে নতুন দিগন্ত
রাঙা সূর্যোদয় তোমায় অভ্যর্থনা জানায়,
আমার সামনে সূর্যাস্ত
অপেক্ষামান সন্ধ্যার অন্তহীন অন্ধকার।

যারা যায় তারা বুঝি এমনি করেই যায়–
যেতে যেতে দলে যায় কত পুষ্প দল।
দলে যায় হৃদয় পদতলে
ছিন্ন কুসুমের মত।

আর যে থেকে যায়
স্মৃতি শুধু তাকে আঁকড়ে ধরে
কাল ভূজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে
নিরন্তর দংশন করে।
নীরবে শুধু পুড়ে তার মন–
তুমি চলে গেছ প্রিয়তমা আজ বহুদিন
স্মৃতিটুকু দিয়ে উপহার ॥

একদিন জীবন মানে ছিল

একদিন জীবন মানে ছিল
একটি রাঙা প্রভাতের জন্য অপেক্ষা,
একটি রক্তিম সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা।
একদিন জীবন মানে ছিল
একটি স্বপ্নের জন্য অপেক্ষা
একটি ফুল ফুটানোর জন্য অপেক্ষা।

আর আজ জীবন মানে
একটি নক্ষত্রের নিশ্চিত পতনের অপেক্ষা,
আর আজ জীবন মানে
একটি প্রস্ফুটিত পুষ্পের
সকরুণ বৃন্তচ্যুতির অপেক্ষা ॥

তুমি কি কখনো জানো

তুমি কি কখনো জানো ?
তোমারই অজান্তে আমার হৃদয়
ছিন্ন কুসুমের মত তোমার
চরণ প্রান্তে রেখে দিয়েছি।

তুমি কি কখনো জানো ?
তোমারই অজান্তে সাগরের তরঙ্গের মত
বারবার আমি তোমার তীরের প্রান্ত
ছুঁয়ে ছুঁয়ে বহুদূরে ভেসে গেছি।

আমার মনের আকাশে তুমি ধ্রুবতারা।
তাই জানি দিকভ্রান্তির অবকাশ নেই
আমার পথচারীতায়।
নয়নের আড়ালে যখন হারিয়ে যাও
মনের আঙিনায় তখন তোমায়
নতুন করে খুঁজে পাই।
আপন হৃদয় আলোকে
আবার তোমায় খুঁজে নেই
হারিয়ে যাওয়ার অন্ধকার থেকে ॥

আমি তোমার কাছেই যাই

আমি তোমার কাছেই যাই–
তুমি আমার ঠিকানা প্রিয়তমা,
আমার শেষ গন্তব্য।
তোমার চলার পথই আমার পথ।
তোমার পথের প্রতিটি ধুলিকণা
তোমারই অজান্তে তোমার পদস্পর্শে
মুহূর্তে সোনা হয়ে যায় তুমি জান না।
সে পথের ধূলিকণা তাই আমি
মাথায় তুলে নেই।

তুমি যখন কথা বল
মনে হয় পৃথিবীর সব নদী
সুমধুর কলতানে ছুটে চলে নেচে নেচে।
সব পাখির মিলিত সংগীতে
পৃথিবী মুখরিত হয়ে যায় সুর লহরীতে।

তুমি হাসতেই মনে হয় অমনি
সব আধফোটা ফুলকলিরা
কলকল করে হেসে উঠলো।
ফুলের মত পাতার অবগুণ্ঠন খুলে
তুমি যখন ঘোমটা খুলে মুখ তুলে তাকালে
মনে হয় সহসা আমার ঘরে চাঁদ নেমে এল–
জোছনায় ভরে গেলো সারা ঘরখানি ॥

ভালবাসা আমার কাছে

ভালবাসা আমার কাছে
চিরদিন থেকে গেছে
অচিন এক পাখি হয়ে–
থেকে গেছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

ভালবাসা আমার কাছে
কখনও মনে হয়েছে
সুদূর আকাশের দূর সোনালী নক্ষত্রের মত।

ভালবাসা আমার কাছে
বহতা নদীর স্রোতধারার মত
কখন কাছে এসে সুদূরে মিলিয়ে গেছে।

আর আমি ভালবাসাহীন
নিঃসঙ্গ শূন্য জীবনের দায়ভার নিয়ে
একাকী বসে থেকেছি
জীবনের একলা ঘাটে ॥

একদিন এই জীবনে সুখ ছিল

একদিন এই জীবনে সুখ ছিল
একদিন এই নয়নে স্বপ্ন ছিল,
একদিন এই বুকে আশা ছিল–
আজ কিছু নেই, আজ সবই গেছে
তুমি চলে গেছ, তাই সব আলো নিভে গেছে।

একদিন কত আনন্দভরা ছিল এই ভুবন,
রঙীন পুষ্পের সমারোহে
সুসজ্জিত ছিল এই উদ্যান,
রামধনুর বর্ণবিভায় রাঙানো ছিল এই আকাশ।
পাখীর কূজনে মুখরিত ছিল বনানী।
আজ সবই গেছে–
তুমি চলে গেছ
আজ আমার ভুবনে কেউ নেই, কিছু নেই।

আজ আমার হৃদয়ে
তোমার কোমল ভালবাসার ছোয়া নেই,
আজ আমি বড় একা, বেশী একা
আমার পাশে কেউ নেই, কিছু নেই
শুধু ধূধূ শূন্যতা ছাড়া।
স্মৃতি কেন তবু বারেবারে ফিরে ফিরে আসে
এই হৃদয়ে–
আর আমাকে কাদায়।
আর মনে পড়ে, কেবলই মনে পড়ে
একদিন আমার ভুবনে সবই ছিল,
একদিন আমার জীবনে তুমি ছিলে।
আজ তুমি নেই আমার জীবনে–
আজ কিছু নেই আমার ভুবনে ॥

জানি আমার ভালবাসা একদিন

জানি আমার ভালবাসা একদিন
আমার কাছেই ফিরে আসবে।
তোমরা যতই বল অস্তপাটে সূর্য ডুবলো,
ঐ অন্ধকার নামলো।
এ পথের শেষ পথিকটিও চলে গেছে,
কেউ আসবে না এ পথে আর।
তবুও আমি পথের প্রান্তে
দাঁড়িয়ে থাকবো অক্লান্ত প্রত্যাশায়।
জানি আমার ভালবাসা একদিন
আমার কাছেই ফিরে আসবে।

যতদিন নদী ফিরে যাবে সাগওে,
যতদিন পাখি ফিরে যাবে নীড়ে
তার সাথীটির কাছে,
যতদিন ভ্রমর যাবে ফুলের কাছে,
ততদিন তার ফিরে আসা মিথ্যে হতে পারে না।
জানি আমার ভালবাসা একদিন
আমার কাছেই ফিরে আসবে।

তোমরা বলবে হয়তো এখন অন্ধকার,
দারুণ অন্ধকার, গাঢ় অমাবস্যা
এই অমানিশার আঁধারে
কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।
জানি অন্ধ অমাবস্যার শেষে সে যে সূর্য হয়ে হাসবে
আমার জীবন আকাশে,
রাত যত গভীর হবে
তত তার প্রত্যাবর্তন নিকটবর্তী হবে–
জানি আমার ভালবাসা একদিন
আমার কাছে ফিরে আসবে ॥

আমি জীবন স্রোতে

আমি জীবন স্রোতে
নোঙরবিহীন কাগজের নৌকার মত
ভেসে চলেছি তরঙ্গে তরঙ্গে।
সকলের অলক্ষ্যে
প্রস্ফুটিত গোলাপের মত
ঝরে পড়ে আমার ব্যর্থ আশার পরে
ভোরের শিশির জমে জমে
সকালের রোদ্দুরে শুকিয়ে যায়।

আমার অশ্রুবিহীন নিঃশব্দ কান্নার
ইতিহাস নিয়ে কেউ
রচনা করে না কাব্য।
কোন মালবিকা গাথে না মালিকা।
কেউ রাখেনি খবর–
এই বুকে কিছু প্রেম ছিল
কিছু সাজানো স্বপ্ন ছিল ॥

রাত যখন গভীর হয়

রাত যখন গভীর হয়,
সবার চোখে নেমে আসে
দূর থেকে উড়ে আসা পাখির ঝাঁকের মত
রাজ্যের ঘুম–
আর একটি মধুর স্বপ্নের পরশে ধন্য হয় সবাই।
আর আমার দু'চোখে তখন নামে
দুঃস্বপ্নের বন্যা–
আমার বুকে তখন জাগে উথাল-পাতাল মেঘনা।
শূন্য শয্যায় এপাশ ওপাশ করি,
বৃক্ষের শাখাশ্রয়ী সাথীহারা পাখির মত
ডানা ঝাপটাই।

আমার প্রতিটি প্রহর
শ্রাবণ আকাশের মেঘের মত
দেখতে দেখতে বিশাল রূপ ধারণ কওে,
নিঃসঙ্গতা আমাকে জাপটে ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে।
আর শুধু মনে পড়ে, তুমি নেই তুমি নেই–
আমি একা।

স্মৃতি-মধুর অতীতের কথা স্মরণ করে
ভুলতে চাই আজকের এই ব্যথিত মুহূর্তগুলো।
হৃদয়ের এই ব্যথা তবু তো লুকাতে পারি না।
অন্তর্গত অন্তর্দাহে
কেবলই ক্ষতবিক্ষত হতে থাকি
তুমিহীনতায় ॥

একদিন তুমি ছিলে

একদিন তুমি ছিলে
আমার জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য ছিলে তুমি–
আর সবই ছিল মিথ্যা।
একদিন তুমি ছিলে আমার একান্ত কাছে।
দুনয়নের মাঝে যত ব্যবধান
তারও চেয়ে আর ও কাছে ছিলে তুমি,
আজও আছ আমার দৃষ্টির সীমানায়,
প্রসারিত বাহুর সীমানায়।
তবু যেন আছো কত দূরে।

সেই মায়াভরা মুখ,
আলো-ঝরা দুটি চোখ,
সেই রাঙা অধরে লেপ্টে থাকা হাসি,
সবই আছে, আগের মতই আছে
শুধু তোমার মাঝে সেই তুমি নেই।
কেমন করে অচেনা মানুষ হয়ে গেলে দুদিনে !

আজ আমার জীবনে সব গান থেমে গেছে,
আজ আমার বাগানে সব ফুল ঝরে গেছে,
আজ আমার ভূবনে নেমেছে অনন্ত অন্ধকার ॥

তুমি সন্ধ্যা তারা

তুমি সন্ধ্যা তারা,
যখন সমুদ্র অন্ধকারে ডুবে যায় পৃথিবী,
তুমি দূর ঊর্ধ্বগগনে
অকলংক নিষ্পলক জ্বল জ্বল করে জ্বলো ;
অনির্বাণ দীপশিখা হয়ে
জেগে থাকো আমার মনের আকাশে।
আমি আবার নতুন করে
বেঁচে থাকার আশ্বাস পাই
হতাশা-লাঞ্ছিত বঞ্চনাভরা জীবনে।

ক্রমে রাত বাড়ে
সুগভীর হয় হৃদয়ে গোপন গভীর বেদনা,
চেতনা লাঞ্ছিত হয়
ব্যর্থতার ক্রম পুঞ্জীভূত হতাশার দহনে।

আর একটি রক্তিম ভোরের প্রত্যাশায়
নব জীবন লাভ করে
তিলে তিলে দগ্ধ আমার অশান্ত এ আত্মা।
বিষণ্নতার শিউলি ঝরে ঝরে
জমে উঠে বিশাল পাহাড় হয়ে যায় ;
সে ঝরা ফুলে জানি কেউ মালা গাথবে না।
স্মৃতির বাঁধনে বাধাঁ পড়ে থাকে
আজীবন এ জীবন ॥

তুমি আমার প্রাণ-ভোমরা

তুমি আমার প্রাণ-ভোমরা
রূপকথার কাহিনীতে যার বিবরণ মেলে।
তোমাকে হারালে বল কি থাকে আমার।
তুমি আমার হৃদয় আকাশে একটি সূর্য,
সে সূর্য নিভে গেলে নেমে আসে অন্ধকার
আমার ভূবন জুড়ে।
তোমাকে ছাড়া কি আছে আমার।

তোমার প্রতিটি কথা যেন একটি
ছন্দোবদ্ধ কবিতার পংক্তিমালা,
তোমার প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে
আমি খুজে পাই নৃত্যের ভঙ্গিমা।
তোমার হাসির সাথে যেন
প্রতিটি ফুল হেসে উঠে বনে,
আকাশে চাঁদ হাসে।

তোমার হাসি থেমে গেলে
যেন সমস্ত বিশ্বজুড়ে
নেমে আসে বিষণ্নতা।
তুমি আমার আনন্দ,
আমার জীবনের একটি স্বপ্ন,
সেই স্বপ্ন ছাড়া জীবন আমার
দুঃস্বপ্ন হয়ে যায় ॥

শুধু তোমার জন্য ওগো বন্ধু

শুধু তোমার জন্য ওগো বন্ধু,
এই গান, এই সুর
এই কবিতার পংক্তিমালা,
বিষণ্নতার বেদনা নিয়ে কাঁদে।

মনের আকাশে অপ্রকাশিত
পুঞ্জীভূত অভিমানের থরোথরো মেঘ।

লোকে বলে খুব বড় রকম দুঃখ
না পেলে নাকি মহৎ কবি হওয়া যায় না,
মহৎ শিল্প রচনা করা যায় না।

মহৎ কবি কিংবা শিল্পী আমি
হতে পেরেছি কিনা জানি না,
মহৎ প্রেমিক বলে নিঃসন্দেহে
পরিচিতি পেয়ে গেছি তোমার কল্যাণে ॥

শুধু একটু সুখের মুখ দেখবো বলে

শুধু একটু সুখের মুখ দেখবো বলে
কত দীর্ঘ রাত একা একা জেগে আছি,
কত দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছি–
তৃষ্ণার্ত বুকে কত তপ্ত মরুভূমি পাড়ি দিয়েছি
পিপাসার জল অন্বেষণে।

সুখ তুমি কোথায় ?
তুমি কি মায়া মরিচীকা ?
চির ধাবমান অধরা মায়ামৃগ ?

শুধু একটু আলোর মুখ দেখবো বলে
ধুধু অন্ধকারে চোখ মেলে চেয়ে আছি,
আলোর দেখা মেলে না।

প্রতীক্ষা-ক্লান্ত নৈরাশ্যজড়িত চোখে
নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করি,
তবে কি আমার দু'চোখ অন্ধ হয়ে গেছে
অন্ধকারে থেকে থেকে ?
নাকি এ জীবন কোন এক জন্মান্ধের জীবন !
তাই রাজ্যের অন্ধকার
সারাক্ষণ আমার দু'চোখ জুড়ে ॥

শুধু তুমি থেকো

শুধু তুমি থেকো,
যদি সব নদী শুকিয়ে যায়
আকাশে এক ফোঁটা মেঘ ও হয়ে যায়
দৃষ্টি অগোচর,
চৈত্রের প্রান্তর জুড়ে যখন খরা শুধু খরা,
তখন ও তুমি থেকো আমার পাশে–
শুধু তুমি থেকো।

যদি দারুণ দাবানলে পুড়ে
ছারখার হয়ে যায় বন-বনান্তর,
যদি ভস্মস্তূপে পরিণত হয় বিস্তীর্ণ জনপদ–
তখন ও তুমি থেকো আমার পাশে থেকো,
শুধু তুমি থেকো।

সংগীত মুখর সন্ধ্যার সব গান
একে একে শেষ হয়ে গেলে
যখন নীরব হয়ে যাবে শ্রোতাহীন আসর,
একা আমি আর ফাঁকা চারিধার–
তখন তুমি সহসা সব স্তব্ধতা ভেঙে
আমাকে চমকে দিয়ে বল
'এই তো আমি আছি, তোমার পাশে আছি।'
তখন ও তুমি থেকো, আমার পাশে থেকো,
শুধু তুমি থেকো।

উৎসব শেষে একে একে যখন
আমন্ত্রিত সব অতিথি বিদায় নেবে,
শেষ অতিথি ও যখন বৃত্ত থেকে ক্রমশ বিন্দু হয়ে
দৃষ্টিসীমা থেকে অপসৃয়মান হবে–

তখন তুমি সহসা চমকে দিয়ে
পাশ থেকে বলে উঠো,
‘এই যে আমি থেকে গেছি,
থেকেই গেলাম,
তোমায় ছেড়ে কখনও যাব না, কোথাও যাব না’ ॥

শুধু তোমার মুখের একটু হাসি

শুধু তোমার মুখের একটু হাসি
দেখবো বলে
কতকাল তৃষ্ণার্ত চাতকের মত
নির্নিমেষে চেয়ে আছি।
শুধু তোমার মুখের একটি হাসি
দেখবো বলে
পৃথিবীর তাবৎ দৃশ্যপট থেকে মুখ ফিরিয়ে
তোমার মুখপানে চোখ রেখে
অপলক তাকিয়ে আছি।

তুমি হাসলে
ফুলের হাসি আর চাঁদের হাসি
সব মিথ্যে হয়ে যাবে,
তুমি হাসলে কলকলিয়ে উঠবে নদীর জল।
তুমি হাসলেই এই বিষণ্ন নিরানন্দ পৃথিবী
সহসা কলগানে মুখরিত হয়ে উঠবে।
ভোরের পাখিরা ভুল করে
ভরদুপুরে দিনের আলোতে গান ধরবে।

ভরা দ্বিপ্রহরে আকাশে চাঁদ উঠবে,
মরা নদীতে জোয়ার জাগবে,
এই মৃত্যুপথযাত্রী
সহসাই ফিরে পাবে নবজীবন ॥

যদি একটি কবিতা লিখি

যদি একটি কবিতা লিখি
সে তোমার জন্যেই লিখবো,
যদি একটি গান লিখি
তোমার জন্যই লিখবো।
আমার গানের সুরলহরীতে
তোমার কথা বাঙময় হবে–
তোমারই কথা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে।

যখন তুমি ছিলে না আমার জীবনে
আমার জীবন ছিল নিস্তরঙ্গ সাগর,
আমার জীবন ছিল পুষ্প-পল্লববিহীন
বিবর্ণ পাতার নিকুঞ্জ,
আমার হৃদয় ছিল শূন্যতা ভরা।

তুমি এলে–
আমার জীবন সাগরে জোয়ার জাগলো,
তরঙ্গমুখর হল আমার সৈকত।
আমার বাগান রাতারাতি
পুষ্পশোভিত উদ্যানে পরিণত হল।

আমি যেন এতদিন ছিলাম
এক পাতালপুরীতে
প্রস্তরীভূত প্রাণহীন চৈতন্যহীন এক রাজকুমার–
তুমি সাত সাগরের অতল হতে
কৌটোয় বন্দী আমার প্রাণ ভোমরাটাকে
মুক্ত করে দিলে,
আমায় নবজীবন দিলে ॥

তোমারই প্রতীক্ষায় থাকবো

তোমারই প্রতীক্ষায় থাকবো,
যখন একে একে সবাই চলে যাবে
অন্তহীন শূন্যতায় ভরে যাবে তোমার ঘর,
তখনও আমি থাকবো,
তোমারই প্রতীক্ষাতে থাকবো।

যখন দিবসের শেষে
শেষ পথিকটি ও চলে যাবে,
তখন ও আমি হাল ধরে
বসে থাকবো একলা ঘাটে
তোমারই প্রতীক্ষাতে।

যখন চৈত্রের দিনে দারুণ খরায়
পিপাসার্ত তোমার প্রান্তর,
আমি বর্ষার বারিধারা হয়ে
আসবো তোমার জীবনে।

তোমার বসন্ত দিনের
সাজানো বাগানের ফুল নিয়ে
মালা গাথতে আমি আসব না ;
তোমার মনের নিদাঘ দুপুরে
আমি শুধু এক ঝলক হিমেল হাওয়া
বুলিয়ে দিয়ে চলে যাবো
অজানা নিরুদ্দেশে ॥

এই এক জীবনে

এই এক জীবনে
এত ব্যথাভার নিয়ে আর কতকাল
যাপন করতে হবে বল এই জীবন।
তুমি নেই, তুমি নেই–
এই বেদনা কাঁদায় আমায় সারাক্ষণ।

প্রভাত গড়িয়ে আসে দ্বি-প্রহর,
অতঃপর আসে সন্ধ্যা,
ঢেকে যায় সব আঁধারের চাদরে–
হৃদয়ের এই বেদনা আমি
লুকাবো বল কোন আঁধারে।

দিন যায় দিন আসে
ফুরায়ে আসে আয়ুর সঞ্চয়,
তবু স্মৃতি কেন হয় না নিঃশেষ ?

বলেছিলে তুমি 'আমি চলে যাচ্ছি
তোমায় মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি চিরতরে'
তখন ভাবিনি মুক্তি দেয়ার ছলে
আজীবন আমায় বন্দী করে গেছ
তোমার স্মৃতিডোরে ॥

সূর্য ডুবে গেলে নামে অন্ধকার পৃথিবীতে

সূর্য ডুবে গেলে নামে অন্ধকার পৃথিবীতে,
প্রদীপ নিভে গেলে নামে অন্ধকার ঘরে,
আর তুমি চলে গেলে
আমার দু'চোখে নামে অন্ধকার।
তোমাকে দিয়েই বুঝি আমি
আলো আর আঁধারের তফাৎ ?

গহন অমানিশাতে
মিলনের অভিসারে যখন তুমি আসো
হাজার চোখের দৃষ্টি আড়াল করে–
মনের সব অন্ধকার দূর করে
পূর্ণিমা চাঁদ উঠে আমার অন্তরে–
নিমেষে আলোকিত হয়ে যায়
আমার বিশ্বভূবন।

তুমি চলে গেলে দিবালোকিত প্রহরে ও
দু'চোখে অন্ধকার দেখি–
আমার মনের আকাশে তুমি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক
চির অনির্বাণ অম্লান ॥

এই ঘর, এই লোকালয়

এই ঘর, এই লোকালয়,
জনপদ, বসতি -
জন মানুষের মত্ত কোলাহল
পরস্পর উন্মত্ত প্রতিযোগিতা -
এখানে আমি চিরদিন প্রবাসী
বিব্রত আগন্তুক।

ঐ উদার আকাশ,
শ্যামল অরণ্য,
ঐ বিস্তৃত প্রান্তর,
বহতা নদী,
ওরা আমার চিরচেনা–
জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত,
ওখানেই আমার ঠিকানাবিহীন ঠিকানা,
ওখানেই আমার ঘরহীন ঘর ॥

আজন্ম আমি শুনি

আজন্ম আমি শুনি
ঘরছাড়া এক বাউলের ডাক
আমার বুকের ভেতর–
নীড়ের মোহন স্বপ্ন
আমায় তাই কাছে টানেনা -
এক পথের শেষে
আমি তাই, রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যাই পুনঃ
নতুন পথের ডাকে
নব দিগন্তের অভিসারে।

আজন্ম যাত্রা আমার
সুদুর নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে -
আজীবন আমি পথের মোহে
ঘরকে করেছি পথ
পথকে করেছি ঘর ॥

আমার জীবন থেকে কবেই

আমার জীবন থেকে কবেই
সুখ নামের শুক পাখীটা চলে গেছে
আমায় ফাকি দিয়ে–
পড়ে আছে শূন্য আশার পিঞ্জর।
তারপর থেকে
দুঃখ আর আমার জীবন
হাত ধরাধরি করে চলছে পরস্পর
উদ্দেশ্যবিহীন গন্তব্যের দিকে।

জীবন চলার পথে
তুষার-আবৃত পাহাড় চূড়ার মত
বুকের পর বারবার জমেছে শুধু তুষারের স্তূপ,
সে জল জানি কখনও
বরফগলা নদী হয়ে বয়ে যাবে না ॥

কিছু স্বপ্ন ছিল আমারও

কিছু স্বপ্ন ছিল আমারও
একান্ত সুখের কাছাকাছি–
ঝড়ো হাওয়া তাড়িত শ্রাবণ মেঘের মত
সে স্বপ্ন আমার
সহসাই গেছে মিলিয়ে দূর মহাশূন্যে।

জীবন মানেই তো স্বপ্ন
যেখানে স্বপ্ন নেই, জীবন সেখানে অর্থহীন।
উপদ্রুত হৃদয়ে জুড়ে হু হু করে
সর্বগ্রাসী দুঃখরা হানা দেয়
বেনোজলের মত;
আর আমি ক্রমশঃ বেদনার অতল গভীরে
হারিয়ে যেতে থাকি
হারিয়ে যেতে থাকি
এক সময় তলিয়ে যাই–
বুকের মধ্যে সৃজনশীল স্বপ্নেরা
তখন কোন সুখই আমায় দিতে পারে না ॥

সেদিনকার আনন্দ উৎসবে সবাই ছিল

সেদিনকার আনন্দ-উৎসবে সবাই ছিল,
অযাচিত ভীড়ে ভরে গিয়েছিল
আমার ক্ষুদ্র কুটির-প্রাঙ্গণ,
জন কোলাহলে মুখরিত ছিল আমার আঙ্গিনা।
বলেছিল সবাই মাত্রাতিরিক্ত বিনয়ের সুরে
প্রতিযোগীতা মূলক কণ্ঠে–
'এ আপনার চমৎকার আয়োজন
সত্যি আপনার প্রশংসা না করে পারা যায়না'।

তখনও উৎসব শেষে ঘরে জ্বলছিলো ঝাড়বাতি,
রঙ্গীন কাগজে ঝলমল করছিলো উদ্যান-প্রাঙ্গণ,
ক্রমে রাত গভীর হয়ে এলো–
একে একে নিভে গেলো সবকটা প্রদীপ,
অন্ধকার নেমে এলো সমস্ত আঙিনা জুড়ে,
রঙীন কাগজের বর্ণালী বাহার হল দৃষ্টি-অগোচর।

বিদায় আনন্দ-বিলাসী অতিথি যত–
আর আমি অন্ধকারে উৎসব-শেষের ধূলি-পরিত্যক্ত
বাদ্যযন্ত্রের মত নিঃসঙ্গ, একা পড়ে আছি
আমাকে কেউ দেখছে না,
কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছে না ॥

তোমাকে অন্তত একটা কিছু দেবো

তোমাকে অন্তত একটা কিছু দেবো
এই ছিল গোপন প্রতিজ্ঞা আমার-
কিন্তু কিইবা দেবো,
কিইবা দিতে পারি আর–
শুধু একমুঠো ভালবাসা ছাড়া।

একটু নিভৃত কোণ,
শুধু একটি ছোট্ট নীড়,
জানি তোমার স্বপ্ন, আজন্ম কল্পনা–
কি করে তা তোমায় আমি দেই বল,
বস্তুত আমি নিজেই যখন ঘরছাড়া,
আমার নিজেরই যখন কোন ঘর নেই
নেই কোন স্থায়ী ঠিকানা–
নিজ বাসভূমে নিজেই আমি যখন উদ্বাস্তু ॥

কি কথা তোমাদের দেব উপহার

কি কথা তোমাদের দেব উপহার,
কি বাণীর প্রত্যাশায় বসে আছো
শুধু আমার মুখ চেয়ে।
প্রতিভাবান প্রভাবশালী কবিকুলের ভীড়ে
আমি এক অনাহুত কবি।
তবু আমার হৃদয়েও গোপনে কিছু আবেগ
বাণী সঞ্চার করে––
শব্দের সুষম বিন্যাসে
আনন্দ ছড়াতে চায় তোমাদের মনে–
অক্ষম দুঃসাহসে।

যখন তীক্ষ্ণ চীৎকারে হয়তো বহুজন
নিজেকেই সর্বাগ্রে শ্রুতিসাধ্য করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত-
তখন ঋজু বৃক্ষসম সটান দাড়িয়ে
দৃঢ় স্বরে বলে যাই–
শাশ্বত সত্যের বাণী,
প্রাণের সত্য উপলব্ধি,
জীবনের অনুরাগে ॥

নদী আর নিসর্গ

নদী আর নিসর্গ
আকাশ আর অরণ্যের কাছে
যেখানেই যাই না কেন,
জানি তবু তোমারই ভালবাসার কাছে
আমার বারবার নিঃশব্দ প্রত্যাবর্তন।

জীবন প্রণোদিত সংগ্রামে
প্রতিবাদ আর প্রতিরোধে
এ চিত্ত যতই বলিষ্ঠ হোক,
জানি তবু তোমারই ভালবাসার কাছে আমার
বারবার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।
আমার সব পাওয়াই অপূর্ণ থেকে যায়
তোমার ভালবাসার কোমল স্পর্শবিহীন।

তোমার ভালবাসার ছুয়ে গেলে
মরুভূমি মুহূর্তে হয়ে যায় মরুদ্যান
ফুল-পত্র প্রস্ফুটিত,
মরানদীতে সহসা জোয়ার উঠে জেগে,
আর আমার জীবন বাচার আনন্দে
মুহুর্তে স্বপ্ন-রঙীন হয়ে উঠে ॥

যখন তোমার কথা ভাবি

যখন তোমার কথা ভাবি
বিষাদ ছুয়ে যায়
আমার সমস্ত হৃদয়।
নদীর মত
তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে
আমি ভেসে গেছি
অনেক দূরে,
একা একা।
চেয়েছি সমুদ্র-বিস্তৃত জীবন,
পাইনি কিছুই–
পেয়েছি শুধু রাশি রাশি বালুকণা,
আর অথৈ সাগরের অন্তহীন লোনাজল ॥

তবু তুমি ফিরে আসবে

তবু তুমি ফিরে আসবে,
চলে আসবে অকস্মাৎ
আমার নিঃসঙ্গ নির্জন ভুবনে,
আমি এমনিটিই তো ভেবেছিলাম।
তোমার আমার বহুবিতর্কিত ভালবাসার
চূড়ান্ত অবসান ঘটিয়ে
সবাইকে চমকে দিয়ে–
সব দ্বন্দ্ব-সংশয়, তুমুল উত্তেজনা
আর বিতর্কের মধ্য দিয়ে ঘটবে
তোমার শুভ প্রত্যাগমন,
আমি ভেবেছিলাম।

সন্দেহবাদী সব শুভানুধ্যায়ী
আর পরসুখকাতর প্রতিপক্ষদের কাছে
একথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম,
তুমি মহৎ,
তার চেয়ে মহত্তর তোমার প্রেম–
তোমার ভালবাসা অন্তত ছলনা-উদ্ভুত নয়-
সকলের সাথে এক পংক্তিতে নয়
তোমার যোগ্য স্থান ॥

এখানে তুমি আসবে না আর

এখানে তুমি আসবে না আর,
জানি বলবেনা তোমার যত কথা
কোনদিন আর অবাধ হৃদয়ে।
শুনবে না তুমি আর এমনটি পাশে বসে
কোনদিন আর
একটি ব্যর্থ হৃদয়ের আর্ত হাহাকার।
জানি আজ হতে যাত্রা তোমার
নতুন জীবনের নব দিগন্তের সন্ধানে।

তুমি চলে গেছ, সে কতকাল–
জীবনের বহুমুখী স্রোতধারায়
জানি এসে মিশেছে তোমার জীবন।
শুধু আমি আজও দাড়িয়ে আছি
যেখানে ছিলাম ঠিক সেখানে–
আজ আখীজল ছাড়া আমার
নেই কোনো আর পৃথক সম্বল ॥

ঐ তো ঐ দূর সুমুখের পথের বাকে

ঐ তো ঐ দূর সুমুখের পথের বাকে
দুটি পথ দু'দিকে চলে গেছে,
সেখানে থেকেই
আমাদের যাত্রা শুরু ভিন্ন পথে।

জানি তোমার জন্য তোমার পৃথিবী
সমৃদ্ধ আগামী দিন,
আমার জন্য আমার বঞ্চিত অতীত,
আমার জন্য
অপেক্ষামান যন্ত্রণা ॥

আমাকে তুমি চিনবে না

আমাকে তুমি চিনবে না,
না-চেনারইতো কথা আজ,
আমি তো তোমার অধুনা-বিস্মৃত কেউ একজন।
একদিন যে তোমার একান্ত কাছের কেউ ছিলো–
তুমিই বলতে একথা শতবার।

তোমার হৃদয় আজ ভিন্নখাতে প্রবাহিত–
কে জানতো নদীর মত
নারীর হৃদয় ও ভালবাসা
বারবার বাঁক বদলায়,
আজ শুধু অপেক্ষাই আমার একান্ত সম্বল ॥

জানি আজ আমার সঙ্গ মাধুর্য

জানি আজ আমার সঙ্গ-মাধুর্য
আনন্দ দেয়না তোমারে আর–
আমার বহু ব্যবহৃত হৃদয়
পুরনো মলিন হয়ে গেছে–
আর তুমি আমার ভালবাসা থেকে
ক্রমশ চলে গেছ
দূর হতে আরো দূরে, বহু দূরে।

অতটা দূরত্বে আজ তুমি চলে গেছ যে,
ভয় হয় বুঝিবা সেই দূর দূরত্ব অবধি
'ফিরে এসো, তুমি ফিরে এসো'–
পৌছাবে না আমার কাতর কণ্ঠস্বর।

স্মৃতি-মধুর অতীত তবু আজও কথা বলে
আমার অন্তরে গোপনে নীরবে,
আর আমি একা পড়ে কাদি
নীরবে নিভৃতে,
তোমারই একান্ত বিরহে ॥

কেদনা ওগো

কেদনা ওগো
ক্রন্দসী বন্ধু আমার।
অপেক্ষা করো,
শুধু অপেক্ষায় থেকো ধৈর্য্যভরে।
আমি তোমার প্রিয় দস্যু
সহসাই চলে আসবো একদিন।

এসেই সমস্ত দুঃখ তোমার
নিয়ে যাবো অপহরণ করে–
তোমায় এক হাতে বুকে চেপে
আর হাতে লাগাম ধরে
ছুটিয়ে দূরন্ত পংখীরাজের ঘোড়া,
তোমায় নিয়ে পালিয়ে যাবো
সুদুর স্বপ্নের সেই দেশে।

যেখানে নেই কোনো দুঃখ লেশ,
নিয়ে যাবো চির বসন্তের সেই দেশে।
শুধু অবারিত আনন্দ যেখানে
ফুল হয়ে ফুটে থাকে
সৌরভ-আমোদিত করে চারিদিক ॥

সুখের বাসর সাজাতে যাবার আগে

সুখের বাসর সাজাতে যাবার আগে
যেদিন তুমি আসবে বন্ধু আমার কাছে,
দাড়াবে এসে শেষবারের মত
সম্মুখে আমার–
সজ্জা ভারাক্রান্ত নববধূর বেশে।
একান্ত বিদায় সাক্ষাতে
সন্ধ্যার অন্ধকারে দাড়িয়ে বলবে
নাটকের সংলাপের মত–
বহুবার মুখস্ত করা সাজানো সেই কথাটি
"আমায় ভুলে যেও"।

চোখের জল গোপন করে
আমি শুধু বলবো
আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে অস্ফুট উচ্চারণে
"তুমি সুখী হও জীবনে"।
জানি সে অস্ফুট শব্দ
তোমার কানে পৌছানোর আগেই
হয়তো মিলিয়ে যাবে সুদুর বাতাসে ॥

এখনো তো লগ্ন অতিক্রান্ত হয়ে যায়নি

এখনো তো লগ্ন অতিক্রান্ত হয়ে যায়নি,
এখন ও হৃদয়ে আবেগ আছে
প্রীতি আছে
আছে উষ্ণ অনুরাগ অনন্ত।
মাধবী এখন ও ফিরে আসো
আমার ভালবাসার বুকে ফিরে আসো।
এসো দুজনে মিলে এ দ্বৈত ভালবাসাকে
অর্থবহ করে তুলি।

এসো বন্ধু এসো
এই চাদ আর এই জোছনা,
বিকশিত ফুলের হাসিকে
আমরা অর্থবহ করে তুলি–
আমাদের ভালবাসার সঙ্গীতে ॥

আমার সমস্ত সুখ

আমার সমস্ত সুখ
আত্মসাৎ করে তুমি চলে গেছ।
তুমি চলে গেছ
আমার সমস্ত স্বপ্ন নস্যাৎ করে দিয়ে।

একদিন তুমি ছিলে
তাই প্রাণে ছিল অন্তহীন আশা,
চোখে ছিল স্বপ্ন
আর বুকে ছিল ভালবাসা।

আজ তুমি নেই,
নিজেকে ভাবি কক্ষচ্যুত উল্কার প্রায়
গতি আছে,তবু গন্তব্য নেই–
ভেসে চলেছি দিক চিহ্নবিহীন পথে
দূর অজানায় ॥

তোমাকে ভালবেসে নারী

তোমাকে ভালবেসে নারী
আপন হাতে যে চিতা-বহ্নি আমি জ্বেলেছি,
জানি আজ তার অনলে আমাকে
নিশ্চিত পুড়ে মরতে হবে।
তোমার রূপে শুধু আলো ছিলনা
ছিল অনলের জ্বালা দুঃসহ,
সেদিন আমি জানতে পারিনি।

ভালবাসায় শুধু ভালবাসাই থাকেনা,
থাকে গোপন ছলনা
ফুলের আড়ালে কাটার মত।
যখন বুঝলাম তখন আমার সবশেষ হয়ে গেছে–
আমি মত্ত জুয়ারীর মত তখন ভুল চাল দিয়ে
সব খুইয়ে বসে আছি ॥

আমার জীবন থেকে

আমার জীবন থেকে
আমার ভালবাসা থেকে
যত দূরেই তুমি থাকো না কেন,
তোমার অনেক কাজের মাঝে
যতই ব্যস্ত থাকো না কেন–
তোমার বুকের ভেতর নিঃশব্দে
কাজ করে যায় আমার ভালবাসা।

তুমি আছো, আজও ভালবাসো
এই বিশ্বাস আমাকে দিয়েছে
বেচে থাকার আনন্দ,
আমার দিনগুলোকে দিয়েছে
অনুপম মাধুর্য ॥

লোকের মুখে হাজার কথার চাপা গুঞ্জন

লোকের মুখে হাজার কথার চাপা গুঞ্জন।
সারাদিন তবু তোমায় ঘিরে আমার কাব্য-ভাবনা।
আমি তোমার রূপমুগ্ধ এক অখ্যাত কবি,
শুধু দুচোখ ভরে তোমার রূপের যে মহিমা
প্রত্যক্ষ করে ধন্য এ অক্ষি তারকা,
যে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য দর্শনে তৃপ্ত এ হৃদয়,
তারই বাণীবদ্ধ রূপ প্রকাশে
ব্যর্থ প্রয়াস আমার হাজার কবিতায়।

কতবার কত ভাষাশৈলী বদলেছি,
নিত্য নতুন আঙ্গিকে সাজিয়েছি আমার কবিতা–
তবু ধরে রাখতে পারিনি আমার কবিতায়
ভরা জোয়ারের মত তোমার উপচে পড়া রূপ।

তোমার রূপের রূপকার হতে গিয়ে
তোমার রূপের কাছে বারবার ধরা পড়েছে
আমার কাব্যের দীনতা।
আমারই হোক পরাজয়,
তবু তুমি এমনি করে চিরদিন রূপের ঐশ্বর্য নিয়ে
জেগে থাকো আমার এ অন্তরে
দূর নক্ষত্রের মত ॥

তোমার দু' চোখে আমি

তোমার দু' চোখে আমি
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার আসন্ন মৃত্যু,
অনুভব করতে পারছি অন্তরে
কৃষ্ণপক্ষের চাদের মত
কেবলই ক্ষয়ে যাচ্ছে প্রেম
তোমার হৃদয় হতে আমার জন্য।
আর সে নিশ্চিত অমাবস্যার
অতলগর্ভ অন্ধকারে
নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে
আমার সমস্ত মগ্ন চেতনা।
কেন প্রেম মরে যায় এক সময় মানুষের মনে–
কাছের মানুষ কেন দুরে সরে যায় এক সময়–
কেন হৃদয়ের মৃত্যু হয়না ?

অনেক দিন তুমি আস না

অনেক দিন তুমি আসনা,
লেখো না একটি চিঠি
অন্তত দু'একটি ছত্র–
কেমন আছো, কোথায় থাকো।
অনেকদিন তুমি রাখনা আমার খবর।
একা একা আমি এতদিন এই সবই
পাতাভরা খাতায় লিখে গেছি একে একে।
লিখেছি মিলন-মধুর সেই দিনগুলোর কথা,
যেদিন গুলি আজ স্মৃতি হয়ে গেছে।
আর আজ আমার ডায়েরীর
শেষ পাতায় এসে লিখেছি শেষ কথা–
'তোমায় ভুলে গেছি'॥

দূর নক্ষত্রের মত তুমি আজ

দূর নক্ষত্রের মত তুমি আজ
জানি চলে গেছ,
আমার থেকে দূরে বহু দূরে।
তবু তোমার স্মৃতি সতত
স্বর্ণালী নক্ষত্রের মত
উজ্বল হয়ে আছে আমার হৃদয়ে।

জানি হয়তো দূরত্ব আর দীর্ঘ সময়
তোমার হৃদয় থেকে একদিন মুছে দেবে
আমার স্মৃতি।
ক্রমে কমে আসবে তোমার
ঘন ঘন চিঠি লেখার অদম্য উৎসাহ–
একদিন সত্যি সত্যি তুমি ভুলে যাবে আমায়।

তবু কথা দিলাম বন্ধু
সেদিনও আমি একান্ত হৃদয়ে
লালন করবো তোমার স্মৃতি–
সে স্মৃতির কথা তুমি ছাড়া
কেউ আর জানবে না এই পৃথিবীতে ॥

জানি আজ আমার স্মৃতি

জানি আজ আমার স্মৃতি
তোমার গভীর হৃদয়ে কবে
বিস্মৃতির অতলগর্ভে চাপা পড়ে গেছে,
হরপ্পা মহেঞ্জদারোর লুপ্ত সভ্যতার মত।
আমার ভালবাসার জানি
তোমার কাছে আজ
পুরাতাত্ত্বিক মূল্য ছাড়া বেশী কিছু নেই।

জানি কখন হারিয়ে গেছে
তোমার বিস্তীর্ণ ছলনার নীচে
আমার সমৃদ্ধ ভালবাসার স্বপ্ন,
যেমন করে কবেকার ভিসুভিয়াসের
উদগ্র লাভার নীচে
সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে
পম্পেই আর হার্কুলেনিয়াম-
দু' টি সমৃদ্ধ নগরী ॥

আমায় ভুলে গেছ বলে তাই

আমায় ভুলে গেছ বলে তাই
আজ আর দুঃখ করিনা নতুন করে।
তুমি যে আমায় ভুলবে একদিন এ আমি জানতাম।
নারীর প্রেম সেতো জানি
আধপোড়া সিগারেটের মতই,
সে তো নিঃশেষ হয়ে যাবেই এক সময়।

জানি ভালবাসা ও সুখ জীবনে
একই অনুভুমিক রেখায়
অবস্থান করে না।
তবু সব জেনে শুনে আমি
তোমায় ভালবেসেছিলাম-
বেদনাকে ভালবেসে ॥

ভাবিনি তো একদিন তোমাকে নিয়েই

ভাবিনি তো একদিন তোমাকে নিয়েই
জমে উঠবে আমর জীবনের গল্প।
কতদিন বলতে একান্ত মিনতির সুরে
কাধে হাত রেখে,
“দোহাই তোমার আমাকে নিয়ে
একটি গল্প লেখনা।”
আমি শুধু তোমার সে অনুরোধ
সুকৌশলে এড়িয়ে যেতাম।
যেদিন বেনারসী শাড়ী পরে এলে বধু বেশে
বিদায় নিতে
অলংকারের রিনিঝিনি ঝংকার তুলে–
আমি শুধু বললাম
আমার গল্পের শেষ শব্দ–
‘অশ্রুজল’ ॥

অগো সুন্দর

অগো সুন্দর
স্বপ্ন আমার, সাধনা আমার।
জানি আমার পাওয়া হতে
বহু দূরে তোমার অবস্থান।
মনে মনে তবু
অনেক কাছে চলে যাই তোমার।
বুকের মধ্যে নিষিদ্ধ অনুরাগ
তবু উথলি উঠে বারবার।

জানি দুঃখই তো
ভালবাসার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।
তবু সব জেনেশুনে ভালো লাগে তোমারে।
মনের দুয়ারে তবু, অয়ি রংগময়ী,
ভালবাসা হানা দেয় বারবার।
বিচিত্র তোমার নির্মম ছলনা
মধুর হয়ে উঠে ভাললাগা অন্তরে,
সত্য-অবহেলা মধুর মিথ্যে বলে ভ্রম হয় ॥

ঐ যে ঐ দূরের ব্যস্ত সড়কে

ঐ যে ঐ দূরের ব্যস্ত সড়কে
মানুষগুলো ছুটছে সবাই উর্ধ্বশ্বাসে,
জীবনের মত্ত উল্লাসে।
ওদের যেতে দাও, ওরা যাক ছুটে, ছুটে যাক।
শুধু আমরা দুজনা
হারবো না হয়, মানবো না হয় ক্ষতি,
তবু ছুটবোনা।
বসে রবো বিছায়ে আচল নরম ঘাসের গালিচায়
খুব কাছাকাছি ঘেষে
কোথাও যাবনা।
যেন আমাদের কোন তাড়া নেই।

আমরা দুজনা চোখে চোখ রেখে
চেয়ে রবো নীরবে,
বহুযুগ শতাব্দী ধরে নিশ্চুপ অনুভবে।
সময়ের গতি হার মানবে আমাদের কাছে এসে,
পৃথিবীর সব গতি হতে
আমরা নিজেদের আড়াল করবো
একান্ত ভালবেসে ॥

তুমি আসবে প্রত্যয়ে

তুমি আসবে প্রত্যয়ে
কাল সারারাত বৃথাই আমি জেগে জেগে
শব্দের বাসর সাজালাম,
আগ্রহ-ব্যাকুল হাতে।
অঙ্গে নতুন বেনারসী শাড়ীর খসখস শব্দ তুলে
কাকনের রিনিঝিনি ঝংকারে
আমার হৃদয়ে বাজাবে মোহন সংগীত,
রাঙা অধরের রঙীন হাসিতে রাঙিয়ে
দেবে আমার এ মন,
ভীরু লজ্জায় ধরা দেবে নিঃশব্দ আলিঙ্গনে।
শুধু তুমি আসবে প্রত্যয়ে
কাল সারারাত আমি .....
জেগে জেগে এই সব কত কি–
ভেবেছি কেবল ভেবেছি ...॥

এসো নারী এসো

এসো নারী এসো
সব দ্বিধা লজ্জা ঝেড়ে ফেলে এসো,
আমরা মিলিত হই পরস্পর অভিন্ন প্রেমে,
সৃজনশীল স্বপ্নে ।
তোমার মাঝে পুষ্ট হবে আমার ভবিষ্যৎ।

আমরা যদি মিলিত না হই
সভ্যতা থেমে যাবে,
বিলুপ্ত হবে ঐতিহ্য।
এসো আনন্দ করি এবং মিলিত হই পরস্পর
নতুন সৃষ্টির নব উন্মাদনায়,
রেখে যাই সভ্যতার আগামী সম্ভাবনা আমাদের
দুজনার আনন্দিত মিলনে ॥

আজকের এই রাত

আজকের এই রাত
মায়াবী এই রাত, রজনী জোছনা মদির-
আর আমার মুগ্ধ চোখের নীচে
শায়িত তোমার সুন্দর অবারিত দেহ।
যেন আমারই পানে চেয়ে
নীরব আমন্ত্রণ জানায়-
জীবনের এই প্রথম মধু-চন্দ্রিমায়
'এসো বন্ধু এসো পান করো'
মধুলগ্ন যে ফুরায়ে যায়।

মন দিয়ে আজ বুঝলাম
মনের কত মূল্য–
তোমার দেহের নিবিড় সান্নিধ্যে এসে
আজ জানলাম
যৌবন কত অমৃতময় ॥

কি করে আমি ভুলে যাবো

কি করে আমি ভুলে যাবো
কি করে আমি তাকে ভুলে যেতে পারি,
যে নারী তার অনন্য প্রেম আর একাগ্র যৌবন দিয়ে
ভরে রেখেছিলো আমার যৌবন।
চুম্বনে, শীৎকাওে, সঙ্গমে, শৃঙ্গারে
আজও যে ভরে রেখেছে আমার অনুভূতি।

আজ তারই স্মৃতি-মধুর উদ্দেশ্যে
আমায় রেখে যেতে দাও
আমার কবিতার কয়েকটি চরণ।
যার ভরা অঙ্গের প্রতি ভাজে ভাজে
আমার তৃষিত যৌবন রেখেছে পদচ্ছাপ,
যার যৌবনের সুরা পান করে
আমি আজ লাভ করেছি অমরতা
এই মৃত্যুশীল জীবনে ॥

প্রেমের আখরে একদিন গেথেছিলাম যে মালা

প্রেমের আখরে একদিন গেথেছিলাম যে মালা
কেন যে আজ তা গেল ছিড়ে,
প্রেমের পরশ দিয়ে মুকুলিত করেছিলাম যে পুষ্প
কেন যে আজ তা গেল ঝরে।

মধুর করে একেছিলেম ওগো যার ছবি
এই হৃদয়ের স্বপ্ন-নীড়ে,
কেন যে আজ তারে হায় খুজে না পাই
অনেক স্মৃতি-তারার ভীড়ে।

যাকে নিয়ে লিখেছিলাম ওগো গান গভীর অনুরাগে
গেয়েছিলেম সুরে সুরে,
চলার পথে আজ কেন ভাবি বুঝি সে গেছে চলে
আমা থেকে দূরে-বহুদূরে।

যে আখীতে অগো একদা দেখেছিলেম
স্বপ্নময় জীবনের রঙীন দিনগুলিরে,
কেন যে আজ সেই আখী দেখে মনে হয়,
এক কুটিল প্রতারণা আছে যেন তায় ঘিরে ॥

তোমার কাছেই আমি যাচ্ছিলাম সেদিন

তোমার কাছেই আমি যাচ্ছিলাম সেদিন–
সেদিন পথে যেতে হঠাৎ দেখা
“আরে আপনি,
যাচ্ছেন কোথায় ?
অনেকদিন দেখা হয়না আপনার সাথে।”
শুধালে দুলিয়ে অলকগুচ্ছ,
ছড়িয়ে হাসি রাঙা অধরে
ফুলের পাপড়ির মত।
কি করে বুঝাবো নারী
তুমি নিজে থেকে যদি নাই বুঝো,
তুমিই আমার একমাত্র গন্তব্য–
আমার সব চলার শেষ তোমাতে এসে ॥

বিশ্বাস করো, নারী

বিশ্বাস করো, নারী
শুধু তোমার স্মৃতিকে আমি
স্মরণযোগ্য করে রেখে যাবো
এ আমার মনের গোপন উচ্চভিলাষ।
তাইতো খুঁজি প্রতিটি শব্দের সুচারু বিন্যাস
ব্যাকুল হয়ে।
জীবনের এক দুঃসহতম ক্ষণে দীনতম প্রেমিক
আমি পেয়েছিলাম তোমার দুর্লভ ভালবাসা।

আমি নই ঐশ্বর্যবান কোন সম্রাট এক,
মর্মর পাথরে গড়বো প্রেমের অমর তাজমহল।
তাইতো নিরন্তর সাজাই প্রতিটি অক্ষর
অপরিসীম মমতায়।
আমার কবিতার প্রতিটি চরণে ছড়িয়ে দেই
হৃদয়-রাঙানো উষ্ণ অনুরাগ,
সে অনুরাগে তোমায় যদি একটু রাঙাতে পারি ॥

কাল সারাটা রাত কেটে গেলো স্বপ্নের ভেতর

কাল সারাটা রাত কেটে গেলো স্বপ্নের ভেতর।
নির্জন জানালায় একা বসে
কাটিয়ে দিয়েছি কাল সারাটা রাত
শুধু তোমাকে ভেবে ভেবে।
তুমি আসবে প্রত্যয়ে
গ্রন্থিত কবরী খুলে দিয়ে
একরাশ এলোচুল পিঠের পরে ছড়িয়ে দিয়ে
আমি একা বসেছিলাম
তোমার ভাললাগায় ধন্য হতে।
ভেবেছিলাম তুমি এলে কথা হবে দুজনায়
নিরিবিলি জোছনায়।
"কি দরকার ছিল বল তো এত রাত অব্দি জেগে থাকার?"
জানতাম তুমি এলে অনুযোগ করতে,
আরও কত কি!

আমার যা কিছু বলার ছিল

আমার যা কিছু বলার ছিল
সবই তো একে একে খুলে বলেছি তোমায়।
তবু বুকের ভেতর
আরো অনেক না-বলা কথা,
পুঞ্জীভূত বেদনা,
আর গুমরে মরা কান্নাগুলো
থরো থরো মেঘ হয়ে রয়ে যায়।
শব্দ আর সুরে কিছুতেই হয়না তার
সমগ্র প্রকাশ–
করা যায় না কোন বর্ণমালায় সে ভাষা-বিস্তার।

অনেক কথার শেষে তবু কিছু কথা
রয়ে গেলো আখীজলে
শিশিরের মত অব্যক্ত করুণ।
হলনা তার কিছুতেই বাক্যবিকাশ–
হৃদয় দিয়ে তুমি তার
বুঝে নিও সে ভাষা ॥

সে আসেনি দেখতে দেখতে

সে আসেনি,
দেখতে দেখতে আমার রোদ-উজ্জ্বল দুপুর
মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেলো–
সে আসেনি,
আমার ঘরের রঙিন ঝাড়বাতি
মুহূর্তে যেন নিভে গেল এক দমকা হাওয়ায়।
সে আসেনি,
আমার সমস্ত আয়োজন
মুহূর্তে আমার কাছে অর্থহীনতায় পর্যবসিত হল।
সে আসেনি,
আমার আশায় দীপ্ত দু'টি চোখ
এক নিমিষে কেমন ঝাপসা হয়ে এলো।
সে আসেনি,
আমার আশায় স্ফীত বুক কখন
অভাবিত শূন্যতায় হাহাকার করে উঠলো ।
সে আসেনি,
আমাকে ঘিরে এই সংগীতমুখর সর্ম্বধনা
মুহূর্তে অকারণ কোলাহল বলে মনে হল ॥

একদিন তুমি ছিলে

একদিন তুমি ছিলে
এই হৃদয়ে স্বপ্ন ছিল,
আশা ছিল, ভালবাসা ছিল
আজ তুমি নেই–
আজ কোন স্বপ্ন নেই, আশা নেই
আজ দুচোখে আলো নেই।
পৃথিবীর সব দীপ নিভে গেছে,
সব গান থেমে গেছে।

তুমি এসেছিলে আমার জীবনে
সহসা এক ঝড়ো বাতাসের মত,
আচমকা এক দমকা হাওয়ার মত,
নিমেষে সবকিছু তছনছ করে দিয়ে চলে গেছ।
তুমি এসেছিলে আমার জীবনে
সহসা বাধভাঙা ভরা জোয়ারের মত,
তীর উপচে পড়া জলরাশির মত,
নিমেষে সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেলে।

তুমি এসেছিলে–
বহু যুগ জন্মান্তর ধরে যেন আমি
তোমারই প্রতীক্ষায় ছিলাম।
তুমি এলে
যেন এই প্রথম পৃথিবীর আকাশে চাদ উঠলো,
বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটলো,
সব পাখীরা এই প্রথম গান গাইলো
মিলিত কণ্ঠে,
মরা নদীতে জোয়ার জাগলো।

আর তুমি চলে গেলে–
পাখীর গান যেন গান নয় আজ
মর্সিয়া–
নদীর কলতান যেন ক্রন্দন,
সমস্ত পৃথিবী যেন
বিষন্নতার খাখা একটি বিরান প্রান্তর ॥

আমার সব ছবি কেন

আমার সব ছবি কেন বেদনার নীল ছবি হয়ে যায়,
আমি বুঝিনা।
আমার সব স্বপ্ন কেন দুঃস্বপ্ন হয়ে যায়,
আমি বুঝিনা।
যতবার ফুল ফুটাতে যাই,
আমায় কাটা হয়ে কেন আমায় দংশন কবে
আমি বুঝিনা।

অথচ এই চোখে একদিন কাজল ছিল,
এই অধর একদিন রাঙা কামনার রঙে রঞ্জিত ছিল,
আর এই বুকে ছিল বুকভরা আশা।
আজ এই চোখে জল চোখ-জোড়া,
আজ এই কণ্ঠ জুড়ে শুধু কণ্ঠজোড়া দীর্ঘশ্বাস,
আজ এই বুকে শুধু বুক-ভাঙা বেদনা।
আজ অস্তগামী সূর্যের সাথে
আমি আমার মন মিলিয়ে নেই,
আজ গোধূলীর অস্তরাগের সাথে
আমি আমার মনের রঙ মিলিয়ে নেই।

আমার সামনে এখন
অনন্ত রাত্রির অফুরন্ত অন্ধকার।
পথপ্রান্তে এসেও আজ আমি পড়ে আছি পথে।
আমার এখনও ঘরে ফেরা হলনা।
সন্ধাপ্রদীপ-জ্বালানো একটি ঘরের
স্বপ্ন বুকে নিয়ে
ঘরহীন ঘরে খোলা আকাশের নীচে
এখন আমার বিনিদ্র রাত কাটে ॥

বৃথাই বসন্ত কালের নিমন্ত্রণে

বৃথাই বসন্ত কালের নিমন্ত্রণে
আমাকে ডেকোনা বন্ধু,
আমি তো বর্ষ জুড়ে পালন করে যাই
বর্ষাবরণ,
আর দিনমান শুনি শ্রাবণের গান।
আমার দুচোখের ধারাজলের সাথে
আমি বরষার ধারাজলের মিল খুজি
সারা বছর ধরে।

তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে
বসন্তগান গাইতে আমাকে অনুরোধ করনা।
আজ গান গাইতে গেলে আমার কণ্ঠে
কান্নার ধ্বনি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়।
আজ যখন দেখি উদ্যানে নব বসন্তে
নূতন বসন্ত কুসুম ফুটে আছে–
আমার মনে পড়ে যায়
কুসুমের মত একটি মুখ
যাকে আমি হারিয়েছি জীবনের অবেলায়।
আজ পুষ্পরিক্ত শূন্য উদ্যানের
ঝরা কুসুমের সাথে এখন আমি
আমার হৃদয়ের মিল খুজে পাই।
গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুম নয়
আমার জীবনে ফুটে থাকে
শ্রাবণ আকাশের থরো থরো খন্ড খন্ড মেঘ।
আমার ভুবন জুড়ে বয়ে যায়
বাদলের আভাসমাখা উদাস হিমেল হাওয়া।

বহুকাল হল গত–
আমার ষড়ঋতুতে তাই
বসন্ত নামের কোন ঋতু নেই।
সেই একজন আমার জীবন থেকে
ঊসন্ত নিয়ে চলে গেছে–
আমার হৃদয়ে তাই আর
আমি প্রকৃতির বসন্ত মানিনা, মানিনা ॥

প্রিয়তমা তোমার আবির্ভাবে

প্রিয়তমা, তোমার আবির্ভাবে আমার এ ভুবন
এক অলৌকিক মোহনীয় আভায়
মুহূর্তে আলোকিত হয়ে উঠে।
তোমার পদধুলিধন্য
আমার এ ঘর পুণ্য তীর্থে পরিণত হয়।

পুষ্পবিহীন বিরান উদ্যানে
তুমি যখন যৌবনের অহংকারে সগৌরবে
হেটে চলে যাও–
এক অলৌকিক সুরভিতে মুহূর্তে আমোদিত
হয় সে উদ্যান।

যে পথ দিয়ে তুমি হেটে যাও প্রিয়তমা
তার প্রতিটি ধুলিকণা তোমার পদস্পর্শে
সোনা হয়ে যায়–
জানি তোমার ইষ্টনাম জপেই
একদিন আমি নির্বাণ লাভ করবো।

যেদিন তোমার পায়ে মল বেজে উঠলো
সেদিনই প্রথম নদী ছন্দ তুলে
যাত্রা শুরু করলো সাগরের দিকে।
তোমার আগমনে
ফুল কলিরা হেসে উঠলো, পাখীরা গান গাইলো,
এই পৃথিবীতে সাড়া জাগলো,
আর আমি নবজীবন লাভ করলাম ॥

তুমি যেন বিশাল আকাশ হয়ে

তুমি যেন বিশাল আকাশ হয়ে
আমাকে ঘিরে আছ–
যেখানেই যাই তোমারই ছায়া
আমায় ঘিরে রাখে।
মন্দিরে যখন বিগ্রহ বন্দনায় চোখ বন্ধ করি–
কখন দেব বিগ্রহ তোমার মুর্তিতে
রূপান্তরিত হয়ে যায়-
চোখ খুলে দেখি তুমি শুধু তুমি।

এখানে সেখানে ধুলি-ধূসরিত অঙ্গে
জীর্ণবস্ত্র, মলিন বসন, ক্লান্ত চরণে
কোথায় না খুজেছি তোমায় হন্যে হয়ে,
চোখ বন্ধ করতেই দেখি
অন্তরের অধীশ্বর হয়ে
বসে আছ তুমি অন্তরে রাণীর মহিমায়।

এ ঘরে ও ঘরে মন্দিরে আশ্রমে
ঘুরে ফিরেছি ঘরছাড়া বিবাগীর মত–
কোথায় আমার তীর্থভূমি ?
অবশেষে যখন তোমার দ্বারে একদিন
উপনীত হলাম–
জানলাম তোমার আঙিনাই আমার তীর্থভূমি,
তোমার ঘরই আমার দেবালয় ॥

জানি এই পথ শুধু বেদনার

জানি এই পথ শুধু বেদনার,
কষ্টের পথে তবু চলি
ছায়াহীন দীর্ঘ মরু পথে একলা পথিক,
আমি চলি তোমার অভিসারে।
জানি এ পথের শেষে একদিন
তোমার দেখা পাবই–
পাথেয়বিহীন এ পথ চলায়
তোমাকে পাবার আশাই আমার একমাত্র পাথেয়।

জানি এই একাকী পথ চলার পথে
একদিন তোমার দেখা পাব–
আর ঘুচবে আমার এই একাকীত্ব।
জানি ছায়াহীন এই মরুপথের শেষে
তোমার ভালবাসার ছায়াঞ্চলে
আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম
আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

কন্টকিত পথ চলতে চলতে
রক্তাক্ত চরণ থেকে রক্ত ঝরে,
হৃদয়ের গোপন ক্ষত-ঝরা-রক্তে
শোধ করে যাই ভালবার ঋণ।
এ পথের শেষে আমি কি পাবনা
তোমার ঠিকানা–
জানিনা, আমি আজও জানিনা ॥

তুমি এলে মনে হয়

তুমি এলে মনে হয়,
এইমাত্র বুঝি পৃথিবীর বাগানে
সব ফুল ফুটলো,
সব পাখী এইমাত্র গান গেয়ে উঠলো,
বনে বনে হাওয়া বইতে শুরু করলো,
আর আমার জীবন রাঙা কামনায় ভরে উঠলো।

তুমি না থাকলে মনে হয়
কেবলই দৃষ্টিহীনতায় ভুগি,
মনে হয় সবই অন্ধকার।
তুমি আমার দু নয়নের আলো,
অন্ধকারে আলোর প্রদীপ,
দিশেহারা আধারে দিক-নির্দেশক ধ্রুবতারা।

এ জীবন যদি কখনও ব্যথায় ভরে উঠে,
যাতনায় ভরে উঠে এই মন,
তুমি শুধু তোমার হিমেল কোমল পরশ বুলিয়ে দিও,
সব যাতনার নিমিষেই উপশম হবে।
মুগ্ধ আলিঙ্গনে জড়িয়ে নিও
মৃত্যুও ফিরে যাবে দ্বার থেকে ॥

এখন আমি তার কাছে ফিরে যাচ্ছি

এখন আমি তার কাছে ফিরে যাচ্ছি,
এই রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি,
এখন কারোর কথাই আমি শুনব না।
পথের পাশে সদ্য-ফোটা রঙীন পুষ্পের হাসি,
বয়ে চলা ঝর্ণার রূপালী ধারা,
গাছের ডালে একটি মায়াবী পাখী–
কোন দৃশ্যই এখন আমাকে কাছে টানতে পারবে না।

এখন আমার চোখে শুধু তার ছবি,
এখন আমার কানে তার কাকনের রিনিঝিনি।
কোকিলের কুহুতান,
কল্লোলিত নদীর সুমধুর সংগীত,
আমার কাছে অসহ্য কোলাহল এখন।

তার অনিন্দ সুন্দর মুখশ্রী,
আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম–
তার কণ্ঠস্বর
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংগীত–
আমি তাকে দেখেছি।
এই পৃথিবীতে আর সুন্দর কিছু দেখার
আমার বাকী নেই ॥

সন্ধ্যা নেমে আসছে

সন্ধ্যা নেমে আসছে,
থেমে গেছে সব কোলাহল,
নীড়ে পাখী ফিরে যাচ্ছে,
সবাই যে যার গন্তব্যে চলে যাচ্ছে,
আর আমি ফিরে যাচ্ছি তোমার কাছে।

তোমার কাছে ফিরে যাওয়া মানে
অন্ধকার রাত্রি ছেড়ে আলোকিত ভোরের দিকে যাত্রা,
তোমার কাছে ফিরে যাওয়া মানে
একটি অনুপম স্বপ্নের কাছে চলে যাওয়া।

যতদূরেই তুমি থাকো
যদি জানি পথের প্রান্তে তুমি বসে আমার প্রতীক্ষায়,
সে পথ কখনই দীর্ঘ নয়।
তোমার কথা ভাবতে ভাবতে
মিলনের চিত্রকল্প কল্পনা করতে করতে
কখন সে পথ ফুরিয়ে যায় টের পাই না।
কন্টকিত পথে ক্ষতবিক্ষত চরণে রক্ত ঝরে টের পাইনা–
আমার দুচোখে তখন কেবল তোমারই ছবি।
ক্লান্তিহরা ভুবন মোহন সেই রূপ মাধুরী
আমার পথ চলার প্রেরণা।
তোমার কথা ভাবলে
আমার দীর্ঘপথ মনের অজান্তে সংক্ষিপ্ত
হয়ে আসে ॥

নিরিবিলিতে তুমি যখন

নিরিবিলিতে তুমি যখন
হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে
বল 'এসো একটু পাশে বস।'
এর চেয়ে বড় সম্বর্ধনা আর আছে কি।
আজ আমাকে ঘিরে একি মহা-উৎসব
অভিনন্দন আর মাল্যদানের
একি শ্বাসরুদ্ধকর প্রতিযোগীতা–
বাগাড়ম্বরপূর্ণ মানপত্র পাঠের ছড়াছড়ি
রীতিমত হাফিয়ে উঠা...।

অথচ আমি তাকিয়ে আছি
তোমার মুখের দিকে–
তোমার রাঙা ঠোটের কোণে একটু বাকা হাসি,
এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর আছে কি?
আমার নিষ্ঠা আর এ প্রতিভা
সবই তো তোমার প্রেরণা।
তুমি যখন হাত বাড়িয়ে ডাকো 'এসো'
এর চেয়ে বড় অভিনন্দন আর
আমার জন্য আছে কি ?

শুধু মনে হল তুমি ডেকেছ

শুধু মনে হল তুমি ডেকেছ
তাই আমি ছুটে এসেছি এতটা পথ,
পেছন ফিরে আর তাকাইনি
কতটা পথ ফেলে এসেছি
কতটা পথ বাকী।
সেদিকে মন দেবার মত মন কোথায়?
আমার চলার পথে
শুধু তোমার ছবি ভেসে উঠে বারবার,
কেবলি কল্পনায় জাগে অকল্পনীয় দৃশ্যপট–
পথের প্রান্তে আবার তোমার সাথে হবে দেখা।

সমুখে উত্তাল তরঙ্গ-সংকুল জলধি
অতল অধীর–
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের ভৈরব গর্জন-
কিছুই পৌছে না শ্রবণে।
আমি যে শুনেছি তোমার বাশরীর কুহক তান
সুরের অপূর্ব সুর-লহরী,
আর কখন ঝাপায়ে পড়েছি অকুল সায়ওে,
কোথা থেকে ভেসে কোথায় চলেছি...।
যেন স্বপ্ন-ভ্রমে ভেসে চলেছি তোমার দেশে।
হয়তো যখন ভাঙবে এ মোহাবেশ
জেগে উঠবে চেতন–
বালুচরে আছড়ে পড়বো যখন তরঙ্গরাশির আঘাতে-
দেখবো, শুধু ধু ধু বালুচর অন্তহীন–
কেউ নেই, কিছু নেই -
আর তুমিহীনতার হাহাকার সেই বিশাল শূন্যতায় ॥

যখন ফুলের বাগানে ফুল ফুটে

যখন ফুলের বাগানে ফুল ফুটে
ভাল লাগে চেয়ে চেয়ে দেখি–
যখন সেই পুষ্পশোভিত উদ্যানে
তোমাকে আবিষ্কার করি–
তখন ফুলের লাবণ্য
তার আপন পুষ্পিত মহিমাকে অতিক্রম করে
অনন্য রূপে ধরা দেয়।

যখন জোছনা রাতে
কেমন অপার্থিব আলোকছটায়
মনকে আচ্ছন্ন করে,
তখন হঠাৎ জ্যোৎস্না তোমার মুখে
প্রতিফলিত হয়ে অন্যরকম আলোয়
পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়।
যখন মৃত্যুর মুখে দাড়িয়ে
তোমার মুখের মিষ্টি হাসি প্রত্যক্ষ করি–
তখন মৃত্যুকেও মনে হয়
জীবনের চেয়ে সুমধুর ॥

আজও প্রকৃতিতে বসন্ত আসে

আজও প্রকৃতিতে বসন্ত আসে,
গোলাপ ফুটে বাগানে,
শুধু মন আমার গোলাপ-রাঙা হয় না তো,
তুমি নেই, তাই ।
কোন অজানা লোক হতে এসে
ফেরারী পাখীরা কোন দূর অজানায়
হারিয়ে যায়–
আমার মনও বিবাগী পাখীদের সাথে হারায়।

তুমি নেই তাই আমি ঘরছাড়া বিবাগী।
যেখানে তুমি থাকো প্রিয়তমা
সেখানেই আমার নিবাস।
আজ মন থাকে না মনের ঘরে,
তুমি নেই তাই।
এ মন হারিয়ে ফেলেছে মনের ঠিকানা
আজ তুমিহীনতায় ॥

রোজকার পুরনো অভ্যেসে

রোজকার পুরনো **অভ্যেসে**
লেখার খাতা খুলে বসি–
একটি দুটি পংক্তি মনে জেগে উঠে
আবার মিলিয়ে যায় মুহূর্তে তড়িৎ প্রভার মত।
ফুল, পাখী, নদীর কথা মনে করি
যদি অন্তত একটি কবিতা লেখা হয়ে যায়।
কিন্তু কি করবো বল,
ফুল, পাখী, নদী মিলিয়ে গিয়ে
বারবার ভেসে উঠে তোমার মুখ।
অপরূপ উজ্জল হয়ে মুহূর্তে ভাসে হৃদয়ে
তোমার মুখায়বব,
আর সব ঝাপসা ম্লান হয়ে যায়।

চিত্রকর আমি নই–
তবু মানসপটে মুহূর্তে অংকিত হয়ে যায়
তোমার বাকা ভ্রূভঙ্গিমা–
পাপড়ি ছড়ানো পুষ্পিত হাসি,
ঘন কালো চুলের মাঝে চাদের মত মুখখানি।
নই ভাস্কর–
তবু মুহূর্তে তোমার দেহ সৌষ্ঠব
যৌবন-গর্বিত অঙ্গের প্রতিটি ভাজ,
নিপুণ ভাস্কর্য হয়ে ধরা দেয় এ হৃদয়ে।

তুমি আছ বলে তাই আমি কবি,
আমি শিল্পী, আমি ভাস্কর–
তোমাকে নিয়েই তো আমার জীবনের
চারুকলার চারুপাট।

বল তোমাকে বাদ দিয়ে কি কোন কবিতা
হতে পারে, কোন গান হতে পারে,
কোন ভাস্কর্য রচনা চলতে পারে ?

ফুল, পাখী, নদী তারও আগে তুমি,
তাই তোমাকে নিয়ে ভাবতেই
আমার কবিতা ধরা দেয় হৃদয়ে।
ফুল, পাখী, নদী বড় জোর তোমাকে নিয়ে
রচিত কবিতার অনুষঙ্গ হতে পারে,
কখনই মূল প্রসঙ্গ নয়–
সবার উপরে তুমি
আমার জীবন কাব্যের তিলোত্তমা ॥

বলেছ ভুলে যেতে

বলেছ ভুলে যেতে,
চাইলেই কি ভোলা যায় ?
তার আগে আকাশের চাদকে নিভে যেতে বল,
পৃথিবীর সব ফুলকে ঝরে যেতে বল,
পাখীদের সব গান থামিয়ে দাও,
নদীর কলতান বন্ধ করে দাও,
বসন্তের মাতাল হাওয়াকে ফিরে যেতে বল।

যতদিন আকাশ-ভাসানো রূপালী জ্যোৎস্নায় নিয়ে
চাদ উঠবে,
পাখীর গানে ভ্রমর গুঞ্জনে
প্রকৃতি মুখর হবে,
ততদিন তোমার কথা মনে হবেই।
যতদিন কল্লোলিত নদী
কলকণ্ঠ মুখরিত স্রোতধারা নিয়ে
সাগর পানে অধীর আবেগে ছুটে যাবে,
যতদিন মন-মাতাল-করা সুবাসমাখা
বসন্ত বাতাস বইবে,
ততদিন তোমার কথা মনে পড়বেই,
তোমাকে ভুলতে পারব না ॥

জানি এ জীবনে

জানি এ জীবনে
আমার অক্লান্ত প্রতীক্ষার প্রহর
ফুরাবেনা কোনদিন,
তুমি ফিরে আসবেনা কোনদিন।
তবু আমি যতদিন বেচে থাকবো বন্ধু,
প্রতিদিন সন্ধ্যায় তোমার স্মরণে
একটি প্রদীপ জ্বালবো
আমার মনের দেবালয়ে,
আর তোমারই কথাই ভাববো
সকাল বিকেল সন্ধ্যে রাতে।
তোমারই স্মৃতি-কুসুমে
কুসুম-মালা গেথে কন্ঠে পড়ে থাকবো।
সেদিন চলে যাব এ পৃথিবী ছেড়ে,
যাবার আগে তোমারই স্মরণে
এক ফোটা নয়নের জলে
সিক্ত করে দিয়ে যাবে এই ধরাতল ॥

এই ফাল্গুনী জ্যোৎস্না রাতে

এই ফাল্গুনী জ্যোৎস্নারাতে আমি একা,
আমার পাশে কেউ নেই–
এই পুষ্পশোভিত বর্ণিল উদ্যানে
আমি একা, আমার পাশে কেউ নেই।
বল এই জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোতে
কার মুখ দেখে আমি প্রাণের এ পিপাসা
নিবৃত্ত করবো–
এই পুষ্প চয়নে আমি কার জন্যে মালা গাথবো?

কোকিলের গানে আর ভ্রমর গুঞ্জনে
তার স্মৃতি জাগে মনে–
তার কাকন কণ্ঠ মনে আনে।
সুরভিত বাতাসে যেন তারই
শ্রাবণের-কালো-মেঘ কেশেরই
সুবাস ভেসে আসে।
অগো পুর্ণিমার চাদ,
বসন্তের কোকিল, ফাল্গনী পুষ্পরাশি
এই ফাল্গুনী রাতে জ্যোৎস্না আলোকিত
পুষ্পিত উদ্যানে আমি একা–
আমার পাশে কেউ নেই ॥

একদিন স্বপ্ন হারিয়ে যায়

একদিন স্বপ্ন হারিয়ে যায়
থাকে শুধু স্বপ্ন-ভাঙার বেদনা।
এক সময় যে পাখী
শাখায় বসে গান গেয়েছিল,
সেও উড়ে যায় নিলীমায়–
পেছনে পড়ে থাকে
তার ঝরা পালক।

একদিন প্রাণের অতি নিকটজন
সেও দুরে চলে যায়–
পেছনে পড়ে থাকে স্মৃতি, শুধু স্মৃতি।
তেমনি করে একদিন তুমিও চলে গেছ
পেছনে পড়ে আছি আমি, শুধু আমি ॥

দিনের শেষে এখন সূর্য ডুবে

দিনের শেষে এখন সূর্য ডুবে
দূর রক্তিম পশ্চিমাকাশে,
এখনও কি আমি তার অপেক্ষায় বসে থাকবো
দুবাহু বাড়িয়ে ?
দূর আকাশে নীড়ে ফেরা পাখীগুলো
একে একে ফিরে যাচ্ছে আপন কুলায়-
এখনও তো আসেনি সে।
আমি কি এখন ও তার অপেক্ষায়
পথ প্রান্তে দাড়িয়ে থাকবো ?

এ পথে দিনান্তের শেষ পথিকটিও
ফিরে গেছে আপন গন্তব্যে,
এখনও আসেনি সে।
আমি কি এখনও শূন্যে উদাস দৃষ্টি মেলে
তার অপেক্ষায় বসে থাকবো বিষণ্ন বদনে ?
হাজার তারার মালা গলায় পরা
এমন জ্যোৎস্না প্লাবিত স্নিগ্ধরাতে
আমি কি অশ্রুসিক্ত নয়নে একা একা ঘরে ফিরবো
এক বুক নিঃসঙ্গতা বুকে নিয়ে ?

আজ এই পথে কেউ আসে না আর

আজ এই পথে কেউ আসে না আর,
কারো রাঙা চরণের চিহ্ন আর
এ পথের বুকে চিত্রাংকিত হয়না আর।
এ বাগানে আজ আর কেউ
পুষ্প চয়নে আসে না আর,
নীরবে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে যায়–
কেউ সে ফুলে মালা গাথে না আর।

এ ঘরে কেউ আসেনা আর,
কারো কলরব মুখর আগমনে
এ গৃহ প্রাঙ্গণ মুখরিত হবে না আর।
অভিমানে এ আবাস-গৃহ নীরবে
মুখভার করে বসে থাকে দিনমান।
স্মৃতির অব্যবহৃত এ গ্রন্থ খুলে
আমি শুধু পাঠ করি আজ
ফেলে আসা দিনের কথা–
আর নীরবে নিভৃতে খুব সন্তর্পণে
অতীত দিনের কাব্যকথা
লিখে যাই ॥

জানিনা তুমি আজ আমার কথা ভাব কিনা

জানিনা তুমি আজ আমার কথা ভাব কিনা,
হয়তো ভাবো আমিও তোমার মত
তোমাকে ভুলে বসে আছি।
ভুলে থাকতে চাইলেই কি
ভুলে থাকা যায় প্রিয়তমা ?
জীবনের আয়োজনে চাপা পড়ে গেছে
কত কামনা বাসনা–
আজও কি ভুলতে পেরেছি
তোমায় হারানোর ক্ষতি ?
মুছতে কি পেরেছি তোমার স্মৃতি
মনের আঙিনা হতে ?
ঢাকতে কি পেরেছি মনের গভীরে
তোমায় না পাওয়ার বেদনার গভীর ক্ষতি-চিহ্ন ?

তবু আজও যখন হৃদয় মাঝে চোখ মেলি
মনে হয় তুমি কত কাছে আছো,
হাত বাড়ালেই তোমাকে ছুয়ে ফেলতে পারি।
অথচ যখনই সত্যি সত্যি হাত বাড়াতে গেছি,
অদৃশ্য কাচের দেয়ালে প্রসারিত হাত
বাধা পেয়ে ফিরে এসেছে।
প্রিয়তমা যতদিন বেচে থাকবো
ততদিন এই বুকে তোমার জন্য ভালবাসা
জেগে থাকবে–
যতদিন এ মন থাকবে,
ততদিন এ মনবেদনার শেষ হবেনা জানি ॥

একদিন তোমার বাগানে

একদিন তোমার বাগানে
নব বসন্তে ফুল ফুটে ছিল।
আর একটি পাখী আপন মনে গান গেয়ে
চলে গিয়েছিল
দূর নিলীমার শূন্যতায় মিলিয়ে।
তুমি তাকে মনে রাখনি–
তার মনে কি বেদনা লুকানো ছিল
কি গোপন কামনা সে গানের ভাষায়
শুনাতে সে চেয়েছিল, তুমি বুঝনি।
নব বসন্তের আমেজে তখন তোমার মন রঙীন,
তুমি তখন মালা গাথায় ছিলে মগ্ন,
তোমার চোখে তখন অন্যদিনের স্বপ্ন।
একটি পাখীর গানের বারতা
তাই তোমার কাছে সেদিন অর্থ খুজে পায়নি।
তুমি শুধু উদাস নির্মোহ দৃষ্টি মেলে
তাকিয়ে দেখেছ তার চলে যাওয়া,
যেতে যেতে তার ফেলে যাওয়া
ঝরা পালক তুলে সেদিন খোপায় ঘুঁজে নাাওনি।

আবার তোমার জীবনে ঘুরে ঘুরে
আর ও কত বসন্ত আসবে,
নিত্য নতুন পাখীর কল কাকলীতে
ভরে যাবে তোমার উদ্যান-প্রাঙ্গণ।
শুধু সেই অভিমানী পাখীটা,
সেই নিঃসঙ্গ পাখীটা,
আর কোনদিন তোমার বাগানে
আসবে না গান শুনাতে,
তার বেদনা ভরা হৃদয়ের ভাষা
গানের সুরে সুরে তোমাকে শুনাতে আসবেনা।
একা একা ঘুরে বেড়াবে আকাশে আকাশে
চিহ্নবিহীন দূর মহাশূন্যে ॥

আকাশের চাদ ছিল

আকাশের চাদ ছিল চাদের চেয়েও সুন্দর,
তুমি ছিলে তাই–
একদিন ফুল, পাখী, নদী
সবই ভাল লেগেছিল
তুমি ছিলে তাই।
সেদিন ফুল পাখী নদীর অন্যরকম মানে ছিল
আমার কাছে।

আজ তুমি কাছে নেই,
ফুল, পাখী, নদী সবই আজ আমার জীবনে অর্থহীন
মাতালের প্রলাপের মত।
তোমাকে ছাড়া তাই পৃথিবীর সবই বেমানান
অসহনীয়।

আকাশ ভরা হাজার তারার মেলায় আজ
তোমাকে খুঁজি,
সাগর জলের অথৈ ঢেউয়ের মাঝে
আজ তোমায় খুজি,
গহন বনের গভীর ছায়ায় আজ তোমায় খুজি।
তুমি আমার হারিয়ে যাওয়া একটি গানের সুর,
তুমি আমার হারিয়ে যাওয়া একতারাটির
একটি তার ॥

হাজার দিনের মাঝে সেদিনটি

হাজার দিনের মাঝে সেদিনটি ছিল অনন্য।
কারণ সেদিন তুমি এসেছিলে
সব দ্বিধা লাজ ভুলে আমার কাছে,
আমার এ ঘর ক্ষণিকের তরে আলোকিত করে
তুমি এসেছিলে।
সেদিনকার প্রতিটি তাল, লয়, সুর
প্রতিটি রঙ, আমার মুখস্থ,
আজও স্মতিপটে অক্ষয় হয়ে আছে।
তোমার স্মৃতিমাখা সেদিনটি আমার জীবনে
অনন্য একটি দিন।

সেদিনকার প্রতিটি অক্ষর, শব্দ, বাক্য
দাড়ি, কমা, সেমিকলন, প্রতিটি যতিচিহ্ন
স্পষ্ট মনে আছে–
কারণ হাজার দিনের মাঝে সেদিনটি ছিল অনন্য।
তোমার অভাবিত আগমনে সেদিন
ধন্য হয়ে গিয়েছিল আমার এ ঘর।
সেদিনকার তোমার চলার প্রতিটি মুদ্রা
কণ্ঠস্বরের উত্থান পতন,
বাচন ভঙ্গী,
হুবহু আজও মনে পড়ে–
কারণ সেদিনটিতে তুমি সব দ্বিধা লাজ ভুলে
ক্ষণিকের তরে আমায় আপন করে নিয়েছিলে ॥

আকাশের সব নক্ষত্র

আকাশের সব নক্ষত্র
আমি তো চাইনি–
আমিতো চেয়েছিলাম
আমার এ ঘরে অন্তত একটি
প্রদীপ কেউ জ্বেলে দিক।

বাগানের সব ফুল আমি তো চাইনি,
আমি চেয়েছিলাম
আমার এ হাতে অন্তত একটি
রক্ত গোলাপ কেউ তুলে দিক।
স্বপ্নের সব রঙীন প্রজাপতির পিছে
আমি তো মিছে ছুটে বেড়াতে চাইনি,
আমি তো চেয়েছিলাম
আমাকে অন্তত একটি
রঙীন প্রজাপতি কেউ ধরে দিক।
আমি তো চেয়েছিলাম
তোমার মত কেউ একজন আমাকে ভালবাসুক।
আমি তো কেবল ভালবেসে
অগ্নিবিলাসী পতঙ্গের মত
মরে যেতে চেয়েছিলাম ॥

কতকাল এই বিষন্ন শূন্যতায়

কতকাল এই বিষন্ন শূন্যতায়
বিসর্জিত আমি-
চোখের জলে আর সাত সাগরের জলে একাকার।
জীবন এখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন,
ক্ষমাহীন আধারে জানিনা
আর কতকাল কাটাবো কাল।
আলোকের বার্তাবাহী
অগো বন্ধু তুমি কোথায়?
মুক্তির আলোকে বর্তিকা আমাকে দেখাও।

পেছনে রুদ্র সাগরের ক্ষিপ্ত তরঙ্গের উন্মত্ত উল্লাস,
সম্মুখে অনতিক্রান্ত উত্তুঙ্গ পাহাড়–
সম্মুখে চলার নেই অবকাশ,
পেছনে ফেরারও পথ নাই।
দিকচিহ্নহীন অথৈ মরুভূমিতে
আমি দিকভ্রান্ত পথহারা–
অগো আমার জীবনের ধ্রুবতারা
চেতনার আকাশে তুমি উদ্ভাসিত হও ॥

যেখানে যাই যেদিকে তাকাই

যেখানে যাই যেদিকে তাকাই
তুমি শুধু তুমি–
তোমার স্মৃতি সর্বত্র বিরাজিত বিভাসিত
দূর আকাশের মত,
কি করে তোমাকে ভুলি ?
সাগরে বালুকাবেলায় যত ছবি আকি
যত চিহ্ন জাগে ভাটির টানে,
জোয়ারের জলে মুছে যায় বারেবারে।
আখীর কাজলে প্রণয়ের যে মুগ্ধ ছবি আকি
নয়নের জলে তাও মুছে যায়,
হৃদয়ে আকা তাই তোমার অক্ষয় ছবি
কি করে মুছি ?
বল কোন আধারে মুখ লুকিয়ে আমি কাদি?

এ উদাস পৃথিবী তোমায় মনে রাখেনি,
থেমে যায়নি তার সৌর প্রদক্ষিণ
আপন কক্ষ পথে।
তুমি চলে গেছ,
আমার ঘড়ির কাটা একটি রেখায় এসে
স্থির হয়ে থেমে আছে।
তুমি চলে গেছ বলে
আমার বিশাল ভুবন শূন্য ফাকা হয়ে গেছে।
কেউ বুঝেনা এই অদৃশ্য শূন্যতায়
আমি কাকে খুজে বেড়াই,
কার স্মৃতি আমাকে বিচলিত করে।

আকাশের চাদ, প্রতিটি নক্ষত্র
তোমার মুখচ্ছবি হয়ে ঝুলে থাকে
আমার চোখের সামনে।
তোমায় ভুলে থাকা দায়।

বাহুর বাধন ছিন্ন করে চলে গেছ,
হৃদয়ের বাধন তাই বুঝি আরও সুদৃঢ় হয়েছে।
নয়নের আড়ালে গিয়ে হৃদয় জুড়ে আসন পেতেছ।
অগো আমার হৃদয় রাজ্ঞী
তোমার আজ্ঞা আমায় শুনাও ॥

প্রিয় এই পথে তুমি চলেছ

প্রিয় এই পথে তুমি চলেছ
যেতে যেতে কত পদচিহ্ন রেখে গেছ,
তাই এ পথের প্রতিটি ধূলিকণা কখন
সোনা হয়ে গেছে তুমি জাননা।
এই ধূলিধূসরিত পথে ধুলিমাখা অঙ্গে
তাই আমি চলবো আজীবন,
আমাকে কেউ ফেরাতে পারবে না।
প্রিয় এই ঘর এই বাসগৃহ
একদিন তোমার পদধুলি পেয়ে ধন্য হয়েছিল,
এই ভিটেমাটিতে তোমার ও রাঙা চরণ
পড়েছিল–
তাই এই ঘর, এই বসত বাটি
আমার পৃথিবী, আমার ঠিকানা
স্থায়ী নিবাস।
এখানটা ছেড়ে আমি কোন স্বর্গেও যাবনা,
আমাকে কেউ ডেকোনা।

প্রিয় এই বাগানের যে শুষ্ক বিবর্ণ ফুলে
তোমার করপুটের স্পর্শ লেগেছে,
মুহূর্তে সে ফুল রঙীন সজীব
হয়ে উঠেছে আমার চোখে।
তোমার কোমল করস্পর্শে
গন্ধহীন পুষ্প থেকেও মধুর সৌরভ
ছড়িয়ে পড়েছে–
এই বাগানের ফুলে একটি মালা গেথে
আমি সারাক্ষণ কণ্ঠে পড়ে থাকবো ॥

একদিন এসেছিলে ভালবেসেছিলে

একদিন এসেছিলে ভালবেসেছিলে
সোহাগ ভরে শুধায়েছিলে দুটো কথা,
মনে আছে আজও মনে আছে
ভুলে গেছি আর সব,
দীর্ঘ প্রতীক্ষার যন্ত্রণা,
ক্ষমাহীন উপেক্ষার কথা।
একদিন এসেছিলে
কাছে এসে বসেছিলে
সোহাগ ভরে দুটি হাত তুলে নিয়েছিলে
তোমার দুটি হাতের মুঠোয়,
মনে আছে সেই স্মৃতি, আজও মনে পড়ে।
আর ভুলে যাই আজিকার এই একাকীত্ব,
বিরহ ব্যথিত যন্ত্রণার অকথিত কাহিনী।
একদিন এসেছিলে ভালবেসেছিলে,
আপন মনের খেয়ালে
তারপর চলে গেলে
ধরে তো রাখা যায়নি তোমাকে।
এই সেই একদিন হাজার দিনের মাঝে
আজ ও মিলে গিয়ে একাকার হয়ে যায়নি।

সেদিনের এক চিলতে পাওয়ার আনন্দ
চিরদিনের আনন্দ হয়ে
আজও এই বুকে বাজে নীরবে নিভৃতে
নিঃশব্দ সংগীতের মুর্ছনার মতন।
সেদিনকার প্রতিটি অক্ষর, প্রতি শব্দ, বাক্য
হুবহু আজও মনে জাগে।
না পাওয়ার বঞ্চনাভরা জীবনে
এ যে পাওয়ার সৌরভ-মাধূর্যমন্ডিত।

মনে পড়ে তোমার অঙ্গভঙ্গির প্রতিটি মুদ্রা,
অবিকল মুখের আদল
দাড়ি, কমা ও সেমিকলন, যতিচিহ্ন সব।
সেদিনকার প্রতিটি দৃশ্যপট ছিল অনুপম
মোহনীয় আর তোমার রূপের বিভায় উদ্ভাসিত।
একদিন এসেছিলে আর ভালবেসেছিলে
মনে আছে, আজও মনে আছে ॥

কতবার ভেবেছি আজই

কতবার ভেবেছি আজই তোমার কাছে যাব,
হৃদয়ের সব ক্লান্তি সপে দিয়ে
তোমার কাছে বিশ্রাম নেবো,
হলনা, আর হল না।
যাই যাই করে শুধু কেটে গেলো সময়।

কতবার ভেবেছি চৈত্রের খরায়
শুষ্ক বিশীর্ণ নদী পার হয়ে তোমার কাছে যাব,
কণ্ঠভরা অক্লান্ত পিপাসা নিয়ে,
যাওয়া হলনা।

কখনও ভেবেছি ভরা বরষায়
মনের খেয়া নৌকোয় পাল তুলে দিয়ে
তোমার কুলে যাবো,
আর যাওয়া হল না ॥

একদিন আমার অজস্র কবিতার

একদিন আমার অজস্র কবিতার
লাজুক পংক্তিমালা তোমারে
অনুসরণ করতো প্রিয়তমা।
যে পথ দিয়ে তুমি চলে যেতে
ধুলিমলিন সে পথ মুহূর্তে
কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে যেত।

আজ তুমি নেই,
আমার আড়ষ্ট কবিতা
পথের ধুলিতে বারবার হোচট খায়,
চেতনায় ছায়া বিস্তার করে বিষণ্নতা।
চৈত্রের খা খা রোদ্দুরে
দুরের খোলা বিরান প্রান্তর যেমন খা খা করে
তেমনি এই বুক জুড়ে শুন্যতা ধু ধু শূন্যতা।
দূর নিলীমায় দুপুরের নির্জনতায়
ডানা মেলে উড়ে উড়ে চক্রাকারে
ঘুরে বেড়ানো ঐ নিঃসঙ্গ শংখচিল আজ আমার মন,
একই বৃত্তে ঘুরপাক খায়–
কোথায় যাব যেন জানিনা আজ ॥

আজ মনে হয় তোমাকে ভালবেসে

আজ মনে হয় তোমাকে ভালবেসে
আমি আসলে
দুঃখকেই ভালবেসেছি।
তোমায় ভালবেসে বল দুঃখছাড়া
আর কি পেয়েছি ?
সেই ভাল ছিলাম
নিজের মাঝে নিজেকে নিয়ে হারিয়ে।
তোমার মাঝে আজ নিজেকে খুজতে যেয়ে
তোমায় হারিয়ে নিজের একাকীত্ব আজ
নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

আজ দুরের অই নিলীমা
বড় বেশী বিষন্ন উদাস বলে মনে হয়।
আজ এই দিগন্কবিস্তৃত শ্যামলিমা
বড় বেশী বিষন্ন উদাস বলে মনে হয়।
বল দুচোখভরা অশ্রুজল
কেন আজ আমার দিবস রাতের সঙ্গী ?
বল বুকভরা হুহু কান্না আজ কার জন্য?
এ বুকের তলে যে বেদনা ঝড় তুলে সংগোপনে
সে বেদনার, সে দুঃসহ যাতনার ভাষা
বুঝাবার ভাষা আমার জানা নেই ॥

ভুলে যেও বন্ধু ক্ষতি নেই

ভুলে যেও বন্ধু ক্ষতি নেই
এই একটাই মাত্র তো জীবন,
এই এক জীবনের দুঃখ নিয়ে না হয়
কাটিয়ে দেবো সারাটা জীবন।

চলে যেও বন্ধু বাধা দেবনা,
এই একটাই মাত্রতো জীবন,
না হয় এই এক জীবনের প্রতীক্ষাতেই
কাটিয়ে দেবো সারাটা জীবন।

না হয় তুমি দিলেনা আমায় একটি মিলন বাসর–
হাজার মিলন বাসর-রাত সাজিয়ে
একা একাই কাটাব জীবন তোমার আশাতে।
তোমায় ভালবেসে না হয় কাটিয়ে দেবো
একটি জীবন,
আর জীবনে তোমার ভালবাসা পাবো
সেই দূর দূরাশাতে ॥

তুমি চলে যাবে একথা শুনতেই

তুমি চলে যাবে একথা শুনতেই
কেন চোখের সামনে
নিমিষেই সমস্ত পৃথিবী থথর করে কেপে উঠলো ;
অজানা ব্যথায় বুকের ভেতর
কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো।
আর নিমিষে দুচোখ জলে ভরে গেলো,
জানিনা, কেন জানিনা।

তুমি চলে যাবে
একথা শুনতেই কেন সমস্ত আকাশ
অন্ধকারে ঢেকে গেলো,
পৃথিবীর সব আলো নিভে গেলো ;
আর আমার মনের কোণে অদৃশ্য সুতোয়
টান পড়লো–
জানিনা, কেন জানিনা।

প্রেম কি আমি তো জানিনা,
ভালবাসা কি আমি তা জানিনা,
শুধু বুঝি তোমায় হারালে
আমার আর এই পৃথিবীতে কিছু হারাবার
আর বাকী থাকেনা ॥

তোমার চলে যাওয়া মানে

তোমার চলে যাওয়া মানে
যে তোমার চলে যাওয়াই শুধু নয়-
কি করে বুঝাবে তোমাকে,
তোমার চলে যাওয়া মানে
আলো ঝলমল জলসা ঘরের
সব আলো অকস্মাৎ নিভে যাওয়া দমকা হাওয়ায়।

তোমার চলে যাওয়া মানে,
বাগানের সব ফুল নিমেষে শুকিয়ে ঝরে যাওয়া
চৈত্রের নিদাঘে।
তোমার চলে যাওয়া মানে,
আকাশের সব স্ফুট নক্ষত্রের সহসা পতন–
অর্থহীন অনন্ত আধার।

তোমার চলে যাওয়া মানে
একটি হৃদয়ের মৃত্যু।
আমারই তো চলে যাওয়া
একটি স্বপ্নের ভুবন থেকে,
একটি অনাবিল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা থেকে
আমারই স্ব-আরোপিত বিদায়।

আমাকে নিঃস্ব করে দিয়ে তুমি চলে যেওনা।
বেলোয়ারী চুড়ির মত আমার সব স্বপ্ন
ভেঙে দিয়ে তুমি চলে যেওনা।
যত দূরে তুমি যাও
কখনও পেছনে ফিরে তাকালে দেখবে,
যত দূর দৃষ্টি যায়–
আমার সজল করুণ দৃষ্টি
তোমাকেই অনুসরণ করছে ॥

নই রাজপুত্র কিংবা যুবরাজ

নই রাজপুত্র কিংবা যুবরাজ
ছন্ন ছাড়া বিবাগী এক কবি–
তবু এ বুকের ভেতর বসবাস করে
এক রাজপুত্রের মন।
নাই থাক আস্তাবল
সান্ত্রী, সেপাই, রাজপ্রাসাদ।

আমাকে অভিবাদন জানায়
সকালের পুব আকাশের রক্তিম সূর্য
নতমস্তকে।
আকাশ তার নীল পক্ষপুটে
আমাকে ঢেকে রাখে রাজছত্রধারীর মত।

জোছনা ঝরা রাত আমার বাসর সাজায়,
আর আমি মনে মনে এক রাজকন্যার
অপেক্ষায় থাকি...
এক সময় সে আসে নীরবে নিভৃতে।
কি দিব তাকে উপহার ?
হীরা-মণি-মুক্তার মালা নাই থাক,
বুকভরা ভালবাসা তার রাঙা পতদলে
নিবেদন করি উজাড় করে।

সে আসে স্বপনে, সে আসে সংগোপনে
আমার কল্পনায়...
আমার জীবন চলার পথটুকু
সুমধুর করে ভরে রাখে–
কল্পনালোকবাসিনী স্বপ্নচারিণী সে এক
রাজনন্দিনী ॥

তোমার বাগানে ফুল ফুটিয়ে

তোমার বাগানে ফুল ফুটিয়ে আমি চলে যাব
দূরের আকাশের পাখী–
তোমার জন্য রেখে যাব রঙ, সুরভি
আর আমার জন্য নিয়ে যাব কাটার জ্বালা।

তোমার দেবালয়ে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে
অন্তহীন আধারে আমি হারিয়ে যাব
একটি আকাশ-প্রদীপ হয়ে–
তোমার জন্যে জ্বলবে আলো
আমার জন্যে রইবে অন্ধকার,
আমার জন্যে অমানিশা।

তোমার বসন্ত ভুবনে আমি গান শুনিয়ে
চলে যাব,
আত্মগোপনকারী বনের কোকিলের মত
বুকের মধ্যে কান্না গোপন করে–
তোমার জন্যে রেখে যাব সুর, তোমার জন্যে গান
আমার জন্যে রয়ে যাবে অশ্রু, আমার জন্যে কান্না।

তোমার জন্যে ছন্দের পংক্তিমালা সাজিয়ে,
ছন্নছাড়া বিবাগী কবির মত
একলা উদাস চলে যাব
কোন সুদুরের অচেনা পথ ধরে–
তোমার জন্যে রেখে যাব কবিতা,
ভালবাসার লাজ রক্তিম পংক্তিমালা,
আমার জন্য নিয়ে যাব–
অন্তমিলনহীন অন্ত্যজ শব্দমালা ॥